উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

রংদার রোববার

তেনাদের উপস্থিতি বিজ্ঞান মানে না। আমাদের অনেকের মন অবশ্য বেশ মানে। তাই তাঁদের তুষ্ট রাখতে আমাদের লোকাচারের নিয়ম। ভয় পেলেও একটিবারের জন্য তাঁদের দেখা পেতে আমাদের হাপিত্যেশ। সাহিত্যের পাশাপাশি তাঁদের ঘিরে সিনেমা, ওয়েব সিরিজের রমরমা।

অদ্ভুতুড়ে

১৫ থেকে ১৭-র পাতায়

‘ব্রহ্মসের নাগালে গোটা পাকিস্তান’

পাকিস্তানের নাম না করে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং হুঁশিয়ারি দেন, ‘আমাদের প্রতিবেশীর প্রতিটি কোনা ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্রের নাগালের মধ্যে রয়েছে।’ ১১

ওমানে প্রতারিত ১১ শ্রমিক

ওমানে কাজ করতে গিয়ে প্রতারণাচক্রের হাতে পড়ে সর্বস্ব খোয়ালেন মুর্শিদাবাদের ১১ জন শ্রমিক। বিষয়টি জানার পরই ভারত সরকার তাঁদের উদ্ধার করেছে। ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা	রায়গঞ্জ	বালুরঘাট	শিলিগুড়ি
সর্বোচ্চ	৩৪°	৩৩°	৩৩°	৩৩°
সর্বনিম্ন	২২°	২২°	২২°	২১°

সাংসদদের আবাসনে অগ্নিকাণ্ড

শনিবার রাজ্যসভার সাংসদদের আবাসনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। সংসদ ভবনের কাছেই ব্রহ্মপুত্র অ্যাপার্টমেন্টে আগুন লেগে যায়। এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিরোধীরা। ১০

১ কার্তিক ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 19 October 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 149

চোর সন্দেহে শিকলে বেঁধে গণপিটুনি

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৮ অক্টোবর : চোর সন্দেহে এক তরুণকে ধরে সারারাত লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রেখে বেধড়ক মারধর করলেন গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে শনিবার সকালে বালুরঘাট থানার পুলিশ এসে ওই তরুণকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটেছে বালুরঘাট ব্লকের চকভৃগু গ্রাম পঞ্চায়েতের কাটনা এলাকায়।

অভিযোগ, শুক্রবার রাতভর দীপক পাহান নামে ওই তরুণকে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। দীর্ঘক্ষণ গণপিটুনি চলে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, মাস দেড়েক আগে এলাকার বাসিন্দা প্রসেনজিৎ সোরেনের বাড়ি থেকে কয়েক লক্ষ টাকার সোনার গয়না চুরি গিয়েছিল। অভিযোগ ছিল, দীপকই চুরি করেছিলেন। *এরপর চোদ্দোর পাতায়*

মায়ের চক্ষুদান। শনিবার কলকাতার কুমোরটুলিতে। ছবি : রাজীব মণ্ডল

শিল্ড মোহনবাগানের

ইস্টবেঙ্গল-১ (৪)
মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-১ (৫)

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর : জমজমাট মহারণ।

উত্তেজনায় ভরপুর আইএফএ শিল্ড ফাইনালে ২২ বছর আগের পুনরাবৃত্তি। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে মরশুমে প্রথম শিরোপার স্বাদ পেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। শিল্ড ফাইনালে টাইব্রেকারে লাল-হলুদ বাহিনীকে ৫-৪ ব্যবধানে হারাল সবুজ-মেরুন।

নির্ধারিত ৯০ মিনিটে ম্যাচের ফল ১-১। ৩৬ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন হামিদ আহদাদ। মোহনবাগানের হয়ে গোল শোধ আপুইয়ার। ২০০৩ সালেও মশাল ব্রিগেডকে হারিয়ে শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল গঙ্গাপাড়ের ক্লাব। সেবার টাইব্রেকারে বাগানের জয়ের নায়ক ছিলেন গোলকিপার হেমন্ত ডোরা। এবার টাইব্রেকারে জয় গুপ্তার শট রুখে সবুজ-মেরুনকে ২২ বছর পর শিল্ড জয়ের স্বাদ দিলেন বিশাল কেইথ।

ইস্টবেঙ্গল যে ছন্দে ম্যাচটা শুরু করেছিল তা দেখে মনে হয়নি হতাশ মুখে মাঠ ছাড়তে হবে অস্কার ব্রুজোঁর দলকে। প্রথম আক্রমণেই মোহনবাগান রক্ষণ টলিয়ে দিয়েছিলেন আহদাদ। তবে ছন্দ ধরে রাখতে পারলেন কই! যে প্রান্তিক আক্রমণকে হাতিয়ার করে দ্রুত গোল তুলে নেওয়ার চেষ্টায় ছিলেন ব্রুজোঁ তা কার্যকর হতে সময় লাগল। বিপিন সিংকে শুরু থেকেই কড়া নজরে রাখলেন মেহতাব সিং। এডমুন্ড লালরিনডিকাকেও সেভাবে চোখে পড়ল না।

৩২ মিনিটে জেমি ম্যাকলারেনকে আটকাতে গিয়ে বক্সে ফাউল করেন আনোয়ার আলি। স্পটকিক থেকে মোহনবাগানকে এগিয়ে দিতে ব্যর্থ জেসন কামিন্স। বাউন্ডুলে ছেলের মতো পেনাল্টি ক্রসবারের ওপর দিয়ে উড়িয়ে দেন তিনি। এরপর অবশ্য জেমি

এরপর চোদ্দোর পাতায়

বড়ুয়াতে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা

তোলা না পেয়ে দোকানে ভাঙচুর

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৮ অক্টোবর : ভোররাতে আর্থমুভার দিয়ে পরপর পাঁচটি দোকান ভেঙে ফেলার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা জয়ন্তী বর্মন ও তাঁর স্বামী তথা তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি ননীগোপাল বর্মনের বিরুদ্ধে। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে রায়গঞ্জের বড়ুয়া পঞ্চায়েতের কানাইপুর গ্রামে। লেগেছে রাজনীতির রংও।

অভিযোগ, কানাইপুরে রাস্তার পাশে একটি দেবোত্তর জমির উপর পাঁচটি দোকান প্রায় ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে চালাচ্ছিল গ্রামেরই পাঁচটি পরিবার। কেউ মুদিখানা, কেউ চা-বিস্কুট, কেউ সাইকেল মেরামতির দোকান খুলে জীবিকানির্বাহ করছিলেন ওই পাঁচ পরিবারের সদস্যরা। সেখানেই নজর পড়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতার। দোকানদারদের অভিযোগ, সম্প্রতি ষড়যন্ত্র করে গ্রামেরই কিছু লোককে উসকে ও তাঁদেরকে ব্যবহার করে দেড় লক্ষ টাকা দাবি করেছিলেন পঞ্চায়েত সদস্যা জয়ন্তী বর্মন ও তাঁর স্বামী তথা বড়ুয়া অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি ননীগোপাল বর্মন। কিন্তু সেই টাকা দিতে অস্বীকার করেন দোকানদাররা। এরপরেই শুক্রবার ভোরে চুপিসারে আর্থমুভার নিয়ে এসে ওই পাঁচটি দোকান ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

ক্ষতিগ্রস্ত পাঁচ পরিবার ইতিমধ্যে ছয়জনের বিরুদ্ধে রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। পালটা পঞ্চায়েত সদস্যা ও গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকেও দোকানদারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়েছে থানায়। শনিবার দুপুরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দোকানদার ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে ঘটনার সরেজমিনে তদন্ত করে। পাশাপাশি পুলিশের উপস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্তরা মালপত্র উদ্ধার করে ফের গুছিয়ে রাখেন।

এই ঘটনার জেরে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে বিজেপি। দলের স্থানীয় নেতৃত্ব অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্যা ও অঞ্চল তৃণমূল সভাপতির গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন। বিজেপি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য পলাশ দেব বলেন, ‘এভাবে দীর্ঘদিনের দোকান উচ্ছেদ করা যায় না। বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। পুলিশ প্রশাসন সঠিকভাবে হস্তক্ষেপ করলে সমস্যা মিটবে।’

ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদারদের মধ্যে রয়েছেন বড়ুয়া অঞ্চলের প্রাক্তন বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য মন্টু বর্মন। দীর্ঘ ৩২ বছর ধরে তিনি সাইকেল মেরামতের দোকান চালাচ্ছিলেন। তাঁর অভিযোগ, ‘আমরা বিজেপি করি বলেই তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যা ও তাঁর স্বামী আমাদের টার্গেট করেছেন। গ্রামের মানুষকে ভুল বুঝিয়ে লেলিয়ে দিয়েছেন। এতদিন ধরে এখানে ব্যবসা করছি, কেউ কিছু বলেনি। অথচ হঠাৎ সব ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল।’

ক্ষতিগ্রস্ত অণিমা সাহার মেয়ে মৌসুমি সাহা বলেন,

এরপর চোদ্দোর পাতায়

মধ্যস্থতাকারী প্রত্যাহারের দাবি মমতার

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৮ অক্টোবর : অভিযোগ, রাজ্যকে না জানিয়েই পাহাড় সমস্যা সমাধানের জন্য মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করেছে কেন্দ্র। আর এতেই বেজায় চটেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহারের দাবি তুলেছেন তিনি। মমতার পদক্ষেপকে ঘিরে আবার পাহাড়ের রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে।

অধিকাংশ রাজনৈতিক দল কেন্দ্রের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের নিন্দা করেছে। তাদের পরামর্শ, মুখ্যমন্ত্রীর উচিত এই ইস্যুতে হস্তক্ষেপ না করা। দার্জিলিংয়ের বিধায়ক এক কদম এগিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বরাবর গোর্খাবিরোধী বলে কটাক্ষ করেছেন। তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রী রোহিঙ্গাদের পক্ষে কথা বলেন।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায় আবেগে প্রয়োজনের বেশি করতে যাবেন না। প্রিয়জনের কথা বলে সমস্যায়। সুগারের রোগীরা খুব সাবধানে থাকুন। পুরোনো দিনের কোনও কাজের জন্যে এ সপ্তাহে অনুশোচনা করতে হতে পারে। আপনার নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা অন্যদের দ্বারা প্রশংসিত হওয়ায় খুশি হবেন। অনৈতিক কোনও কাজে সমর্থন করতে যাবেন না।
বৃষ : বাড়িতে নতুন কোনও সদস্যের আগমনে আনন্দ। সংসারের প্রতিটি কাজে আপনার দৃষ্টি এ সপ্তাহে কিন্তু সমস্যা তৈরি করতে পারে। দীর্ঘদিনের কোনও আশাপূরণ। পেটের কারণে সামাজিক অনুষ্ঠান বাতিল হতে পারে। ব্যয় হলেও মানসিক চিন্তার অবসান ঘটবে।
মিথুন : এ সপ্তাহ যাবে ভালোমন্দে। ব্যবসায় সামান্য মন্দাভাব চললেও, দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা, তবে চিকিৎসায় ফল মেলায় স্বস্তি মিলবে। সৃজনমূলক কাজে মনোনিবেশে মানসিক দুশ্চিন্তা দূরে হবে। কোনও সন্তানের কৃতিত্বে খুব আনন্দ দেবে। সম্পত্তি নিয়ে চলা বিবাদের অবসান হবে। ব্যবসার জন্যে ঋণ নিতে হতে পারে।
কর্কট : সপ্তাহটি যাবে মানসিক দুশ্চিন্তার মধ্যে। তবে শেষভাগে কোনও প্রিয়জনের সুসংবাদে আনন্দ পাবেন। দাম্পত্যে হঠাৎই সমস্যা দেখা দিতে পারে। কোনও রকম বিতর্কে জড়াবেন না। কোনও মূল্যবান দ্রব্য হারাতে পারেন।
সিংহ : সামান্য কারণে সংসারে মনোমালিন্য মনের ওপর চাপ তৈরি করবে। কোনও আত্মীয়ের কারণে অপমানিত হওয়ার আশঙ্কা। সাধারণ কোনও কাজও এ সপ্তাহে কঠিন হয়ে উঠবে। সন্তানের রোগমুক্তিতে স্বস্তি। সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি মিলবে।
কন্যা : অধিক ব্যয়ের কারণে সমস্যা তৈরি হলেও কোনও বয়স্ক প্রিয়জনের সহায়তায় সে সমস্যা কেটে যাবে। দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় কোনও কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। প্রেমের সঙ্গীকে সব খুলে বলুন। পাওনা আদায়ে স্বস্তি মিলবে।
তুলা : হৃদরোগীরা সামান্য সমস্যাতেই চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করবেন। কারও সঙ্গে সামান্য মজা করতে গিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে মানসিক চাপ। পুরোনো কোনও রোগ ফিরে আসার অকারণ ভয়ে মানসিক অশান্তি। বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তি দেবে। অহেতুক কোনও অপছন্দের কাজ করতে গিয়ে সংকটে পড়ার আশঙ্কা।
বৃশ্চিক : ব্যবসা নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকলেও সপ্তাহের শেষভাগ থেকে কিছুটা স্বস্তি মিলবে। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হওয়ার আশঙ্কা। সারা সপ্তাহ ধরে মানসিক চাপ থাকবে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে তৃপ্তিলাভ। সন্তানের জন্যে গর্ব। সন্তানের সঙ্গে অযথা মতানৈক্য এড়িয়ে চলুন।
ধনু : আপনার উদারতার সুযোগ কেউ নিতে পারে। মাথা ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করুন। সময়ের কাজ সময়ে শেষ করুন। বাবা ও মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। চোখের অসুখে ভোগান্তি। আটকে থাকা অর্থ হাতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হবেন। আপনার অনমনীয় মনোভাব সমস্যা তৈরি করবে। বাতের ব্যথায় ভোগান্তি।
মকর : হারানো দ্রব্য ফিরে পেয়ে স্বস্তি। এ সপ্তাহে নানারকম উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কারণের সম্মুখীন হতে পারেন। রক্তচাপ বৃদ্ধি পেতে পারে। পুরোনো কোনও বন্ধুর সংবাদে খুশি হবেন। অযথা কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রের সমস্যায় অস্বস্তি থাকবে।
কুম্ভ : বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগে অবশ্যই নিজেকে শামিল করুন। প্রেমের সঙ্গীকে নিয়ে সামান্য সমস্যা। বিনা কারণেই আপনার ওপর কোনও স্বজন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবেন। নিজে শান্ত থাকুন। অপ্রিয় সত্যি কথা বলে বিপাকে। হঠাৎই কোনও প্রিয়জনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। প্রিয়জনের সঙ্গে প্রায় বিনা কারণেই দূরত্ব তৈরি হতে পারে।
মীন : সংসারের প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় হলেও সমস্যা হবে না। শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখুন। উচ্চ রক্তচাপের রোগী হলে সামান্য সমস্যাতেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। পুরোনো দিনের কোনও সুখস্মৃতি মনকে শান্ত করবে। বাড়িতে পূজার্চনায় শান্তিলাভ। অহেতুক কাউকে সন্দেহ করে মানসিক অশান্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১ কার্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ২৭ আশ্বিন, ১৯ অক্টোবর, ২০২৫, ১ কাতি, সংবৎ ১৩ কার্তিক বদি, ২৬ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৯, অঃ ৫।৬। রবিবার, ত্রয়োদশী দিবা ১।৫৪। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ৬।৫০। ইন্দ্রযোগ রাত্রি ৩।৪৬। বণিজকরণ দিবা ১।৫৪ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ২।২৫ গতে শকুনিকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ৬।৫০ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ৬।৫০ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ১।৫৪ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি- ৯।৫৭ গতে ১২।৪৯ মধ্যে। কালরাত্রি- ১২।৫৭ গতে ২।৩১ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ১০।১৮ গতে যাত্রা নাই, দিবা ১২।৪৯ গতে পুনর্যাত্রা শুভ পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১।৫৪ গতে মাত্র উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ১।৫৪ মধ্যে দীক্ষা বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপণ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও চতুর্দশীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩৬ গতে ৮।৪৭ মধ্যে ও ১১।৪৩ গতে ২।৩৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৬ গতে ৯।১০ মধ্যে ও ১১।৪৭ গতে ১।৩১ মধ্যে ও ২।২৩ গতে ৫।৪০ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২২গতে ৪।৬ মধ্যে।

শিলতোর্ষা পাড়ের কালীপুজোয় সক্রিয় জাহাঙ্গিররা

আজিমুলের ঢাকে সম্প্রীতির বোল

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১৮ অক্টোবর : কালীপুজো করার আগ্রহ বেশি দেখা যায় আমিনুর মিয়াঁ, আজিমুল হকদের। পুজোয় ঢাক বাজানোর জন্য যাঁর সক্রিয়তা সবচেয়ে বেশি তিনি হলেন মকচেদুল আলম। এদিকে কুমোরটুলি থেকে প্রতিমা আনা, অনুষ্ঠান পরিচালনা, চাঁদা সংগ্রহ, খিচুড়ি প্রসাদ খাওয়া এমনকি বিসর্জনে সক্রিয় ভূমিকায় থাকেন জাহাঙ্গির হোসেন সহ আরও অনেকে। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শিলতোর্ষা নদীর পাড়ে শিলবাড়ি ঘাটপাড় এলাকার কালীপুজো যেন 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার'-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে পুজো হলেও এবছর মেলা বসছে না। কেননা পুজোতে যাঁরা বেশি হইহুল্লা করেন তাঁদের বিঘা বিঘা জমির সবজি ও ধান সব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কয়েকদিন আগেই।

দিলদার মিয়াঁর ছ'বিঘা জমির বেগুনখেত ডলোমাইটমিশ্রিত পলিতে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। দিলদারের কথায়, 'গতবারের পুজোয় ৫০০ টাকা চাঁদা দিয়েছিলাম। এবার যে ক্ষতি হল তাতে একশো টাকাও চাঁদা দিতে পারব কি না সন্দেহ।' একইভাবে জয়ন্ত বর্মন, দেবারু মিয়াঁরাও আর্থিক সহযোগিতা করতে পারছেন না। পুজো কমিটির সভাপতি আমিনুর মিয়াঁ ও সহ সভাপতি সবুজ বর্মন জানালেন, যেভাবে হোক পুজোটা হবে। তবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতির কারণে এবার আর মেলা হচ্ছে না।

ক্লাবের সামনে মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। (ডানে) শিলতোর্ষার চরে ডলোমাইটমিশ্রিত পলিতে নষ্ট সবজিখেত, যে কারণে মেলা হচ্ছে না।

স্থানীয়দের কাছে যা জানা গিয়েছে, শিলতোর্ষা নদীর পাড়ে এই পুজো শুরুর নেপথ্যে মুসলিমদের ভূমিকাই বেশি। এই নদী সংলগ্ন এলাকায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস বেশি। চার দশক

> গতবারের পুজোয় ৫০০ টাকা চাঁদা দিয়েছিলাম। এবার যে ক্ষতি হল তাতে একশো টাকাও চাঁদা দিতে পারব কি না সন্দেহ।
>
> **দিলদার মিয়াঁ**

আগে ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়কের শিলতোর্ষা নদীর ওপর পাকা সেতু ছিল না। তখন শীতকালে অস্থায়ীভাবে কাঠের সেতু তৈরি করা হত। আর বছরের বাকি সময়ে নৌকায় পারাপার করতে হত। ফলে সেসময় শিলতোর্ষা ঘাটপাড়ের বাসিন্দাদের একাংশের পেশা ছিল খেয়া চালানো। আবার কিছু মানুষ নদী থেকে বালি-পাথর তোলার কাজও করতেন। তিন দশক আগে এভাবেই মাঝি ও শ্রমিকদের উদ্যোগে নদীর ধারে তোর্ষা ইউনাইটেড নামে ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন মাঝেমধ্যে নৌকাডুবির ঘটনা ঘটত। নদীতে যাতে কোনও বিপদ না ঘটে সেই প্রার্থনায় কালীপুজো শুরু করেন মাঝিরা। তাতে শামিল হন শ্রমিকরাও। এভাবেই হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের উদ্যোগে চালু হওয়া কালীপুজো এবার ৩৫তম বর্ষে পদার্পণ করছে। স্থানীয়দের বক্তব্য, এলাকাবাসী সারাবছর এই মেলারই অপেক্ষায় থাকেন। কিন্তু দুর্যোগের জেরে কালীপুজো সহ মেলার আয়োজনে এমন টান আগে কখনও হয়নি। পরিস্থিতি এমনই তৈরি হয়েছিল যে শুধু পুজোর আয়োজনই করা যাবে কিনা, সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। যদিও সাড়ে তিনদশক ধরে চলে আসা পুজোয় ছেদ পড়ুক চাননি স্থানীয়রা। কোনওরকমে এবার পুজোর আয়োজন করতে পারলেও মেলার আয়োজন করতে না পেরে মন খারাপ এলাকাবাসীর। মেলা করার জন্য যে বাজেটের দরকার ছিল, তা চাঁদায় ওঠেনি। যদিও পরের বার যাতে জমজমাট মেলার আয়োজন করা যায়, সেই চেষ্টা থাকবে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

প্রতিবছর নদী সংলগ্ন তোর্ষা ইউনাইটেড ক্লাবের সামনেই পুজো হয়। এখানেই বসে রাজীব গান্ধির হাট। তবে স্থায়ী মন্দির নেই। কমিটির যুগ্ম সম্পাদক আজিমুল হক ও মাধব বর্মন জানান, পুজোর পর একদিনের অনুষ্ঠান করার চিন্তাভাবনা রয়েছে।

পাত্র চাই

■ ব্রাহ্মণ, 5'-3" উচ্চতা, 28+, কাশ্যপ গোত্র, M.Sc. (Chemistry), MBA, প্রোডাক্ট অ্যানালিস্ট (ACT 21-Software Company, Noida), উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9854504728. (C/118638)
■ রাজবংশী, 33/5'-2", M.A. পাশ, Computer Diploma, ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। M.No. 8927026255. (C/118650)
■ শিলিগুড়ি নিকটস্থ, জেনারেল, 33/4'-11", B.Sc.(H), B.Ed., সরকারি চাকরিরতা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9832483492 (6 P.M. to 10 P.M.). (C/118614)
■ বারুজীবী, M.A., B.Ed., 32/5'-3", প্রাইমারি স্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য আলিপুরদুয়ারের মধ্যে সুযোগ্য পাত্র চাই। (M) 8759473826. (C/117097)
■ স্কুলটিচার, 36, স্বল্পসময়ে ডিভোর্সি (ইস্যুলেস), উচ্চতা 5'-3", সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। ফোঃ-9647489738. (C/118652)
■ EB, কায়স্থ, ফর্সা, M.Sc. (Zoology), B.Ed., 27/5'-3", একমাত্র কন্যার স্থায়ী সরকারি চাকুরে/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। সরাসরি যোগাযোগের সময়- সকাল ৯টা থেকে রাত্রি দশটা। মোঃ 9474586683. (C/118658)
■ পাত্রী কায়স্থ, 31+/5'-5", M.Sc., ফর্সা, সুন্দরী। পিতা রাঃ সঃ পেনশনার। 35-এর মধ্যে সঃ/ MNC/ডাক্তার, চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। মোঃ 7908630027. (C/118645)
■ মালদা নিবাসী, কায়স্থ, 29/5'-8", BCA, ফর্সা, সুশ্রী, সুস্বাস্থ্য, ঘরোয়া একমাত্র কন্যার অনূর্ধ্ব 38/6' স: চা:/প্র: ব্য:/ স্ব:বর্ণ/উ:ব: নিবাসী পাত্র অগ্রগণ্য। 9474996433. (C/118663)
■ বালুরঘাট নিবাসী, 26+, M.A, B.Ed বৈশ্য সাহা অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষকের একমাত্র কন্যা। মাতা গৃহবধূ। পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। যোগাযোগ- 9932923531/ 9474385503. (C/118661)
■ ব্রাহ্মণ, 27+, 5'-7", ফর্সা, সুশ্রী, M.A. পাশ, পিতা - রিটায়ার্ড। পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র অগ্রগণ্য। (M) 9434723918. (C/118145)
■ বারুজীবী, 28/5'-7", B.A, LLB, কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত স্ব:/অসবর্ণ সুপাত্র কাম্য। M- 9474873033. (C/118701)
■ একমাত্র সন্তান, পাত্রী কায়স্থ 30, 5'-2", B.A. Comp. (Dip.) পাত্রীর জন্য সুচাকুরে/সুব্যবসায়ী কেবলমাত্র ঘরজামাই পাত্র চাই। M - 9434352445. (C/118671)
■ পাত্রী(27), 5'-3", B.A, মোদগল্য গোত্র, OBC(B), ফর্সা, সুশ্রী। উপযুক্ত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। অসবর্ণ বিবেচ্য। (M) 9434442434. (S/M)
■ বৈশ্য সাহা, ৩৩/৫'-২", Ph.D. পাঠরতা, Central Govt. নবোদয় স্কুলের শিক্ষিকা (স্থায়ী)। অনূর্ধ্ব ৩৮, নবোদয় শিক্ষক/কেঃ সঃ চাঃ/ উপযুক্ত পাত্র চাই। (উত্তরবঙ্গ নিবাসী অগ্রগণ্য)। (M) 9475039939. (C/118676)

পাত্র চাই

■ মাহিষ্য, উ: দি: নিবাসী, M.A (B.Ed), 38/5'-1", স্বঃ/ অসবর্ণ উপযুক্ত পাত্র কাম্য। চাকরিরত অগ্রগণ্য। সত্বর বিবাহ। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। M - 9800322702. (C/118677)
■ মোদক, 26+/5'-3", M. Pharma, Gold Medalist, Asstn. Proffessor at H.P.I (Sikkim), Ph.D অধ্যয়নরত। উ:/দ: দিনাজপুর অগ্রগণ্য সুপাত্র চাই। 9474139854 (রায়গঞ্জ)। (C/118677)
■ পাত্রী সাহা, 40+/5', উচ্চমাধ্যমিক, আলিম্মান, ফর্সা, সুন্দরী, বিধবা (নিঃসন্তান)। সুপাত্র কাম্য। M - 6297404727 (রায়গঞ্জ) (C/118677)
■ পাত্রী রাজবংশী, সুশ্রী, উচ্চতা ৫'-৩"/বয়স ৩১, B.A. Pass, একমাত্র কন্যা, উপযুক্ত শিক্ষিত, চাকরিরত পাত্র কাম্য। (M) 9647535929. (C/118681)
■ নমশূদ্র, 36/4'-11", সুশ্রী, ফর্সা, স্নাতক, বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ির মধ্যে 38/42-এর মধ্যে পাত্র কাম্য। (M) 9434852160. (C/118685)
■ উপযুক্ত ব্যবসায়ী, সরকারি/ বেসরকারি চাকরিজীবী, অবিবাহিত/ ডিভোর্সি। দ্বিতীয়া কন্যা, বয়স : ৩৪, উচ্চতা ৫'-১" (ডিভোর্সি), শিক্ষা : উচ্চমাধ্যমিক পাশ। ধূপগুড়ি। মোঃ ৮৯৪৪০০৭৩৩৪.
■ রাজবংশী, ২৬+/৫'-৬", M.Sc. (Chemistry), B.Ed., ফর্সা, সুন্দরী কন্যার জন্য Govt. চাকুরে, A. Gr./B. Gr. পাত্র কাম্য। সরাসরি যোগাযোগ। (M) 9832596963. (C/118151)
■ কোচবিহার নিবাসী, ফর্সা, স্লিম, উচ্চতা ৫'-৩"/২৮, M.A., D.Ed., এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9635722089. (C/118692)
■ শিলিগুড়ি নিবাসী, B.A., D.El. Ed., সংস্কৃতি মনস্কা, শিলিগুড়ির নামী প্রাইভেট স্কুল শিক্ষিকা, 27/5', শিব গোত্র, ফর্সা, সুশ্রী, নম্রস্বভাবা। পিতা অঃ প্রাঃ সঃ কর্মী, মাতা হাইস্কুল শিক্ষিকা। শিলিগুড়িস্থিত উপযুক্ত পাত্র কাম্য। ঘটক/ম্যাট্রিমনি অনাবশ্যক। (M) 8250058360. (C/118360)
■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, বাঙালি সুন্নি মুসলিম, ২৮, পাত্রী একটি বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/118362)
■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, ২৮+, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 8967180345. (C/118362)
■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, রাজবংশী, ২৫, M.Sc. পাশ, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ একমাত্র কন্যাসন্তানের জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/118362)
■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১, M.Tech. পাশ, MNC-তে কর্মরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/118362)
■ 24, কনভেন্ট এডুকেশন, B.Tech., নামী MNC-তে Software Engineer, উত্তরবঙ্গের সুন্দরী, স্মার্ট পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 7407777995. (C/118362)

পাত্র চাই

■ 26, M.A., B.Ed., সুশ্রী। শিলিগুড়ি নিবাসী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 080-69074909. (C/118362)
■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৩, B.Tech. পাশ এবং বর্তমানে প্রাইভেট জব করে। পিতা গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/118362)
■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭, MBA পাশ, সরকারি ব্যাংক-এ কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক ম্যানেজার। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/118362)
■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, M.Sc., B.Ed. পাশ, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়-এর শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/118362)
■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ২৯, সুশ্রী, MBA পাশ, বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরতা। এইরূপ বাঙালি পরিবারের কন্যাসন্তানের জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/118362)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, ৩৬, পিতা ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 9836084246. (C/118362)
■ ব্রাহ্মণ, 27/5'-2", M.A., B.Ed., (Eng.), ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য উচ্চপদে সরকারি অফিসার/ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার/রেল/ ব্যাংক/সমতুল্য উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। (M) 9832427133. (C/118365)
■ রুদ্রজ ব্রাহ্মণ, 30+/5'-4", BDS ডাক্তার (শিলিগুড়িতে নিজস্ব চেম্বার), কনভেন্ট এডুকেটেড, ফর্সা, স্লিম, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি বা পার্শ্ববর্তী এলাকা অগ্রগণ্য। (M) 9832015615. (C/118362)
■ 34+, M.Sc. পাশ, রেলে কর্মরত, সুন্দরী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত নেশাহীন পাত্র চাই। 7003763286. (C/118362)
■ জেনারেল, 22/5'-3", B.A. পাশ, বাবা নেই, সুন্দরী, ভালো পরিবারের পাত্রীর জন্য উপযুক্ত দাবিহীন পাত্র চাই। 9836935367. (C/118362)

পাত্রী চাই

■ তিলি কুণ্ডু, 34/5-6", B.E. Civil, বর্তমানে মুম্বইয়ে কর্মরত, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য শিক্ষিত, সুন্দরী, স/অসঃ পাত্রী কাম্য। 8509515991, 9800187755 (C/118696)
■ ব্রাহ্মণ, 34/5'-6", B.Tech/ ম্যানেজার- প্রোজেক্ট অ্যান্ড অ্যাডমিন. পদে কর্মরত পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ/কায়স্থ/বৈদ্য সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। M- 8001575691/ www.bakshi.in.net (C/118664)
■ কায়স্থ দত্ত, 33/5'-8", স্নাতক, রায়গঞ্জ নিবাসী, Bank -এর ডেপুটি ম্যানেজার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। M : 9474308070. (K)
■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ৩৮/৫'-৬", প্রাইঃ হাসপাতালের ম্যানেজার পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ৩৩, শিক্ষিত, ঘরোয়া সুপাত্রী চাই। 8170028064. (C/118601)
■ রায়গঞ্জ, দেবনাথ, 33+/5'-7", M.Sc, B.Ed., MBA (Cert. Course), HDFC ERGO General Insurance এ Deputy Manager (Uttar Dinajpur) পদে কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। M - 9476282730. (C/118677)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 32/5'-9", আলিপুরদুয়ার নিবাসী, রা: স: (Jr. Eng) পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী, শিক্ষিতা ২৫-২৭ এর মধ্যে পাত্রী কাম্য। M-9475908602. (C/118703)
■ W.B কায়স্থ, 30/5'-7", BA (3rd. Yr.), মাঙ্গলিক, নরগণ, নিজস্ব প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা, পিতা কেন্দ্রীয় সরকারি অবসরপ্রাপ্ত গেজেটেড অফিসার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক, উ: 24, সোদপুরে ও উত্তরবঙ্গে আলিপুরদুয়ারে নিজগৃহ। ১ মাত্র পুত্রের জন্য ঘরোয়া সুশ্রী H.S পাত্রী কাম্য। 74889-67877/94307-92302. (K)
■ কায়স্থ, 27+/5'-10", B.A. (H) Pass, Central Govt. Employee, 23-24 বছরের মধ্যে শিক্ষিত, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 8348577882, 9749122847. (C/118680)
■ পাত্র বারুজীবী, IIT (Ph.D.), আমেরিকায় কর্মরত, শিলিগুড়ি নিবাসী, 34/6'-1", সুদর্শন। উপযুক্ত প্রকৃত সুন্দরী, ন্যূনতম 5'-3", বাহিরে যেতে ইচ্ছুক পাত্রী কাম্য। (M) 9832474559. (C/118362)
■ উত্তরবঙ্গবাসী, পুনেতে কর্মরত, 29+/5'-5", B.Tech., Sr. Data Engr.-এর জন্য গন্ধবণিক/অসঃ উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। সরাসরি যোগাযোগ-9434600535. (B/B)
■ জেনারেল, 42/5'-5", Mutual Divorce, প্রাঃ শিক্ষক, দক্ষিণ দিনাজপুর, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9091492966. (C/118683)
■ রাজবংশী পাত্র, বয়স ৩৩, কাশ্যপ গোত্র, সরকারি বিদ্যুৎ দপ্তরে জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার, শিলিগুড়ি নিবাস। উপযুক্ত, শিক্ষিতা, রাজবংশী কন্যা, বয়স ন্যূনতম ২৮, বৈবাহিক সম্পর্কের জন্য প্রয়োজন। যোগাযোগ : 9641565668. (C/118684)
■ EB, শিলিগুড়ি, কায়স্থ, কুম্ভ রাশি, 35/5'-11", সুদর্শন, 50,000/- PM, 18-36, সুন্দরী, ফর্সা পাত্রী চাই। 8902552680. (C/118689)
■ পূঃ বঃ রাজপুত, ক্ষত্রিয়, 40/5'-9", স্নাতক, পেশা- জ্যোতিষ বিদ্যা, মকর রাশি, সিংহ লগ্ন, নরগণ। বাৎসব গোত্র। উচ্চ অসবর্ণ, চাকরিজীবী পাত্রী আপত্তি নেই। (M) 8116231950, 9733306663. (C/118150)
■ বসাক, 36/5'-5", MCA, বেঃ চাকরি, একমাত্র পুত্রের জন্য স্বঃ/অসবর্ণ, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। জলপাইগুড়ি জেলা অগ্রগণ্য। (M) 7047844874. (A/B)
■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৬, M.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 7679478988. (C/118362)
■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩৭, M.Tech. করে নামী MNC-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/118362)
■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ২৯, সেন্ট্রাল, গভঃ চাকরিজীবী। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/118362)

পাত্রী চাই

■ বাঙালি সুন্নি, মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9874206159. (C/118362)
■ ১৯৯৩, শিলিগুড়ি-এর বাসিন্দা। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট অধীনে অফিসার পদে কর্মরত (RFO)। এইরূপ বাঙালি হিন্দু পরিবারের ছেলের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/118362)
■ কায়স্থ, কাশ্যপ B.A./5'-8" 32বৎঃ, ব্যবসায়ী, একমাত্র পুত্র, এক বোন বিবাহিতা, প্রবাসী, পিতা-মাতা বর্তমান। পিতা রিটা: প্রা: প্র: শিক্ষক। উপযুক্ত পরিবারের সুশ্রী-শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য (কাশ্যপ গোত্র ব্যতীত)। অভিভাবক যোগাযোগ করুন। M- 9434192405. (B/S)
■ EB কায়স্থ, কর্মকার, অবিবাহিত, Ph.D., MPH, Psychologist, 46/5'-3", হাবরা নিবাসী, নিজ বাড়ি, সুপ্রতিষ্ঠিত, শিক্ষিতা, অবিবাহিতা, 32-এর মধ্যে পাত্রী কাম্য। (M) 9830516556. (C/118644)
■ পাত্র ব্রাহ্মণ ৩০ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, টিউশনিতে আয় ৩০০০০/-, বাবা নেই, একমাত্র বোন বিবাহিতা, নিজস্ব বাড়ি, আলিপুর নিবাসী, একমাত্র ছেলের জন্য ন্যূনতম উ:মা: পাশ, সুন্দরী, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। কোচবিহার, আলিপুর অগ্রগণ্য। M - 7872011572. (S/M)
■ জেনারেল, 33+, Ht. 5'-8", M.Tech., রেলে উচ্চপদের অফিসার, নেশাহীন, ভদ্র পরিবারের পাত্রের জন্য ভালো সুশ্রী পাত্রী চাই। 9432076030. (C/118362)
■ মালবাজার নিবাসী, 30, M.Sc., SBI Bank-এর ম্যানেজার, রায়গঞ্জ কর্মরত, পিতা ব্যবসায়ী। এই পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9733066658. (C/118362)
■ ৩৩ বছর বয়সি, উচ্চতা ৫'-৭", MBBS, MD in Anesthesia, প্যারামাউন্ট হাসপাতালের চিকিৎসক। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। শিলিগুড়ি নিবাসী। উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ : 080-69074900. (C/118362)
■ ৩৩ বছর, সুদর্শন, উচ্চতা ৫'-৮", M.Tech. ইঞ্জিনিয়ার। সরকারি অফিসে কর্মরত। পিতা ব্যবসায়ী। পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুন্দরী, সংস্কারী পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ করুন : 080-69103058. (C/118362)
■ ৩৪, M.Sc., শিলিগুড়ি নিবাসী, 5'-7", ইনকামট্যাক্স অফিসার, পিতা অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার। উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ : 080-69103049. (C/118362)
■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৫, M.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ-এর অধীন এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া-তে কর্মরত। পিতা, মাতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী। এইরূপ পুত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/118362)
■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিত, ৩৭+, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 8967180345. (C/118362)

পাত্রী চাই

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, শিক্ষিত, ৩৫, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা মৃত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 8967180345. (C/118362)
■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৪৭, ডিভোর্সি। পাত্র রাজ্য সরকারি চাকরিজীবী। পিতা ও মাতা মৃত। পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9836084246. (C/118362)
■ পাত্র কায়স্থ, ৩১, MBBS, সরকারি ডাক্তার, BMOH, পরমাসুন্দরী/ ডাক্তার/সুচাকুরে পাত্রী চাই। (M) 9083527580. (C/118535)
■ পাত্র কায়স্থ, কাশ্যপ, ৪৮/৫'-১১", Ph.D-রত, Env. Consultant, শিলিগুড়ি নিবাসী, ডিভোর্সি, (১ সন্তান, মায়ের কাছে)। উপযুক্ত পাত্রী চাই। 9474031025, (ঘটক/ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন)। (C/118635)
■ পাত্র কুলীন কায়স্থ, MCA, সফটওয়্যার ডেভেলপার, উত্তরবঙ্গে নিজস্ব বাড়ি। ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত, নামমাত্র বিবাহে ডিভোর্সি, সংসার করেনি। বয়স 35/6', লম্বা, ফর্সা। ঘরোয়া পাত্রী চাই। কোনও দাবি নেই। (M) 7384004567. (C/118626)
■ পাত্র জেনারেল কাস্ট, স্নাতক, বয়স-৩৮, উচ্চতা ৫'-৬", গোত্র কাশ্যব, কর্ম-ব্যবসা। উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। ফোন-৯৬৪১৫৩৯৯১৭. (C/118636)
■ ব্রাহ্মণ, 33/5'-7", উত্তরবঙ্গ কোচবিহার নিবাসী, হায়দরাবাদে Investment Banking-এ কর্মরত পাত্রের জন্য 28-এর মধ্যে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। (M) 8250780385. (C/118138)
■ কায়স্থ, বণিক, 34+/5'-6", হোটেল ম্যানেজমেন্টে ডিগ্রি (কলিঃ), বর্তমানে বিদেশে উচ্চপদে কর্মরত, কোচবিহার শহরে নিজস্ব বাড়ি, ছোট ছিমছাম পরিবার। পিতা সরকারি পেনশনার, মাতা গৃহবধূ। সুদর্শন পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। অসবর্ণে আপত্তি নাই। Phone : 9434067174. (C/118141)
■ কায়স্থ, 34/5'-2", নিজস্ব ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। আলিপুরদুয়ার/ কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 7547920747. (C/117098)
■ ঘোষ, 30/5'-8", M.Tech., গভর্নমেন্ট পদে কর্মরত পাত্রের জন্য M.Sc./B.Sc., 5'-3"/4" পাত্রী কাম্য। আলিপুরদুয়ার/কোচবিহার/ শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। কোষ্ঠী বিচার্য। শুধুমাত্র অভিভাবকরাই যোগাযোগ করুন-8116746557, 9002093260. (C/117099)
■ পাত্র রাজবংশী, ৩০/৫'-৮", সরকারি চাকরি (ডাক্তার), শিলিগুড়ি নিকট, অনূর্ধ্ব ২৭, রাজবংশী, সরকারি চাকরি/ডাক্তার পাত্রী চাই। মোঃ-৯৮০০২৬১০০১। (C/118654)
■ তিলি, Gen., B.Tech., MNC-তে কর্মরত (Bangalore), 29+/5'-10", একমাত্র সন্তান। পৈতৃক বাড়ি মালদায়, শিক্ষিত, সুন্দরী, অনূর্ধ্ব ২৭ পাত্রী চাই। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। 8388001957. (C/118656)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 799/-, Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/118362)

উত্তরের পর্যটনে নয়া দিশা বৈকুণ্ঠপুর ও কালিম্পংয়ের মনসং

রংটংয়ের বদলে খোলাচাঁদ ফাঁপড়ি

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৮ অক্টোবর : ব্যস্ত জীবন, সকাল থেকে রাত ইঁদুর দৌড়ে শামিল আমবাঙালি। সপ্তাহান্তে একটু 'রিল্যাক্স', সেই টানেই ছুটে যাওয়া কাছেপিঠে পাহাড়ে। কংক্রিটের জঙ্গল ছেড়ে প্রকৃতির কাছাকাছি রংটং-রোহিণীতে।

কিন্তু, ততটা দূর যদি যেতে মন না চায়! সেই বিকল্পও তৈরি হয়েছে শহরতলিতে। জঙ্গল পথের নিরিবিলিতে একটু সময় কাটানো। শিলিগুড়ি শহরঘেঁষা এই খোলাচাঁদ ফাঁপড়ি এখন রংটং-রোহিণীর বিকল্প। যা বনবস্তির মানুষগুলোর আর্থিক অবস্থাও ধীরে ধীরে পালটে দিয়েছে। জঙ্গলের বস্তিতেই গড়ে উঠেছে একের পর ক্যাফে- রেস্তোরাঁ। হোমস্টেও। যা অনায়াসে টেক্কা দিচ্ছে রংটং-রোহিণীকে।

চেকপোস্ট ধরে ইস্টার্ন বাইপাস থেকে বাঁদিকে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলপথ দিয়ে ঢুকলে খোলাচাঁদ ফাঁপড়ি। পিকনিক, ইকো-ট্যুরিজমের জন্য যা আদর্শ। বনবস্তির এই এলাকা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। বয়ে গিয়েছে নদী, রয়েছে পুরোনো কাঠের সেতু। ছুটির দিন তো বটেই, সারা সপ্তাহ সেখানে ভিড় করছেন শহরের তরুণ-তরুণীরা। সমাগম বাড়তেই দিব্যি পসরা জমিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। রাস্তার একধারে পেতে দেওয়া হয়েছে চেয়ার-টেবিল। অর্ডার নেওয়া হচ্ছে মোমো, নুডলস, চা, কফি, অমলেট, বাটার-টোস্ট আরও কত্ত কিছু। শাল গাছের নীচে বসে চা-কফির স্বাদ নেওয়া বাঙালির কাছে ফাঁপড়ি এখন জনপ্রিয়। টেবিলে আসছে গরম গরম খাবার। তা খেতে খেতে গল্প জমিয়ে সেলফি তুলে কেটে যাচ্ছে সময়।

আশিঘর, চয়নপাড়া, শালুগাড়া থেকে এর দূরত্ব কম হওয়ায় তাদের পছন্দের ডেস্টিনেশন হয়ে উঠছে ফাঁপড়ি।

শনিবার সকাল ৯টা নাগাদ চার-পাঁচটে বাইক এসে থামল সুরজ ছেত্রীর দোকানের সামনে। ঝপটপ দিলেন কফির অর্ডার। তাঁদের আকার ইঙ্গিত বোঝাচ্ছিল, প্রকৃতির মাঝে এসে খানিক স্বস্তি পেয়েছেন তাঁরা। কথা বলতেই জানা গেল, রাইডে গিয়েছিলেন। ফিরেছেন এই রাস্তা দিয়েই। দোকানগুলো দেখে ক্লান্তি কাটাতে চায়ের কাপে চুমুক দিতে থেমেছেন। বাড়তি পাওনা এই মনোরম পরিবেশ।

আশিঘরের কমল রায়ও এদিন এসেছিলেন বন্ধুদের সঙ্গে। দোকানের ভিতর বসার জায়গা থাকলেও বসলেন বাইরে পেতে রাখা চেয়ারে। বললেন, সচরাচর আমরা রংটং যেতে পারি না। দূর অনেকটা। তবে এখানে এসে একটা 'ভাইব' পাই। তাই এখন একটু চা-কফি-নুডলস খেতে ইচ্ছে হলে চলে আসি।

বনের ভিতর এই ভিড় তাঁদের জীবন বদলে দিয়েছে অনেকটা। ব্যবসায়ী অনীতা রাই বলছিলেন, রোজ সকাল ৭টায় দোকান খুলি। তখন থেকেই লোকজন আসতে শুরু করেন। আশপাশের এলাকার মানুষ তো হামেশাই আসেন। সুরজ ছেত্রী বললেন, ফাঁপড়ি এলাকাজুড়ে এখন প্রচুর দোকান, ক্যাফে, রেস্তোরাঁ হয়েছে। হোমস্টে গড়ে উঠেছে। হোমস্টেগুলিতে যাঁরা আসেন তাঁরাও আমাদের দোকানগুলোতে ঢুঁ দেন। প্রতিদিন নতুন নতুন মানুষ আসেন। আমাদেরও ভালো লাগে।

ফেরার পথে দেখা গেল দু'পাশে জঙ্গলের মাঝে থাকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে সেলফি নিতে ব্যস্ত ছেলেমেয়েরা। হাসি বলছে আড্ডার নতুন ডেস্টিনেশন 'আবিষ্কার' করে নিয়েছেন তাঁরা।

পাহাড়ের শোভা বাড়াচ্ছে অর্কিড

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৮ অক্টোবর : হাজার হাজার বাহারি ফুলের সমাহার। একে অপরের গায়ে ঢলে পড়েছে। দেখলেই যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। তবে শুধু চোখে দেখা সৌন্দর্যই নয়, এমন অর্কিডের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে এই সুবাসও মন কেড়ে নিতে বাধ্য। কালিম্পংয়ে মনসংয়ের রমফুতে বাহারি ফুলের সম্ভার যেন চুপিসারেই হয়ে উঠেছে স্বর্গীয় সুষমার স্থান। তাই এবারের শীতে পর্যটকদের নয়া ডেস্টিনেশন হতেই পারে এলাকাটি।

রাজ্যের হর্টিকালচার দপ্তরের ডিরেক্টরেট অফ সিঙ্কোনা অ্যান্ড আদার্স মেডিসিনাল প্ল্যান্টস-এর উদ্যোগে এই অর্কিড লাগানো হয়েছে। সেখানকার নির্দেশক ডঃ স্যামুয়েল রাই বললেন, 'অর্কিডগুলো দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়। পরীক্ষামূলকভাবে এই প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়েছিল। তা সফল হয়েছে। ফলে এখানকার ফুলচাষিদের কাছে বিকল্প আয়ের বড় উৎসও হতে পারে এই ধরনের অর্কিড। ফ্লোরাল ট্যুরিজমের ভাবনাও বাস্তবায়িত হতে পারে এর মাধ্যমে।'

বছর দুয়েক আগে এই অর্কিডের সূচনা হয়েছিল। সিকিম সীমান্তের রমফুতে সিঙ্কোনা বিভাগের পাঁচ একর জমিতে পলিহাউস তৈরি করে অন্তত ৫০ হাজার অর্কিড

লাগানো হয়। ট্রপিক্যাল গোত্রীয় অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত উষ্ণ আবহাওয়ার উপযোগী ডেন্ড্রোবিয়াম, ভেন্ডা, অঙ্কিডিয়াম, মোকারা, ক্যাটলেয়া ও ফ্যালানোপ্সিস এই ছয় প্রজাতিকে বেছে নেওয়া হয় চাষের জন্য। শীতের আবহাওয়া আসতেই সেগুলিতে ফুল এসে এখন চারপাশ রঙিন হয়েছে।

এদিকে, রমফুর সাফল্য দেখে দার্জিলিংয়ের মংপু, লাটপাঞ্চার এবং কালিম্পংয়ের রঙ্গোর মতো স্থানগুলিকেও এমন অর্কিড হাব হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই চারা লাগানোর কাজ শেষ হয়েছে। আগামী বছর দেড়েকের মধ্যে যা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হবে বলে মনে হচ্ছে।

সিঙ্কোনা চাষ দেখভালের সদর দপ্তর যেখানে অবস্থিত সেই মংপুতে একটি অর্কিড পার্ক আগে থেকেই ছিল। রমফুর সিঙ্কোনা বাগানের ম্যানেজার ডঃ নয়ন থাপা বলেন, 'কাটিং সিম্বেডিয়াম অর্কিডের ফুল ২০ টাকা করে বিক্রি করা হচ্ছে। ১ লক্ষ টাকার বেশি ফুল বিক্রি হয়েছে।'

পাঙ্খাবাড়িতে খাদে গাড়ি, মৃত ২ তরুণ

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১৮ অক্টোবর : বাড়িতে কাউকে কিছু না বলে পাঁচ বন্ধু মিলে শুক্রবার পাহাড়ে ঘুরতে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে দুজনের আর কোনওদিন বাড়ি ফেরা হবে না। পাহাড় থেকে ফেরার পথে শনিবার ভোরে কার্সিয়াং থানার তিন ঘুমটি মোড়ে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি চারচাকার গাড়ি গভীর খাদে পড়ে যায়। তিনজন আহত হন। দুজন মৃত। সকলেরই বয়স ১৮ থেকে ২১ বছরের মধ্যে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয়রা উদ্ধারকাজে নামেন। আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে সুকনা হাসপাতাল এবং পরবর্তীতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে পাঠানো হয়। আহতদের নাম তারক বিশ্বাস, রাজ দাস এবং করণ ঠাকুর। কার্সিয়াংয়ের দমকলকর্মী, পুলিশ-প্রশাসন ও স্থানীয়রা মিলে বাকি দুজনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করেন। মৃতদের নাম রাজেশ পাসোয়ান এবং সুমিত সিংহ। মৃতদের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পথ দুর্ঘটনায় আহত এবং নিহতরা সকলেই স্কুলছুট। তাঁরা মাঝেমধ্যে বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠানে ভিডিওগ্রাফির কাজ করতেন। শুক্রবার গভীর রাতে পাঁচ বন্ধু মিলে একটি চারচাকার গাড়িতে করে নকশালবাড়ি থেকে কার্সিয়াংয়ের দিকে যান। ফেরার পথে পাঙ্খাবাড়ি রাস্তা হয়ে আসার পথে তিন ঘুমটি মোড়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। আহতদের মধ্যে তারকের বাড়ি কোটিয়াজোতে। বাকি দুই আহত রাজ এবং করণ রথখোলার বাসিন্দা। মৃত রাজেশের বাড়িও কোটিয়াজোতে। সুমিত ফুটানি মোড়ের বাসিন্দা। রাজেশ এবং সুমিত বাড়িতে কাউকে কিছু না বলেই রাতে বেরিয়ে যান। দুর্ঘটনায় রাজেশের মৃত্যুর খবর পেয়ে এদিন তাঁর কোটিয়াজোতের বাড়িতে অনেক মানুষ ভিড় করেন। রাজেশের দাদা রাজকরণ পাসোয়ান বলেন, 'বছরখানেক আগে ও মাধ্যমিক পাশ করেছিল। ভালো কাজের খোঁজে ছিল। আমি বহুবার কাজ ঢুকিয়েছি কিন্তু ভালো লাগেনি বলে কাজ ছেড়ে চলে আসে। বিয়েবাড়িতে ভিডিওগ্রাফি করত। আর বাড়িতে এসে মোবাইলে ব্যস্ত থাকত। কিন্তু এত রাতে ও যে বন্ধুদের সঙ্গে কেন পাহাড়ে গিয়েছিল বুঝতে পারছি না।' এই দুর্ঘটনায় মৃত সুমিত কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। ভাইয়ের মৃত্যুর কথা এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না দাদা জয় সিংহ। তিনি বলেন, 'রাতে কাউকে কিছু না বলেই ও বেরিয়ে যায়।' কান্নায় ভেঙে পড়ে কোনওমতে তিনি বলেন, 'আমার ভাইটা আর কোনওদিন বাড়ি ফিরবে না।'

এই গাড়িতে চেপে অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলেন তরুণরা।

> বছরখানেক আগে ও মাধ্যমিক পাশ করেছিল। ভালো কাজের খোঁজে ছিল। আমি বহুবার কাজে ঢুকিয়েছি কিন্তু ভালো লাগেনি বলে কাজ ছেড়ে চলে আসে। বিয়েবাড়িতে ভিডিওগ্রাফি করত। আর বাড়িতে এসে মোবাইলে ব্যস্ত থাকত। কিন্তু এত রাতে ও যে বন্ধুদের সঙ্গে কেন পাহাড়ে গিয়েছিল বুঝতে পারছি না।
>
> – **রাজকরণ পাসোয়ান**, মৃত রাজেশের দাদা

এত রাতে পাঁচ বন্ধু মিলে কেন পাহাড়ে গিয়েছিলেন তা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠছে। তারকের মা সুচিত্রা বিশ্বাস বলেন, 'ছেলে সারাদিন কাজ শেষে সন্ধ্যায় বাড়িতে আসে। রাতে ভাত খেতে বসতেই ওর বন্ধুরা ফোন করে ডাকে। আমি জিজ্ঞেস করলে ও বলে শিলিগুড়িতে বিয়েবাড়ির কাজ আছে সকালেই ফিরব।' কিন্তু সকালে সুচিত্রার কাছে ছেলের গুরুতর আহত হওয়ার খবর আসে।

গন্ডার ছেড়ে চিন্তিত বনকর্তারা

এলাকা দখলে সংঘাতের সম্ভাবনা

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১৮ অক্টোবর : ভেসে যাওয়া ১০টি গন্ডার উদ্ধারের সাফল্য নিয়ে একদিকে বনকর্তারা যেমন খুশি, তেমনি তাঁরা চিন্তিত এই গন্ডারদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। কারণ কোন গন্ডার কোন এলাকার ছিল এটা জানা সম্ভব হয়নি বনকর্মীদের পক্ষে। উদ্ধার করার পর জলদাপাড়া ও চিলাপাতা জাতীয় উদ্যানে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল এদের। ফলে এলাকা দখল নিয়ে অন্যান্য গন্ডার কিংবা পশুদের সঙ্গে ধুন্ধুমার লড়াই বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এতে জখম কিংবা মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক ডঃ নবিকান্ত ঝা বলেন, 'এতগুলি গন্ডারকে উদ্ধার ভারতে আগে কখনও হয়েছে কি না জানা নেই। তবে কোন গন্ডার কোন জঙ্গলের, তা জানা সম্ভব ছিল না। এলাকার দখল নিয়ে তাদের মধ্যে লড়াই বাধতেই পারে।'

আরও একটি সমস্যা দেখা দিতে পারে বলে চিন্তিত বনকর্তারা। কারণ, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিস্তীর্ণ তৃণভূমি পলিমাটির নীচে চলে গিয়েছে, বিশেষ করে যেসব জায়গায় বিভিন্ন প্রজাতির ঘাস লাগানো হয়েছিল। বৃষ্টি না হলে সেখানে পলিমাটি সরে নতুন করে ঘাস গজাতে সময় লাগবে। ফলে যেসব এলাকায় বর্তমানে ঘাস রয়েছে, সেখানে তৃণভোজী প্রাণীদের ভিড় মারাত্মক বেড়ে যাবে। এরফলেও হাতি, গন্ডার, বাইসন ও হরিণের মধ্যে লড়াই বাধার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

এভাবেই উদ্ধার করে আনা হচ্ছে গন্ডারদের।

এই প্রসঙ্গে নবিকান্তর বক্তব্য, নতুন প্ল্যান্টেশনের প্রায় ১৫০ হেক্টর এলাকার তৃণভূমি পলিমাটির নীচে চলে গিয়েছে। যতদিন সেখানে ঘাস না জন্মাচ্ছে, ততদিন অন্যান্য তৃণভূমিতে পশুদের খাদ্য জোগানের চাপ থাকবে।

এদিকে, বন্যার সময় গন্ডার-মানুষ সংঘাত এড়ানোর কৃতিত্ব নিয়ে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান বলেন, 'পাঁচটি গন্ডার লোকালয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। মানুষ-গন্ডারের সংঘাত হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সকলের চেষ্টায় কোনওরকম ক্ষতি ছাড়াই গন্ডারগুলিকে উদ্ধার করা গিয়েছে। এই সাফল্য বনকর্মীদের পাশাপাশি ১৩টি কুনকি, দমকল, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার বিভিন্ন থানার। দিনরাত এক করে এতগুলি গন্ডারকে উদ্ধার করা জলদাপাড়া তথা ভারতের ইতিহাসে রেকর্ড হয়ে থাকবে।'

> এতগুলি গন্ডারকে উদ্ধার ভারতে আগে কখনও হয়েছে কি না জানা নেই। তবে কোন গন্ডার কোন জঙ্গলের, তা জানা সম্ভব ছিল না। এলাকার দখল নিয়ে তাদের মধ্যে লড়াই বাধতেই পারে।
>
> **ডঃ নবিকান্ত ঝা**
> **সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান**

বিভাগীয় বনাধিকারিক জানালেন, তাঁরা ১৩টি কুনকি হাতির পাশাপাশি বাকি যাঁরা এই উদ্ধারকাজে দিনরাত এক করে দিয়েছেন, তাঁদের নামের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। কোনও বিশেষ দিনে তাঁদের পুরস্কৃত করা হবে।

যদিও গন্ডারদের মধ্যে কিংবা অন্য পশুদের সঙ্গে সংঘর্ষের সম্ভাবনা এখনই কেউ উড়িয়ে দিতে পারছেন না। এমনকি বাইসন, হরিণের মধ্যে লড়াইও বাঁধতে পারে। ফলে আপাতত বনের পরিবেশ নিয়ে কিছুটা সংশয় এবং আতঙ্ক রয়েছে।

ভ্যাটিকানের দূত রায়গঞ্জে

রায়গঞ্জ, ১৮ অক্টোবর : রায়গঞ্জে এসেছেন ভ্যাটিকান সিটির রাষ্ট্রদূত লিওপোল্ডো জিরেলি। তিনি পোপের প্রতিনিধি হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিত। ভারত ও নেপালে অ্যাপোস্টলিক নুনসিও হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। বিশপের আমন্ত্রণে লিওপোল্ডো শনিবার আসেন রায়গঞ্জের ছটপড়ুয়ার পবিত্র ডায়োসিসে।

তাঁর আগমন ঘিরে অন্যরকম আবহ তৈরি হয় ছটপড়ুয়াতে। ডায়োসিসের পক্ষ থেকে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। ডায়োসিসের প্রতিনিধি ফাদার বাবলা মণ্ডল বলেন, 'বিশপের আমন্ত্রণে তিনি রায়গঞ্জে এসেছেন এবং ডায়োসিস পরিদর্শন করে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন।' রবিবার ফাদারদের সঙ্গে এক বন্ধুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হবেন লিওপোল্ডো। পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হবে ধর্মীয় প্রার্থনা সভা।

বনকচুর ডাল খেয়ে অসুস্থ

গয়েরকাটা, ১৮ অক্টোবর : বনকচুর ডাল খেয়ে অসুস্থ বানারহাট ব্লকের গয়েরকাটার ১৫ জনেরও বেশি। একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

শনিবার সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের গয়েরকাটা সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় বনকচুর ডাল খান জনা ১৫ গ্রামবাসী। এরমধ্যে একই পরিবারের ৫ জন রয়েছেন। আক্রান্তরা গলাব্যথা, চুলকানি, মুখ ও মাথা ফুলে যাওয়া সহ মাথা ঘোরার উপসর্গ নিয়ে ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতাল ও বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মনু মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি বলেন, 'দাদার বাড়ি থেকে গাড়ুর ডাল পাঠানো হয়েছিল। খাওয়ার পরই হঠাৎ পরিবারের তিনজনের গলাব্যথা সহ শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপসর্গ দেখা দেয়। শুধু আমাদের পরিবার নয়, এলাকায় ১৫ জনের বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।'

ARMY PUBLIC SCHOOL, BINNAGURI
PO-BINNAGURI, DIST-JALPAIGURI, PIN-735232
E-mail: apsbinnaguril@gmail.com
Website: www.apsbinnaguri.org
(Mob No: 7718747807/03563-259446)

TENDER NOTICE: PROVISION OF 10M INDOOR SHOOTING RANGE FOR AIR RIFLE AND AIR PISTOL IN THE PREMISES OF APS BINNAGURI

1. Quotations are invited in two bids system as 'Technical Bid' and 'Commercial Bid' in two separate sealed envelopes, duly marked as 'Technical Bid' for RFP No 09/APS/BNG/Shooting Range dt 19 October 2025 and "Commercial Bid" for RFP No 09/APS/BNG/Shooting Range dt 19 October 2025 and packed in large envelope, duly sealed. The quotes are to be super-scribed with firm's name, address and official seal and ink signed by an authorized representative of the firm. Sealed Bids to be addressed to the Principal, Army Public School, Binnaguri.
2. Please visit school website www.apsbinnaguri.org for RFP and terms & conditions and other documents and list of items alongwith technical specifications as per Part-V of RFP.
3. Last date for submission of bids: 09 Nov 2025 at 1400hrs.
4. Date of opening of Technical bids: 10 Nov 2025 at 1100hrs.
5. Commercial bids of technically compliant bidders will be opened after approval of Technical Evaluation Board Proceedings by Board of officer.
6. All rights are reserved by Board of Officers to reject any or all tenders without assigning any reason, whatsoever it may be.

Principal,
APS Binnaguri
For Chairman, SAMC, APS Binnauri

হরিশ্চন্দ্রপুরে মিশ্র জমিদারবাড়ির পুজোর দেড়শো বছর

পালকিতে মূর্তির পরিক্রমা

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৮ অক্টোবর : সময়টা ১৮৫৮ সাল। সিপাহি বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল তার এক বছর আগে। দেশজুড়ে চলা এই বিদ্রোহ কড়া হাতে দমনে নেমেছিল ব্রিটিশরা। সে বছর প্রবল বৃষ্টিতে বন্যা দেখা দিয়েছিল হরিশ্চন্দ্রপুরে। বন্যার দাপটে হরিশ্চন্দ্রপুরের মিশ্র জমিদারবাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে থাকা কালী মন্দিরের কালীর চালি সংলগ্ন বারোমাসিয়া নদী ধরে ভাসতে ভাসতে মিশ্র জমিদারদের ইসলামপুর এলাকার জিতনা ঘাটে আটকে যায়। স্থানীয়রা সেই কালীর চালি জল থেকে তুলে ঘাটের পাশেই রেখে দেন। কিছুদিনের মধ্যে তৎকালীন জমিদার রায়মোহন মিশ্র স্বপ্নাদেশ পেয়ে ইসলামপুর এলাকায় ওই ঘাটের পাশেই মায়ের চালি প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকে দেড়শো বছরের বেশি সময় ধরে এই পুজো চলে আসছে। জমিদারের উঠোন ছেড়ে সাধারণের মাঝে পূজিত হয়ে আসছেন দেবী। সেই রীতি মেনে আজও কালীপুজোর রাতে পালকি করে নগর পরিক্রমা করে মন্দিরে পদার্পণ করেন ইসলামপুরের এই কালী।

এই নিয়ে কথা হচ্ছিল জমিদারবাড়ির সদস্য তথা রায়মোহন মিশ্রর প্রপৌত্র চিরঞ্জীব মিশ্রর সঙ্গে, 'আগে হরিশ্চন্দ্রপুরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। পূর্বপুরুষ রায়মোহন মিশ্র স্বপ্নাদেশ পেয়ে ইসলামপুর এলাকার ওই অঞ্চলটি মজদুর এনে জঙ্গল সাফাই করান। তাদের তত্ত্বাবধানে সেই বছর গ্রামে শুরু হয়ে যায় জমিদারবাড়ির মায়ের পুজো। তৎকালীন বিহার অধুনা ঝাড়খণ্ডের মতিয়া বিহার অঞ্চল থেকে অনন্তলাল ঝা-কে নিয়ে আসেন রায়মোহন। তাঁকে কুলপুরোহিত নিযুক্ত করা হয়। তাঁর থাকার জন্য জমি দান করা হয়। সেসময় দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন রানি রাসমণি। দিকে দিকে দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের মা ভবতারিণীর প্রচার হতে শুরু করেছে। সে খবর কানে পৌঁছায় রায়মোহনবাবুর কানে। তিনি হরিশ্চন্দ্রপুর থেকেই এক মূর্তি তৈরির কারিগরকে কলকাতা পাঠান ভবতারিণীর মূর্তি দর্শন করে আসার জন্য। গ্রামে ফিরে এসে শিল্পী কলকাতায় দক্ষিণেশ্বরের মায়ের মূর্তির আদলেই তৈরি করেন ইসলামপুরের নবপ্রতিষ্ঠিত কালীমূর্তি। শুরু হয়ে যায় জমিদারি পৃষ্ঠপোষকতায় পুজো। তাঁর সংযোজন, 'এখন জমিদারি এস্টেট থেকে সেই পুজোর খরচ বহন করা হয় না। সেই মায়ের পুজো জমিদাররা শুরু করলেও এখন মা সর্বজনীন রূপে পূজিতা হচ্ছেন। সিপাহি বিদ্রোহের সময় শুরু হওয়া সেই পুজো আজও নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে চলে আসছে।'

এই পালকি করে হয় নগর পরিক্রমা। ইনসেটে পিতলের কালীমূর্তি।

ইসলামপুরের বাসিন্দা তথা মন্দিরের পুরোহিতদের পরিবারের সদস্য বিমান ঝা জানালেন, রীতি মেনে পুজোর দিন সকালে মায়ের পিতলের মূর্তি পালকিতে চেপে নগর পরিভ্রমণে বেরোয়। ভক্তরা কাঁধে করে মা-কে নিয়ে স্থানীয় মিশ্রবাড়িতে পৌঁছালে, সেখানে মিশ্রবাড়ির সদস্যরা মা-কে অর্ঘ্য দেন। তারপর সেই জমিদারবাড়ির সদস্য মা-কে কাঁধে করে মন্দির পর্যন্ত নিয়ে আসেন। তারপরই পুজো শুরু হয়ে যায়। বছরের প্রত্যেকদিন এই পিতলের মূর্তি আমরা পুজো করি। শুধু কালীপুজোর সময় মায়ের মাটির মূর্তি গড়া হয়।

স্থানীয়রা জানাচ্ছেন আগে মিশ্র জমিদারবাড়ির সদস্যরা হাতিতে করে ইসলামপুরে এসে মায়ের পুজোর দিন রাত কাটাতেন। বাড়ির মহিলারা আসতেন পালকি করে। গ্রামের মানুষের সঙ্গে মায়ের পুজো করতেন। রীতি মেনে এই মন্দিরে বলি প্রথা চালু আছে।

মুখ্যমন্ত্রীর ছবি আঁকার ঘরে আগুন

শিলিগুড়ি, ১৮ অক্টোবর : দার্জিলিংয়ের লালকুঠি রোডে শনিবার দুপুরে বিধ্বংসী আগুনে একটি বাড়ি ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, কুমার ছেত্রী নামে ওই ব্যক্তির বাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

শনিবার দুপুরে ওই সময় সকলেই বাড়িতে ছিলেন। আগুন ছড়িয়ে পড়েছে বুঝতে পারায় তাঁরা সকলে তড়িঘড়ি বাইরে বেরিয়ে আসেন। খবর পেয়ে দার্জিলিং সদর থেকে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও ততক্ষণে বাড়ির অধিকাংশই ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল। দমকল বিভাগের প্রাথমিক অনুমান, শর্টসার্কিট থেকে ওই আগুন লেগেছে।

বুধবার দার্জিলিংয়ে এসে লালকুঠিতে প্রশাসনিক বৈঠক করতে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফেরার পথে তিনি রাস্তার ধারে ওই কুমার ছেত্রীর বাড়িতে ঢুকে যান। ওই বাড়িতে একটি ঘরে কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবি আঁকার কাজ চলছিল। মুখ্যমন্ত্রী রং, তুলি হাতে নিয়ে সেখানে ছবিও আঁকেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বাড়িতে আসায় রাতারাতি প্রচারের আলোয় চলে এসেছিল কুমারের পরিবার।

Notice Inviting eBid
The Block Development Officer, Karandighi, Uttar Dinajpur invites the following NIT:
1. eNIT No:- 56/KDI/2025-26, Memo No: 2584/Estt, Dated: 17/10/2025
1. eNIT No:- 57/KDI/2025-26, Memo No: 2585/Estt, Dated: 17/10/2025
Bid Proposal submission Start Date: 18/10/2025 at 05:00 PM Bid Proposal for Submission Closing Date: 06/11/2025 at 12:00 PM Bid Opening for Technical evaluation date: 08/11/2025.
Sd/- Block Development Officer
Karandighi Development Block

আজ টিভিতে

রবিবারের মহা ধামাকা বিকেল ৫.৩০ মিনিট **থেকে। স্টার জলসা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৪৫ অলৌকিক-টু, দুপুর ১.০০ রাবণ, বিকেল ৪.০০ কেলোর কীর্তি, সন্ধে ৭.০০ জয় মা তারা, রাত ১০.৩০ ভূত চতুর্দশী
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ সীতা, দুপুর ১২.০০ বস-বর্ন টু রুল, বিকেল ৩.০০ অভিমান, রাত ১০.৩০ মৌচাক
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ উনিশে এপ্রিল, সন্ধে ৭.৩০ চিতা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ঘরের লক্ষ্মী
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ গোলাপী এখন বিলাতে
জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.০০ কে থ্রি-কালী কা করিশমা, বিকেল ৫.০৯ কল্কি ২৮৯৮ এডি, সন্ধে ৭.৫৫ গদর-টু, রাত ১১.৩৩ দবং-টু
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৫০ কার্তিকেয়-টু, দুপুর ২.২৫ ড্রিম গার্ল, বিকেল ৪.৩৩ প্লেয়ার্স, সন্ধে ৭.৩০ স্যামি-টু, রাত ১০.১১ মিশন রানিগঞ্জ

জমজমাট রবিবার পর্ব

গানে গানে কালীপুজোর উদযাপন। **সারেগামাপা** রাত ৯.৩০ **জি বাংলা**

ভূত চতুর্দশী রাত ১০.৩০ **জলসা মুভিজ**

ভূত চতুর্দশী পর্ব

বোদের পোলাও এবং ডালের বরফি তৈরি শেখাবেন রুনা সাহা। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

প্রাণের উৎসব সন্ধে ৭.৩০ সান বাংলা

আলোয় আলোয়

ধনতেরাসের সন্ধ্যায় আলিপুরদুয়ার জংশনে ছবিটি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

খাঁচা ভেঙে পালাল চিতাবাঘ

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১৮ অক্টোবর : খাবারের টোপে ফাঁদে আটকা পড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ফালাকাটা ব্লকের শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের খাউচাঁদপাড়ায় একটি চিতাবাঘ খাঁচা ভেঙে পালাল। শনিবার ভোরে খাঁচায় বন্দি করা হয় চিতাবাঘটিকে। বন্দি হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই খাঁচা ভেঙে পালিয়ে যায় বলে স্থানীয়রা জানান। যদিও জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক ডঃ নবিকান্ত ঝা জানান, এটি যে কম্পার্টমেন্টে বন্দি হয়েছিল সেই দরজার মুখ খোলা ছিল। যাঁরা খাঁচা পেতেছিলেন তাঁদের ভুল ছিল। এরপর আবার তাকে ধরার অন্য খাঁচা পাতা হয়েছে।

১৫ সেপ্টেম্বর দিনের বেলায় খাউচাঁদপাড়ার একটি বাড়ির উঠোনে এসে চম্পা কার্জি নামের এক মহিলাকে একটি চিতাবাঘ আক্রমণ করেছিল। এরপর ১৯ সেপ্টেম্বর মেনকা বর্মন ও গৌরাঙ্গ দাসের বাড়ির কাছাকাছি একটি জঙ্গলে ঘেরা পরিত্যক্ত জমিতে খাঁচা পাতে বন দপ্তর। অবশেষে এদিন সেটি ফাঁদে ধরা দিলেও শেষরক্ষা হল না। মেনকা বলেন, 'আমার বাড়ির পাশেই খাঁচা পাতা ছিল। শনিবার রাত ২টা নাগাদ হঠাৎই বাঘ আর ছাগলের চিৎকার শুনতে পাই। এরপর ভোর ৪টা নাগাদ সেখানে গিয়ে দেখি একটি চিতাবাঘ খাঁচার ভেতর লাফালাফি করছে। একটু পরেই বনকর্মীরা সেখানে চলে আসেন। কিন্তু আমাদের সকলের সামনেই চিতাবাঘটি খাঁচার একটি ভাঙা অংশ দিয়ে পালিয়ে যায়। কপাল ভালো আমরা খাঁচার উলটোদিকে ছিলাম।'

খাঁচা ভেঙে চিতাবাঘ পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা জলদাপাড়া সংলগ্ন এলাকায় বিরল বলে জানান স্থানীয়রা। একই মত বনকর্মীদের একাংশের। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, এক মাস আগে পাতা খাঁচায় রোদে-জলে হয়তো মরচে ধরে গিয়েছিল। তা বনকর্মীদের নজর এড়িয়ে যায়। চিতাবাঘের

ফাঁদ কাহিনী

- শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের খাউচাঁদপাড়ায় শনিবার মধ্যরাতে খাঁচায় ধরা দেয় একটি চিতাবাঘ
- কিছুক্ষণের মধ্যে গ্রামবাসীদের চোখের সামনেই সেটি খাঁচা ভেঙে পালায়
- ১৫ সেপ্টেম্বর দিনে এলাকার একটি বাড়ির উঠোনে এসে এক মহিলাকে আক্রমণ করেছিল চিতাবাঘ

লাফালাফিতে সেই অংশ ভেঙে যায়।

স্থানীয় তরুণ টোটন দাস বলেন, 'আমরা খুব আতঙ্কের মধ্যে আছি। এক মাস আগেই দিনের বেলা এক মহিলাকে আক্রমণ করে চিতাবাঘটি। পাশেই প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে।'

রেলের লোডিং বৃদ্ধি

জলপাইগুড়ি, ১৮ অক্টোবর : গত বছরের সেপ্টেম্বরের তুলনায় চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে পণ্য লোডিংয়ের হার বাড়ল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের।

এই বৃদ্ধির হার ৩.৫ শতাংশ। মোট ৫.৫৫ মিলিয়ন টন পণ্য লোড করেছে রেলের এই বিভাগ। রেলের আধিকারিকদের সূত্রে জানা গিয়েছে, সবচেয়ে বেশি ১৩৩.৩ শতাংশ কয়লার লোডিং হয়েছে। সিমেন্টের লোডিং হয়েছে ৪৮.১ শতাংশ, কনটেনারে ২১.৪ এবং স্টোন চিপস লোডিং হয়েছে ১০০ শতাংশ। এমনটাই জানিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

রাসচক্র বানাতে অনীহা বাড়ছে আমিনুরের

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৮ অক্টোবর : আর রাসচক্র বানাতে চান না আলতাফ মিয়াঁর ছেলে আমিনুর হোসেন। তাঁর দাবি, রাসচক্র বানানোর জন্য দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড তাঁকে যে সামান্য পারিশ্রমিক দেয় তার দুই তৃতীয়াংশই খরচ হয়ে যায় কাঁচামাল হিসেবে বাঁশ, কাগজ, পাট, আঠা ইত্যাদি কিনতে। এরপর সামান্য যে টাকা অবশিষ্ট থাকে তা দিয়ে এক মাস দিনরাত কাজ করে তাঁর একেবারেই পোষায় না। সংসার চলে না। এরচেয়ে দিনমজুরি করলে অনেক বেশি উপার্জন হয়। তাই আমিনুর আর রাসচক্র বানাতে চান না।

তবে কোচবিহারে রাজ আমল থেকে বংশপরম্পরায় তাঁরা এই কাজ করে আসছেন। সেই ভাবাবেগের কথা মাথায় রেখে তিনি এই কাজ করেন। আমিনুর চান, দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড রাসচক্র বানাবার পারিশ্রমিক কিছুটা বাড়াক। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড থেকে সময়মতো অর্ডার নোটিশ না পাওয়ায় এবং প্লাবনে তাঁর বাড়িতে জল ঢুকে যাওয়ায় এবার এমনিতেই নিয়ম মেনে লক্ষ্মীপুজোর দিন থেকে রাসচক্রের কাঠামো তৈরির কাজ শুরু করতে পারেননি আমিনুর। শুক্রবার বিকালে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, একমনে রাসচক্র তৈরির জন্য কাগজে নকশা কেটে চলেছেন তিনি। তার মধ্যেই নিজের অভাব-অভিযোগের কথা তুলে ধরেন শিল্পী আমিনুর।

তিনি বলেন, 'রাসচক্র বানানোর জন্য দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড থেকে ১৩ হাজার টাকা দেওয়া হয়। এরমধ্যে কাঁচামাল কিনতে আমার খরচ হয় প্রায় ৯ হাজার টাকা। ফলে রাসচক্র বানিয়ে আমি মাত্র ৪ হাজার টাকা পারিশ্রমিক পাই। অথচ এই রাসচক্র বানাতে এক মাস দিনরাত পরিশ্রম করতে হয়। সঙ্গে বাড়ির লোকেরাও সহযোগিতা করেন। ফলে এই সামান্য টাকা দিয়ে কোনওভাবেই সংসার চলে না। দিনমজুরির কাজে দিনে ৫-৬ ঘণ্টা পরিশ্রম করতে হয়। দিনে আমি ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা মজুরি পাই। অর্থাৎ মাসে প্রায় ১৪-১৫ হাজার টাকা উপার্জন হয়। অথচ দিনে তার দ্বিগুণ পরিশ্রম করার পরেও মাসের শেষে যদি সামান্য এই ক'টা টাকা দেওয়া হয়, তাহলে কীভাবে আমি কাজ করব? আমারও তো সন্তান, সংসার আছে। তাই দেবত্র ট্রাস্টের কাছে আমার আবেদন, রাসচক্র তৈরি করা জন্য টাকা কিছু বাড়িয়ে দেওয়া হোক।'

কোচবিহারবাসীর প্রাণের ঠাকুর, মদনমোহনের রাস উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ রাসচক্র। বংশপরম্পরায় এই শিল্পকর্ম করে আসছে আলতাফ মিয়াঁর পরিবার। সর্বধর্ম সমন্বয়ে তৈরি এই রাসচক্র ঘুরিয়ে রাজ আমলের মদনমোহনের রাস উৎসবের উদ্বোধন করতেন কোচবিহারের মহারাজারা। বর্তমানে সেই রাস উৎসবের উদ্বোধন করেন দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের জেলা সভাপতি তথা জেলা শাসক। মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে ১৫ দিন ধরে চলা এই রাস উৎসবে হাজার হাজার মানুষ মন্দির প্রাঙ্গণে এসে এই রাসচক্র ঘোরান। সেই রাসচক্র তৈরি করতে গিয়ে শিল্পীর এমন পরিস্থিতির কথা প্রকাশ্যে আসতেই বিভিন্ন মহলে চর্চা শুরু হয়েছে।

এই বিষয় নিয়ে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সচিব পবিত্রা লামাকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন না তোলায় তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

অনুযোগ

- পারিশ্রমিকের দুই-তৃতীয়াংশ খরচ হয়ে যায় কাঁচামাল কিনতে
- সারামাস দিনরাত খেটে উপার্জন হয় মাত্র হাজার চারেক
- দিনমজুরিতে রোজ ৫-৬ ঘণ্টা কাজ করতে হয়
- উপার্জন হয় মাসে ১৪ থেকে ১৫ হাজার টাকা
- দেবত্র ট্রাস্টি বোর্ডের কাছে পারিশ্রমিক বাড়াতে অনুরোধ আমিনুরের

সিনেমা

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন, (শিলিগুড়ি)
Devi Chowdhurani
Time : 3.30 & 6.30 P.M.
Coming from 21st Oct.
Thamma (Hindi)
*ing : Ayushman Khurana, Rashmika, Mandana, Paresh Rawal, Mawazudin Siddiqui
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M.

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৮৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৯২৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২২৮৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৭০৬৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৭০৭৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট-IV-এ [রুল ৮(৬)এর প্রতি অনুবিধি দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অন্তর্গত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।

সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ) এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/ চার্জ দেওয়া সম্পত্তির প্রাকৃতিক দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের সেবক রোড শাখার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ০৭.১১.২০২৫ তারিখের হিসেবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে টা:- ২,১৫,৯৭,৭৫১/- (টাকা: দুই কোটি পনেরো লক্ষ সাতানব্বই হাজার সাতশত একান্ন মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য যা বন্ধকী ঋণদাতা ইন্ডিয়ান ব্যাংক, সেবক রোড শাখার কাছে - ১. মেসার্স সুখদেওদাস রামনারায়ণ (ঋণগ্রহীতা), ২. শ্রীমতী নীলম আগরওয়াল, সঞ্জয় কুমার আগরওয়ালের স্ত্রী (অংশীদার/বন্ধকদাতা/ জামিনদাতা), ৩. শ্রী শেখর আগরওয়াল, সঞ্জয় কুমার আগরওয়ালের পুত্র (অংশীদার/ জামিনদাতা) এবং ৪. শ্রী সঞ্জয় আগরওয়াল, প্রয়াত জগদীশ প্রসাদ আগরওয়ালের পুত্র (বন্ধকদাতা/ জামিনদাতা) – সকলে এইচ/১০০৭/২০৯/১ মুকুন্দ দাস রোড, পুরাতন শিলিগুড়ি পাবলিক স্কুলের পিছনে, ওয়ার্ড নং-২৫, মিলনপল্লি, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৪০০৪ এ ব্যবসা চালান, সেই সকল ব্যক্তির বকেয়া রয়েছে।

ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত করা হল:-

সম্পত্তিটির বিস্তারিত বিবরণ:-	বাস্তু জমিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ যে এলাকাটির জন্য তার পরিমাণ ২(দুই) কাঠা যেটির দ্রষ্টব্য শিরোনাম প্রাপ্ত দলিল নং I- ৫১৭/২০১৬ ০৪.০৩.২০১৬ তারিখের জন্য এবং অন্য আরেকটি জমির এলাকার পরিমাণ ২(দুই) কাঠা যেটির দ্রষ্টব্য শিরোনাম প্রাপ্ত দলিল নং- I- ৫১৮/২০১৬ ০৪.০৩.২০১৬ তারিখের জন্য শ্রী সঞ্জয় কুমার আগরওয়াল এবং শ্রীমতী নীলম আগরওয়ালের স্বত্তাধিকরণে সম্পূর্ণ এলাকাটির পরিমাণ ০.০৬৬ একর অথবা ৪ কাঠা (২ কাঠা প্রতি দলিল হিসাবে) সঙ্গে ভবনটি মৌজা :- শিলিগুড়ি, পরগণা বৈকুণ্ঠপুর, আর.এস খতিয়ান নং- ১১৫৫, আর.এস প্লট নং- ৩৪৮৫, জে.এল নং- ১১০(৮৮), হোল্ডিং নং- ১০০৭/২০৯/১,শিট নং- ৩, শিলিগুড়ি পুরনিগমের অন্তর্গত ওয়ার্ড নং- ২৫, থানা- শিলিগুড়ি, জেলা- দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত। সীমানা :- উত্তর :- কার্তিক চন্দ্র দাসের জমি এবং বাড়ি, দক্ষিণ :- ৯ ফিট ৮ ইঞ্চি চওড়া শিলিগুড়ি পুরনিগমের রাস্তা, পূর্ব :- নিভিরাম বনসালের জমি এবং বাড়ি, পশ্চিম :- রবি দে-এর জমি
সম্পত্তির প্রতি দায়বদ্ধতা:-	জানা নাই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য :-	টা:- ৭৬,৫০,০০০/- (টাকা ছিয়াত্তর লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাত্র)
ইএমডি অর্থমূল্য :-	টা: ৭,৬৫,০০০/- (টাকা: সাত লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার মাত্র)
দঃ বৃদ্ধির পরিমাণ :-	টা: ৫০,০০০/- (টাকা পঞ্চাশ হাজার মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময় :-	০৭.১১.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকেল ০৫:০০ টা।
সম্পত্তির আইডি নং :-	আইডিআইবি ৭১৬৯২৪৮৬৫৫

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) PSB Alliance Pvt. Ltd. -এ অনলাইনে দর দেওয়ার জন্য পরিদর্শন করার অনুরোধ করা হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ৮২৯১২২০২২০ তে যোগাযোগ করুন। রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য দয়া করে ইমেল করুন – support.baanknet@psballiance.com -এ।

সম্পত্তিটির বিস্তারিত বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে https://baanknet.com -এ পরিদর্শন করুন। পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টতার জন্য অনুগ্রহ করে PSB Alliance Pvt.Ltd.-এ যোগাযোগ করুন, যোগাযোগের নং- ৮২৯১২২০২২০.

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ওয়েবসাইট https://baanknet.com-এ সম্পত্তিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি আইডি নং টি ব্যবহার করার জন্য।

তারিখ :- ১৩.১০.২০২৫
স্থান:- শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

যোগাযোগের ব্যক্তি :- ১. (সুমন কুমার, অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং- ৯০৮৩৭০১৮১৫)
২. (কুমার মণীশ, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, মোবাইল নং - ৭০২১৬১৭৯৪৯)

কর্মখালি

■ কাজে ছেলে প্রয়োজন Musical Shop at Siliguri - 9832042908. (C/118691)
■ শিলিগুড়ি সারদাপল্লিতে বাড়ির সমস্ত কাজের জন্য রান্না সহ সকাল ৮ টা থেকে বিকাল পর্যন্ত অথবা ২৪ ঘণ্টার পরিশ্রমী ও সৎ পরিচারিকা চাই। 9734966208. (C/118674)
■ Required Female Bengali Data Entry Operator. 10K-15K. M: 80101-89196. (C/118690)
■ Male Supervisor required for a Construction Co. ITI (civil) preffered, freshers are welcome. Salary negotiable. Cont.No:- 74782-08155/94340-12555. (C/118359)
■ শিলিগুড়িতে বাড়ির রান্নার জন্য মহিলা চাই। থাকা, খাওয়া মাহিনা দিয়ে। M - 7908176630. (C/118362)
■ মুম্বইতে বাঙালি রিটেল দোকানে অনূর্ধ্ব 35 সেলসম্যান ও হেল্পার চাই। বেতন: 10-16K থাকা খাওয়া ফ্রি। 8169557054. (K)
■ পুরীতে বাঙালি হোটেলে হাউসকিপিং স্টাফ লাগবে, অল্প রান্না জানা অগ্রাধিকার, খাওয়া থাকা সহ ন্যূনতম নয় হাজার। ফোন: 9830166863. (K)

ব্যবসা/বাণিজ্য

■ নিশ্চিন্তে আপনার স্বপ্নের বাড়ি নির্মাণ করাতে চান?? দায়িত্বের সাথে বাড়ি নির্মাণ করে থাকি। শিলিগুড়ি - 9733903555. (C/118363)

শিক্ষাদীক্ষা

■ Learn NGO Formation, Management and Funding. 3 Day residential training Fees 5K. Contact : 9832875641. (M/M)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)- কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা - 501/-। (C/118361)

স্পোকেন ইংলিশ

■ খুব সহজ পদ্ধতিতে ইংরেজি বলতে শেখার ৩ মাসের অভিনব কোর্স। শিলিগুড়ি ও দিনহাটায় সেন্টার। ফোন: 9733565180. (C/118362)

বিক্রয়

■ শিবমন্দির সরত নগরে $2\frac{1}{2}$ কাঠা জমি বিক্রয় এবং হালের মাথায় $2\frac{1}{2}$ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। মূল্য:- 14 লক্ষ এবং 13 লক্ষ প্রতি কাঠা। M :- 7478998997. (M/M)
■ 3 BHK ফ্ল্যাট ১ম তলা sq.ft. RS. 4100, তিনতলা sq.ft. RS. 3900 সঙ্গে লিফট বিক্রয়। খালপাড়া, শিবাজি রোড, শিলিগুড়ি। 98325 71721/9832079581/9832 036163. (C/118362)

বিক্রয়

■ প্রধাননগরে $1\frac{1}{2}$ কাঠা জমির উপর ৩ তলা বাড়ি বিক্রয় হইবে। শিলিগুড়ি। (M) 9434089261. (C/118660)
■ 2 BHK Flat for sale with Garage, Aurobindapally Main Road, Siliguri. (M) 9851324470. (C/118360)
■ মালবাজার উ: কলোনীতে তিন কাঠা জমির উপর, জমি সহ টিনের চালার পাকা বাড়ি বিক্রয়। মোঃ নং: 9382602397. (C/118458)
■ আশিঘর নরেশমোড় এর কাছে ২ কাঠা ১০ ছটাক বাড়ি সহ জমি বিক্রি হবে। ফোন নম্বর: 9339553480. (C/118643)
■ শিলিগুড়ি রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে $7\frac{1}{2}$ কাঠা জমি বিক্রয় হবে, সামনে ১৮' রাস্তা পিছনে $8\frac{1}{2}$' রাস্তা। ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে রাস্তা $8\frac{1}{2}$'। (M) 9735851677. (C/118358)
■ শিলিগুড়ির সুভাষপল্লিতে দোতলা বাড়ির ১ তলার সামনের দিক ফ্ল্যাট হিসাবে সত্বর বিক্রয়। (M) 9733996637. (C/118362)
■ আলিপুরদুয়ারে প্রাইম লোকেশনে ডুয়ার্সকন্যার কাছে ২৮ ডেসি: ও ভোলারডাবড়িতে ঘর পুকুর ৯৫ ডেসি: জোত জমি শীঘ্রয় বিক্রয়- 9434165125. (C/118705)

Flat For Sale

■ 1020 Sq.ft, Ground Floor 3 BHK Flat with full Interior, at Subhash Pally. Siliguri. Mob : 7908364851. (C/118365)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বাজি উদ্ধার

ধর্মতলায় বিপুল পরিমাণে নিষিদ্ধ বাজি বাজেয়াপ্ত করল লালবাজারের গুন্ডা দমন শাখা। ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। প্রায় ৬০০ কেজি বাজি বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

পঞ্চম স্থান

আন্তর্জাতিক মঞ্চে সাফল্য পেল যাদবপুর বিদ্যাপীঠের পড়ুয়ারা। এআই-এর সাহায্যে আধুনিক গাড়ি নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করে 'মেড টু মুভ কমিউনিটি' প্রতিযোগিতায় পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে তারা।

প্রয়াণ

প্রয়াত হলেন চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষের স্ত্রী নীলাঞ্জনা ঘোষ। শনিবার ভোরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি মারা যান। তাঁর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধৃত স্বামী

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে পুকুরে পড়ে একটি চারচাকা গাড়ি। গাড়িতে থাকা শেখ মফিজুল উঠে এলেও স্ত্রী আসমাতারা বিবি মারা যান। ষড়যন্ত্রের অভিযোগে স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ওমানে প্রতারিত ১১ শ্রমিক

রাজ্যের হস্তক্ষেপে উদ্ধার ভারতীয় দূতাবাসের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর : ওমানে কাজ করতে গিয়ে প্রতারণা চক্রের শিকার হয়ে গত কয়েকদিন ধরে সেখানে সর্বস্ব হারিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছিলেন মুর্শিদাবাদের ১১ জন পরিযায়ী শ্রমিক। কয়েকদিন তাঁরা অনাহারেও কাটিয়েছেন। এরপরই তাঁদের পরিবারের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। রাজ্য সরকার বিষয়টি বিদেশমন্ত্রককে জানালে ওমানের ভারতীয় দূতাবাস ওই ১১ জন পরিযায়ী শ্রমিককে উদ্ধার করে তাঁদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য বিদেশমন্ত্রকের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। খুব দ্রুত তাঁদের দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে বলে বিদেশমন্ত্রকের তরফে রাজ্য সরকারকে আশ্বস্ত করা হয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের এক্স হ্যান্ডেলে লেখা হয়েছে, 'সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় ১১ জন শ্রমিক এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। রাজ্য সরকার খবর পেয়েই হস্তক্ষেপ করে এবং তাঁদের নিরাপত্তা ও সুস্থতা নিশ্চিত করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের সক্রিয় প্রচেষ্টার ফলে তাঁরা এখন ওমানে ভারতীয় দূতাবাসের হেপাজতে রয়েছেন, যেখানে তাঁদের খাবার ও থাকার সুব্যবস্থা করা হয়েছে।' পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের চেয়ারম্যান সামিরুল ইসলাম বলেন, 'বিষয়টি আমাদের জানানোর পরই রাজ্য সরকার এই নিয়ে বিদেশমন্ত্রকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরপর ভারতীয় দূতাবাস তাঁদের উদ্ধার করে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে।'

যদিও এই রাজ্যের শ্রমিকদের কেন বাইরে কাজের সন্ধানে যেতে হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'রাজ্যে কর্মসংস্থানের কোনও সুযোগ করা হচ্ছে না। শুধু ভাতা দিয়ে যে এই রাজ্যের মানুষকে কেনা যাবে না, তা স্পষ্ট। তাই শ্রমশ্রী প্রকল্প চালু করার পরও তাতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না এই রাজ্যের শ্রমিকরা।' যদিও মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূলের সভাপতি অপূর্ব সরকার (ডেভিড) বলেন, 'জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ রয়েছেন। তাঁরা আগেই ওমানে গিয়ে প্রতারণার শিকার হয়েছেন। রাজ্য সরকার বিষয়টি জানার পরই হস্তক্ষেপ করে ও তাঁদের নিরাপদ আশ্রয়ে রাখা হয়েছে। তাঁদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।'

ভাইফোঁটার পর আদালতমুখী চাকরিহারারা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর : পুজোর ছুটি শেষ হতে আর বাকি মাত্র কয়েকটি দিন। তারপরই শিক্ষকদের পুনর্নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশের সম্ভাবনা। একই সঙ্গে 'অযোগ্য' শিক্ষাকর্মীদের তালিকা প্রকাশ ও পুনর্নিয়োগ পরীক্ষার আবেদন শুরু। পালটা আইনি পদক্ষেপ করার রাস্তায় এগোচ্ছেন চাকরিহারারাও। ২০১৬ সালে যাঁরা পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাঁরা যদি পুনর্নিয়োগ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হন, তাহলে তাঁদের বিষয়ে এসএসসি ও আদালত কী পদক্ষেপ করবে, সেই প্রশ্ন তুলেছেন চাকরিহারা শিক্ষকরা। পূর্ব অভিজ্ঞতার জন্য বরাদ্দ নম্বর বাড়ানোর আবেদন নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হবেন চাকরিহারা গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মীরাও।

শিক্ষাকর্মীরা তৈরি হচ্ছেন পুনর্নিয়োগ পরীক্ষায় বসার জন্য। এর পাশাপাশি ভাইফোঁটার পর সরকারি কাজকর্ম শুরু হলেই নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলনের রাস্তায় হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন উভয়েই। চাকরিহারা শিক্ষক চিন্ময় মণ্ডলের কথায়, 'কিউরেটিভ পিটিশনের জন্য ওকালতনামায় স্বাক্ষর তো চলছেই। ছুটির পর আমরা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হব।' চাকরিহারা শিক্ষকদের সরকারের প্রতি আবেদন, দীর্ঘ বছর পরে নিয়োগ হওয়ায় ঘোষিত শূন্যপদ আরও বেশি হওয়ার কথা। তাই ৩৫,৭২৬টির বেশি শূন্যপদ বাড়ানো হোক। একই সুরে অপর চাকরিহারা শিক্ষক রাকেশ আলম বলেন, '২০১৬-র প্যানেলের যোগ্যরা অনুত্তীর্ণ হলে কি প্রমাণ হয় যে, তাঁরা অযোগ্য? ইন্টারভিউতে সব যোগ্য শিক্ষককে যেন সুযোগ দেওয়া হয় সেজন্য লড়াই চলবে। নবাগতরা অতিরিক্ত ১০ নম্বরের বিরুদ্ধে যে আইনি পদক্ষেপ করেছে, তার বিরুদ্ধেও আমরা লড়ব।'

মাসের পর মাস বেতনহীন অবস্থায় থাকা শিক্ষাকর্মীরা পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন একাধিক বিকল্প পথ। চাকরিহারা শিক্ষাকর্মী অমিত মণ্ডলের আশা, 'অযোগ্য' তালিকা প্রকাশিত হলে কিছুটা সুরাহা মিলবে। তিনি বলেন, 'যোগ্য-অযোগ্য যদি স্পষ্ট হয়েই যায়, তাহলে যোগ্যদের ভাতা দেওয়া হবে না কেন? তালিকা প্রকাশিত হলে এই প্রশ্ন আমরা আদালতের কাছে রাখার পরিকল্পনা করছি।' অপর চাকরিহারা শিক্ষাকর্মী বিক্রম পোলের বক্তব্য, 'শিক্ষকদের পূর্ব অভিজ্ঞতার জন্য ১০ নম্বর দেওয়া হলে আমাদের কম নম্বর ধার্য করা হবে কেন? এই প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি আমাদের সাময়িক স্বস্তির ব্যবস্থা করার জন্যও হাইকোর্টের দ্বারস্থ হব।' পরিবারের চাপ সামলে পরীক্ষার প্রস্তুতিতে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের। এসএসসির কাছে তাঁদের দাবি, যত শীঘ্র সম্ভব পরীক্ষা নিয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হোক। তবেই বেতনহারা অবস্থা থেকে মুক্তি মিলবে তাঁদের।

ভূত হলেও ফুটবলপ্রেমী... শনিবার কলকাতায়। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।

শোভনকে সংসারে ফেরার ডাক রত্নার

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের পরেই শোভন চট্টোপাধ্যায়ের প্রত্যাবর্তন হতে তাঁকে সংসারে ফেরার ডাক দিলেন রত্না চট্টোপাধ্যায়। শুক্রবার শোভনকে এনকেডিএ-এর চেয়ারম্যান করা হয়েছে। তাঁর ফিরে আসায় খুশি বেহালা পূর্বের বিধায়ক রত্না। শনিবার তিনি বলেন, 'আমি এখনও বলছি, ওর জন্য দরজা খোলা আছেই। ফিরে আসলে ওর খারাপ হবে না। তবে ৮ বছরে যে সময় ওর চলে গিয়েছে সেটা ফিরে আসবে না।' তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদের মামলা সম্প্রতি খারিজ করে দিয়েছে আদালত। রত্নার আবেদন অনুযায়ী দু'জনের একসঙ্গে থাকার আর্জিও মঞ্জুর করা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে দীর্ঘ সাত বছর পর মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয় কানন ফিরে আসতেই চর্চা শুরু হয়, এবার কি রত্নার সঙ্গেও দূরত্ব ঘুচবে? রত্নার তরফে আপত্তি না থাকলেও এখনও নির্বিকার শোভন।

বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন শোভন। যদিও সেই যাত্রা মধুর হয়নি। কিছুদিন পরেই বিজেপি ছাড়েন। তৃণমূলে ফেরা বা না ফেরা নিয়ে জল ঘোলার মাঝেই প্রত্যাবর্তন হয়েছে শোভনের। এই প্রসঙ্গে এদিন রত্না বলেন, 'এত যোগ্য লোক অকারণে ৮ বছর ধরে জীবনটাকে নষ্ট করেছেন। আমাদের ছেড়ে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছেন। রাজনীতিও ছেড়ে দিয়েছিলেন। এখন হয়তো বুঝতে পেরেছেন। ৮ বছর ধরে ঘরে বসে রয়েছেন, তিনি যে পাগল হয়ে যাননি এটাই অনেক।' শোভন দল ছাড়ার পর বেহালা পূর্বের দায়িত্ব সামলেছেন রত্নাই। তাঁকে ওই কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনা হলে রত্না কী করবেন, সেই প্রসঙ্গে তিনি জানান, তিনি দলের নির্ণায়ক নন, সাধারণ কর্মী মাত্র। দল যা সিদ্ধান্ত নেবে তা মাথা পেতে নেবেন। দল মনে করলে, উনি প্রার্থী হবেন। না চাইলেও মেনে নিতে হবে।

মিষ্টিমুখ... শনিবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল।

দুটি আসনে লড়ার হুঁশিয়ারি হুমায়ুনের

'জিতলে জামাই আদর করবেন মুখ্যমন্ত্রী'

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর : মুর্শিদাবাদে ভাঙন কবলিত এলাকায় রাজ্য সরকারের কোনও প্রতিনিধির না যাওয়া নিয়ে শুক্রবারই খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেছিলেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। এবার দলের হুঁশিয়ারিকে কার্যত চ্যালেঞ্জ করে মুর্শিদাবাদের দুটি আসন থেকে বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করার হুমকি দিলেন হুমায়ুন।

শুধু তাই নয়, ওই দুটি আসনে জিতলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে তাঁকে জামাই আদরে গ্রহণ করে নেবেন, তাও জানাতে ভোলেননি এই বিতর্কিত তৃণমূল বিধায়ক। এর আগেও বারবার বেলাগাম হয়েছেন হুমায়ুন। দল তাঁকে বারবার সতর্ক ও শোকজ করলেও তিনি প্রতিবারই ভুল স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু বিতর্কিত মন্তব্য তাঁর বন্ধ হয়নি। শনিবার ফের দলের বিরুদ্ধে কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন হুমায়ুন।

শনিবার তিনি বলেন, 'আমি কোনও জায়গায় প্রার্থী হব কি না, সেটা সময়ই বলবে। আমি এইটুকু বলছি, দলের অনুগত সৈনিক হিসেবে ভরতপুর কেন্দ্রে আমাকে প্রার্থী করা হলে আমি লড়ব। কিন্তু ভরতপুরের কমিটি এখনও তৈরি করা হয়নি।

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি আমাদের

প্যানেল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে জমা দিয়েছি। সেই প্যানেল অনুযায়ী কমিটি ঘোষণা হলে ভোটে লড়ব। নাহলে আমি মুর্শিদাবাদেরই রেজিনগর ও বেলডাঙা আসন থেকে লড়াই করব ও জিতে দেখাব। তারপর আবার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যাব। গিয়ে জামাই-আদরে আবার দলে ঢুকে পড়ব।'

তবে তিনি নির্দল প্রার্থী হবেন কি না তা স্পষ্ট না করে বলেন, '৪৩ বছর ধরে রাজনীতি করছি। আমার সিদ্ধান্ত আমি এখনই জানাব না। তবে আমাকে প্রার্থী না করা হলে তার জবাব মুর্শিদাবাদের মানুষই দেবে। আমি মানুষের জন্যই কথা বলে যাব।'

তবে তিনি যে কোনও অবস্থাতেই এই মুহূর্তে কংগ্রেসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন হুমায়ুন। তিনি বলেন, মুর্শিদাবাদে অধীররঞ্জন চৌধুরীর নেতৃত্বে আমি কংগ্রেস করব না। আমরা এখন এই জেলায় যাঁরা তৃণমূল করি, তাঁরা সকলেই প্রায় কংগ্রেস থেকেই এসেছেন। অধীরবাবুর কারণেই আমরা কংগ্রেস ছেড়েছি। তবে হুমায়ুনের কথাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

তিনি বলেন, 'হুমায়ুন কবীর কখন কোন দলে রয়েছেন, তা তিনি নিজেও জানেন না। সকালে এক দল, দুপুরে এক দল ও রাতে এক দল করেন। তাই তাঁর কথার কোনও গুরুত্ব আছে বলে মনে করি না।'

এসআইআর নিয়ে সাবধানি কংগ্রেস

রিমি শীল

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর : ভোটার তালিকায় এসআইআরের বিরোধিতায় আটঘাট বেঁধে পথে নামতে চাইছে কংগ্রেস নেতৃত্ব। এই ইস্যুতে তৃণমূলের কাছাকাছি আসতেও ক্ষতি নেই তাদের। ইন্ডিয়া জোটের স্বার্থে তৃণমূল প্রসঙ্গে কড়া মনোভাব পোষণ করতে চাইছে না হাইকমান্ড। কিন্তু এই রাজ্যের পারিপার্শ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূল নিয়ে সতর্ক পা ফেলতে চাইছে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। দলীয় নেতা কর্মীদের ক্ষুণ্ণ না করে সাবধানি পদক্ষেপ করতে চাইছে তারা। শনিবার বিধানভবনে সাংবাদিক সম্মেলনেই বিষয়টি স্পষ্ট।

এসআইআর ইস্যুতে বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল, সিপিএম, কংগ্রেসও। এই রাজ্যে তৃণমূল প্রসঙ্গে কংগ্রেসের অ্যাজেন্ডা সম্পর্কে এদিন প্রদেশ কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক গোলাম আহমেদ মীর বলেন, 'এসআইআর নিয়ে জাতীয় স্তরে বিজেপি বিরোধিতায় সকলে এক হোক। তৃণমূল সমর্থন করলে স্বাগত।' তবে এখনও তৃণমূল নিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় রাজ্য নেতৃত্ব। তাই প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকার এদিনও বলেন, 'প্রকাশ্যে এসআইআরের বিরোধিতা করছে তৃণমূল। কিন্তু তৃণমূলও বিজেপিকে এই বিষয়ে সমর্থন করে।' বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। তাই এখন থেকেই ঘর গোছানো শুরু করেছে কংগ্রেস। জানা গিয়েছে, নভেম্বরের শেষ কিংবা ডিসেম্বরের শুরুতেই রাজ্যে আসতে পারেন রাহুল গান্ধি। বিহারের ভোট শেষ হলে এই রাজ্যেও পদযাত্রার কর্মসূচি নেবেন। তখন থেকে শুরু হয়ে যাবে নির্বাচনি প্রচার। প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীকেও গুরু দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে।

বর্তমান প্রদেশ সভাপতির সময়ে আলিমুদ্দিনের সঙ্গে সমীকরণ বদলেছে বিধানভবনের। এখনও দুই তরফে জোট নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। তৃণমূল কংগ্রেস নিয়েও আপাতত কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। দলের নীচুতলার কর্মীদের মধ্যে তৃণমূল ও বামেদের নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে। তাই ইন্ডিয়া জোটের স্বার্থে তৃণমূল নিয়ে অচ্ছ্যুৎ মনোভাব প্রকাশ করা না হলেও এই রাজ্যের ক্ষেত্রে তা কার্যকরী নয়। জানা গিয়েছে, বুথস্তরে শক্তিশালী হওয়ার কথা বললেও এখনও অধিকাংশ বুথে বিএলএ-২ নিযুক্ত করতে পারেনি তারা। তাই ইতিমধ্যেই দলের তরফে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, যাঁরা কংগ্রেসের প্রার্থী হতে আগ্রহী তাঁরা বিএলএ-১ হিসেবে দায়িত্ব নিক। যাতে বুথ আগলানোর দায়িত্বে নিজেরাই বিএলএ-২ নিয়োগ করেন।

দ্বারকার দূষণ, রাজ্যকে শোকজ

আশিস মণ্ডল

রামপুরহাট, ১৮ অক্টোবর : জাতীয় পরিবেশ আদালত, পূর্বাঞ্চল শাখার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ছয় বছরেও তারাপীঠের দ্বারকা নদীর জল সংশোধন করার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে এবার বীরভূম জেলা শাসক, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের প্রধানদের সশরীরে কিংবা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন পরিবেশ আদালতের বিচারপতি। সেই সঙ্গে সাধারন মানুষ এবং আবেদনকারী জয়দীপ মুখোপাধ্যায়কে কেন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না সেটাও জানতে চেয়েছেন বিচারপতি।

প্রসঙ্গত, তারাপীঠে বিভিন্ন ভাবে দূষণের মাত্রা বাড়তে থাকায় ২০১৪ সালে জাতীয় পরিবেশ আদালত, পূর্বাঞ্চল শাখায় মামলা করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী, অল ইন্ডিয়া লিগ্যাল এইড ফোরামের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক জয়দীপ মুখোপাধ্যায়। তাঁর দায়ের করা মামলার প্রেক্ষিতে ২০১৯ সালের ২৯ জুলাই আদালত রাজ্য সরকারকে তারাপীঠের দূষণ নিয়ন্ত্রণে বেশ কিছু নির্দেশ দেন। কিন্তু তারপর ছয় বছর হয়ে গেলেও এখনও সম্পূর্ণ কাজ হয়নি বলে বলে আদালতের কাছে দাবি করেছেন জয়দীপ।

তারাপীঠের দ্বারকা নদী নিয়ে উদ্বিগ্ন পরিবেশ আদালত। -সংবাদচিত্র।

উচ্চমাধ্যমিকের ফল সম্ভবত ৩১ অক্টোবর

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর : ৩১ অক্টোবর প্রকাশিত হতে পারে উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল, জানিয়েছেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। তৃতীয় সিমেস্টার অর্থাৎ পরীক্ষার প্রথম পর্বের ফল প্রকাশ যে চলতি মাসের মধ্যেই হবে তা পরীক্ষা শুরুর আগেই জানিয়েছিল সংসদ। এবার সম্ভাব্য তারিখের কথা জানানো হল।

পুজোর ছুটি মিটলেই শতাংশের নিরিখে প্রথম ১০ জনের মেধাতালিকা প্রকাশিত হবে। প্রথমবার সিমেস্টার ব্যবস্থায় পরিচালিত এই পরীক্ষা দিয়েছেন ৬ লক্ষ ৬০ হাজার ৪৪৩ জন পরীক্ষার্থী। আগামী ফেব্রুয়ারিতে চতুর্থ সিমেস্টার অর্থাৎ চূড়ান্ত পর্বের পরীক্ষা দেবেন পড়ুয়ারা। প্রাপ্ত নম্বরের তথ্য পিডিএফ ফর্ম্যাটে পাওয়া যাবে ওয়েবসাইটে। উল্লেখ থাকবে শতাংশের হার ও বিষয়ভিত্তিক পার্সেন্টাইলও। পরীক্ষার্থীরা মার্কশিটের হার্ড কপি পাবেন চতুর্থ সিমেস্টারের পরই। সংসদ জানিয়েছে, এবার প্রথম ওএমআর শিটে পরীক্ষা হওয়ায় কৃত্রিম মেধা মারফত মূল্যায়ন করা হয়েছে, তাই ৪০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ করা সম্ভব হতে পারে। অনুপস্থিত পরীক্ষার্থীদের জন্য সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার সুযোগ থাকছে। সেই পরীক্ষাও হবে ফেব্রুয়ারিতেই।

বাজির বাজারেও 'অপারেশন সিঁদুর'

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর : 'ওইটা দাও না কাকু, ওই হেলিকপ্টারটা! উড়বে না?' চকচক করে উঠল বছর পাঁচেকের ঋত্বিক ঘোষের চোখ। বাবার আঙুল ধরে এক টান মারতেই স্বপন ঘোষ বলে উঠলেন, 'একগাদা ফুলঝুরি, রংমশাল, চরকি তো কিনে দিলাম। আবার যুদ্ধ বাজির কী দরকার?' চম্পাহাটির হাড়ালে তখন দোকানে দোকানে সারিসারি নতুন ধরনের বাজির পসরা। প্রত্যেকটির নামেই রয়েছে চমক। কোথাও লেখা 'ড্রোন', কোথাও লেখা 'হেলিকপ্টার', কোথাও বা লেখা 'ট্যাংক'। ক্যাপ-বন্দুকের বদলে এবারের বাজার দখল করেছে বন্দুক বাজিও। শনিবার কলকাতার বাজির বাজারগুলিতে ঢুঁ মারতেই বোঝা গেল, বাজিতেও এবার অপারেশন সিঁদুরের ছায়া। বিক্রেতারা একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন, এই যুদ্ধের মোড়কে বিক্রি হওয়া বাজিগুলির প্রতি ছোট ছোট বাচ্চাদের আকর্ষণ বেশি। তাই ভালোই মুনাফা করছেন ব্যবসায়ীরা।

ঘড়িতে তখন দুপুর পেরিয়ে বিকাল। ক্রেতাদের ভিড় ঠেলে শহিদ মিনার সংলগ্ন ময়দানের সরকারি বাজি বাজারে ঢুকতে বেশ বেগ পেতে হল। শ্যামবাজার থেকে ১০ বছরের কন্যাসন্তানকে নিয়ে আসা মৈত্রেয়ী চৌধুরী বললেন, 'এবছরটা যেন যুদ্ধের বছর। দুর্গাপুজো, স্বাধীনতা দিবসে অপারেশন সিঁদুরের থিম তো দেখেছি। ভাবিনি বাজি কিনতে এসেও মিসাইল, রকেট লঞ্চারের মতো যুদ্ধের সামগ্রী দেখব। ছোটবেলায় এই বাজিগুলিই আমরা অন্য রূপে দেখতাম। গাড়ি বাজিগুলি এবার ট্যাংক বাজি বলে বিক্রি হচ্ছে। রূপ বদলেছে ঠিকই, তেজ বদলায়নি।' চম্পাহাটির বাজি বিক্রেতা অজয় দেবনাথের কথায়, 'বাজিতে নতুনত্ব থাকায় ক্রেতারা কিনছেন। তবে মধ্যবিত্ত ক্রেতাদের ঝোঁক একটু কম। যাঁরা দু-তিন হাজার টাকার বাজি কেনেন, তাঁরাই এগুলি বেশি কিনছেন।'

আগুন ধরালেই সীমিত উচ্চতা পর্যন্ত দুটি ডানা মেলে উড়ছে হেলিকপ্টার। ড্রোন বাজিও উড়ছে যুদ্ধের ড্রোনের আদলেই। বাজারগুলিতে দোকানিরা হাঁকছেন,

'হেলিকপ্টার ১৫০, বন্দুক ২০০।' ৩০০ টাকা পর্যন্তও চড়ছে যুদ্ধ বাজির দাম। দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়া বাজি বাজারে ব্যবসায়ী সাবিনা বিবির কথায়, 'এবারের হটকেক বন্দুক বাজি। ক্যাপ-বন্দুকের মতো সমস্যা এটায় নেই। যে পরিমাণ বারুদ আছে, প্রত্যেকটি রিলই ফাটে। বিক্রির হার এবছর বেড়েছে ২৫-৩০ শতাংশ।' বাজি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির আশা, দীপাবলির আগে শেষ কয়েকদিনে এই ধরনের বাজির চাহিদা বাড়বে। উৎসবের আলোতেও মিশে থাকবে শহিদদের নাম।

সবুজের মোড়কের আড়ালে নিষিদ্ধ বাজির ব্যবসা

রিমি শীল

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর : দুপুর ঠিক ১টা। বেলেঘাটার রাসমণি বাজারে গুমটি দোকানটিতে সবুজ আতশবাজির পসরা সাজিয়ে নিয়ে বসেছেন এক মহিলা। সরকার অনুমোদিত বাজি দিয়ে দোকান সাজানো। কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রশ্ন, 'কাকিমা বাজি রয়েছে?' উত্তর এল, 'হ্যাঁ, কী বাজি লাগবে।' নিচু গলায় প্রশ্ন, 'চকলেট বোমা আছে?' ফিশফিশানি পালটা প্রশ্ন, 'কটা লাগবে?' এক বাক্স চকলেট বোমা কালো প্যাকেটে গুছিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'কাউকে বোলো না কিন্তু। পুলিশ জানলে বিপদে পড়ব।' রাজ্যজুড়ে নিষিদ্ধ শব্দবাজি রুখতে হাইকোর্টের কাছে জবাবদিহি করতে হবে রাজ্য সরকারকে। এই চক্র রুখতে কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলে দাবি করেছেন পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। কিন্তু পুলিশের নাকের ডগাতেই সবুজ বাজির আড়ালে কলকাতার অলিতেগলিতে চলছে নিষিদ্ধ বাজির রমরমা কারবার। অনলাইনে অর্ডার দিলেও বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এই দৃশ্য শুধু কলকাতার নয়, সংলগ্ন জেলাগুলিরও।

রুটিন বৈঠক, চোখে পড়ার মতো বিজ্ঞাপন, কড়া নির্দেশিকা সত্ত্বেও বেলেঘাটা, ফুলবাগান, মুন্সিবাজার, ট্যাংরা, এন্টালি, উলটোডাঙা, শ্যামবাজার ঘুরে দেখা গেল, কড়ি ফেললেই মিলছে নিষিদ্ধ শব্দবাজি। ফানুস ওড়ানোতেও এবছর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন। মুন্সিবাজারের এক বিক্রেতার থেকে তা চাইতেই বললেন, 'চুপ চুপ, জোরে বোলো না। আছে নিয়ে যাও।' ট্যাংরায় ফুটপাতের ওপরে বাজি নিয়ে বসা বিক্রেতার দোকানে ঢুঁ মেরে দেখা গিয়েছে, ন্যাশনাল এনভায়রন ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট বা নিরি অনুমোদিত কিউআর কোড ছাড়াও বাজি রয়েছে। নিয়মানুযায়ী অনুমোদিত বাজি বাজার ছাড়া বাজি বিক্রি হওয়ার কথাই নয়।

বারাসতের নীলগঞ্জের এক ব্যবসায়ীকে ফোন করতেই তাঁর স্ত্রী ফোন ধরলেন। ঠিকানা জিজ্ঞাসা করতেই বললেন, 'বারাসত থেকে টোটো করে নারায়ণপুর আসবেন। বাড়িতেই আমাদের দোকান। ফানুস, তুবড়ি, চকলেট বোম সব আছে।' অনলাইন অর্ডার দেওয়া হবে কি না, তা জিজ্ঞাসা করতেই ব্যবসায়ীর ছেলে বললেন, 'অনলাইনে অনেককেই পাঠিয়েছি। কিন্তু দূরে হলে পুলিশ ধরার ভয় রয়েছে। বাড়িতেই আমরা বিক্রি করি, আমাদের ছোটখাটো কারখানাও রয়েছে। ওখানে চকলেট বোমাও তৈরি হয়। আপনি আসুন না। সব পেয়ে যাবেন।' চকলেট বোমা সহ নিষিদ্ধ বাজি তৈরি যেন চম্পাহাটিতে কুটিরশিল্প। পুলিশি ধড়পাকড়ের মাঝেও তৈরি ও বিক্রির রমরমা। চম্পাহাটি থেকে চকলেট বোমা, রকেট, শর্টার, চটপটি, শেল, মশাল, তুবড়ি কিনে এনেছেন শুভ্রা সাহা। 'পুলিশ ধরেনি?' বললেন, 'না, সামনে দিয়েই তো এলাম। সবাইকে ধরে না।' সেখানকার এক ব্যবসায়ীকে ফোনে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী কী বাজি পাওয়া যাবে?' বললেন, 'চম্পাহাটি এসে অটো করে কোঅপারেটিভে নেমে ফোন করবেন। বাড়িতেই বিক্রি করি। কালীপটকা, চকলেট বোমা, তুবড়ি, ফানুস— সব পাবেন।' বাজি বাজারের মধ্যে অন্যতম বিখ্যাত নুঙ্গি বাজার। সেখানকার এক ব্যবসায়ী বলেন, 'ফানুস, চকলেট বোমা, দোদমা সব রয়েছে। তবে সাবধানে নিয়ে যেতে হবে।'

নির্দেশিকা অনুযায়ী আতশবাজির শব্দের সীমা উৎস থেকে ৪ মিটার দূরে ১২৫ ডেসিবল পর্যন্ত অনুমোদিত। ২০২৩ সালের আগে এটি ৫ মিটার দূরে ৯০ ডেসিবল ছিল। বাজি পোড়ানোর সময়সীমাও ২০ অক্টোবর রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত বেঁধে দিয়েছে লালবাজার। তবে পুজোর আগে থেকেই একাধিক জায়গায় বিধি নির্দেশিকার বালাই নেই। টালা থেকে টালিগঞ্জ, বেহালা থেকে বাগুইআটির চিত্র একই। সরকারি অনুমোদিত বাজির বাজার বসলেও পাড়ার অলিগলিতে অবৈধ বাজি চক্র রোখা গেল কই?

গোটা দুনিয়াকে ভালো রাখতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। তাই শান্তির নোবেল তাঁরই পাওয়া উচিত। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বহুদিন ধরেই এমন দাবি করে আসছিলেন। শেষপর্যন্ত অবশ্য তা হল না। সেই পুরস্কার গেল ভেনেজুয়েলার মারিয়া কোরিনা মাচাদো প্যারিস্কার ঝুলিতে। তবে গণতন্ত্রের জন্য লড়াইয়ের স্বীকৃতি পেলেও মাচাদোর দুর্নামের পাল্লাও কম নয়। এই দুই বিষয়কে নিয়েই উত্তর সম্পাদকীয়তে এবারের জোড়া প্রতিবেদন।

নোবেলে অশান্তি

মারিয়ার মাথায় মুকুট, তবে কাঁটার

আশিস ঘোষ

মারিয়া কোরিনা মাচাদো প্যারিস্কা। ক'জন এই নাম আগে শুনেছেন সন্দেহ আছে। একমাত্র লাতিন আমেরিকার হালহকিকত নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান তাঁরাই জানতে পারেন। ভেনেজুয়েলার বাসিন্দা মারিয়া দুনিয়াজোড়া খ্যাতির সূত্রে এখন বেশ পরিচিত এক নাম। তিনি এ বছর নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন। গণতন্ত্রের জন্য তাঁর লড়াইয়ের স্বীকৃতি।

আর তারই সঙ্গে উঠে এসেছে একগাদা সমালোচনা। খ্যাতির চেয়ে এখন দুর্নামের পাল্লাও কম নয়। ভেনেজুয়েলার রাজনীতিতে মারিয়া বহুদিন ধরে যুক্ত। ৫৮ বছরের এই অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর মহিলার রাজনীতির জীবন শুরু সীমান্তে নামে এক সংস্থাকে দিয়ে। তাঁরই তৈরি এই সংস্থার কাজ ছিল ভোট পর্যবেক্ষণের। তারপর ক্রমেই আরও জড়িয়ে পড়া দেশের রাজনীতির সঙ্গে। রাজনৈতিক দল ভেঙে ভেনেজুয়েলার প্রার্থী হয়ে ২০১২ সালে বিরোধীদের প্রার্থী হিসেবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাইমারিতে লড়াই করে হেরে গিয়েছিলেন। সেখানকার প্রেসিডেন্ট মাদুরোর বিরুদ্ধে বিক্ষোভে নেতৃত্বও দিয়েছেন। তার আগে তিনি জাতীয় অ্যাসেম্বলিতে জয়ী হয়েছিলেন।

এরপর ২০২৩ সালে মারিয়া প্রেসিডেন্ট পদে প্রাথমিক লড়াইয়ে জিতে যান। পরের বছর ভেনেজুয়েলার সরকার তাঁকে ভোটে লড়তে বাধা দেয়। মারিয়া ছিলেন ঐক্যবদ্ধ বিরোধী প্রার্থী। তাঁর বদলে বিকল্প প্রার্থী হিসেবে যিনি দাঁড়ান তিনি বহু ভোটে জিতে গিয়েছেন বলে বিরোধীরা দাবি করলেও তা মানতে চায়নি মাদুরো সরকার। তারা দাবি করে জয়ী হয়েছেন মাদুরো।

এরই মধ্যে মারিয়া পরিচিত হতে থাকেন দেশের বাইরে। বিবিসি আর টাইম ম্যাগাজিনে সেরা মহিলার তালিকায় মারিয়ার নাম উঠে যায়। হাতে আসে ভাক্লাভ হাভেল আর শাখারভ পুরস্কার। মুক্তচিন্তার জন্য শাখারভ পুরস্কারটি দিয়েছিল ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। আর এইবার বহু প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে নোবেল শান্তি পুরস্কার। পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় এই ক'টি কথা বললে মারিয়াকে পুরোটা ধরা যাবে না। একইসঙ্গে বলতে হবে আরও বেশকিছু কথাও। দু-দু'বার রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি। ২০০২ সালে একবার। সেবার তখনকার ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট উগো সাভেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ ছিল মারিয়ার বিরুদ্ধে। তখন সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ভেঙে দেওয়ার ঘোষণাপত্রে সই করেছিলেন তিনি। পরেরবার সাভেজকে উৎখাতের জন্য গণভোটের আয়োজন করার দায়ে। সেসময় মার্কিন গোয়েন্দা সংগঠন সিআইএ-র মদত ছিল বলে অভিযোগ ওঠে মারিয়ার বিরুদ্ধে।

আর ঠিক এইখানেই মারিয়াকে নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত। উগো সাভেজ আর তাঁর পরের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতা। কট্টর মার্কিন বিরোধী। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে একবার বেশ ঘটা করে এ রাজ্যে আনা হয়েছিল উগো সাভেজকে। বেশ কয়েকটা পঞ্চায়েত ঘুরে দেখানো হয় তাঁকে, দক্ষিণ আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আইকন হিসেবে। ফলে নানাভাবে ভেনেজুয়েলা জড়িয়ে পড়ে আমেরিকার সঙ্গে সংঘাতে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অবশ্য কোনও রাখঢাক না করে নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি ভেনেজুয়েলায় গোপন অভিযান চালানোর জন্য সিআইএ-কে অনুমোদন দিয়েছেন। গত কয়েক সপ্তাহে মাদকবাহী নৌকার দোহাই দিয়ে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে কম করেও পাঁচবার হামলা চালিয়েছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলি এই হামলাকে বিচারবহির্ভূত হত্যা বলে দাবি করেছে। এই মার্কিন হামলায় ২৭ জন নিহত হয়েছে। হোয়াইট হাউস ইঙ্গিত দিয়েছে, মাদক পাচার বন্ধ করতে তারা সমুদ্রের সঙ্গে এবার স্থলেও অভিযান চালাবে। ভেনেজুয়েলা থেকে আসা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের সীমান্ত বর্ডার ব্লাডশেড বা সীমান্তে রক্তপাত বলে অভিহিত করেছেন ট্রাম্প। মারিয়ার নোবেল প্রাপ্তির পর পত্রপাঠ অসলোতে নরওয়ের ভেনেজুয়েলার দূতাবাস বন্ধ করা হয়েছে। নোবেল পুরস্কার দেন সে দেশের রাজা। তাই এই সিদ্ধান্ত।

এই প্রেক্ষাপটে মারিয়ার প্রবল মার্কিন প্রীতি সকলেরই চোখে পড়েছে। তিনি তাঁর নোবেল উৎসর্গ করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। এর আগেও মাদুরোকে হটাতে খোলাখুলি মার্কিন সাহায্য চেয়ে বিতর্ক বাড়িয়েছেন মারিয়া। কোনও রাখঢাক ছিল না। ফলে বামপন্থী মহলে তাঁকে 'সাম্রাজ্যবাদীদের দোসর' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে বহুদিন যাবৎ। মাদুরোকে 'মাদক কারবারিদের মদতে চলা রাষ্ট্রকাঠামো'-র প্রধান বলে বর্ণনা করেছেন। ফলে আমেরিকার কাছে মারিয়া অতি প্রিয় হয়ে উঠেছেন দিনে-দিনে। মারিয়াকে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পাঠিয়েছিলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে আছেন মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা পরামর্শদাতা সেদেশের স্বরাষ্ট্রসচিব মার্কো রুবিও।

বিতর্কের এখানেই শেষ নয়। মারিয়া ইজরায়েলের বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর কট্টর সমর্থক। ২০২০ সালে মারিয়া নেতানিয়াহুর দক্ষিণপন্থী লিকুদ পার্টির সঙ্গে চুক্তি করেছেন। গাজায় নৃশংস বর্বরতার জন্য যখন আন্তর্জাতিক আদালতে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ঝুলছে তখন মারিয়ার প্রকাশ্য সমর্থন প্রবল নিন্দার মুখে পড়েছে। তাঁকে মুসলিমবিরোধী বলে বর্ণনা করা হচ্ছে চতুর্দিকে, বিশ্বব্যাপী প্রবল নিন্দার মুখে পড়তে হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে নোবেল শান্তি পুরস্কারের নিরপেক্ষতা নিয়ে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেত্রী হিসেবে নাকি বামবিরোধী, দক্ষিণপন্থী, মুসলিম বিদ্বেষী নেত্রী হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে মারিয়ার নাম। এখন খোলাখুলি চর্চা তা নিয়ে। তিনি ভেনেজুয়েলার উপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার সমর্থক এবং সেখানকার তেলের উপর সরকারি মালিকানা তুলে দেওয়ার পক্ষে। বহুদিন ধরে সেটাই চেয়ে আসছে আমেরিকা। তাদের লক্ষ্য ভেনেজুয়েলার তেল। ভেনেজুয়েলার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট পাবলো ইগলেসিয়াসের ভাষায়, যিনি নিজের দেশে সরকারবিরোধী অভ্যুত্থানের লাগাতার অপচেষ্টা চালিয়ে আসছেন তাঁকে নোবেল দেওয়ার বদলে তা সরাসরি ট্রাম্পকে দেওয়া উচিত ছিল। কিংবা মরণোত্তর পুরস্কার হিসেবে হিটলারকে।

(লেখক সাংবাদিক)

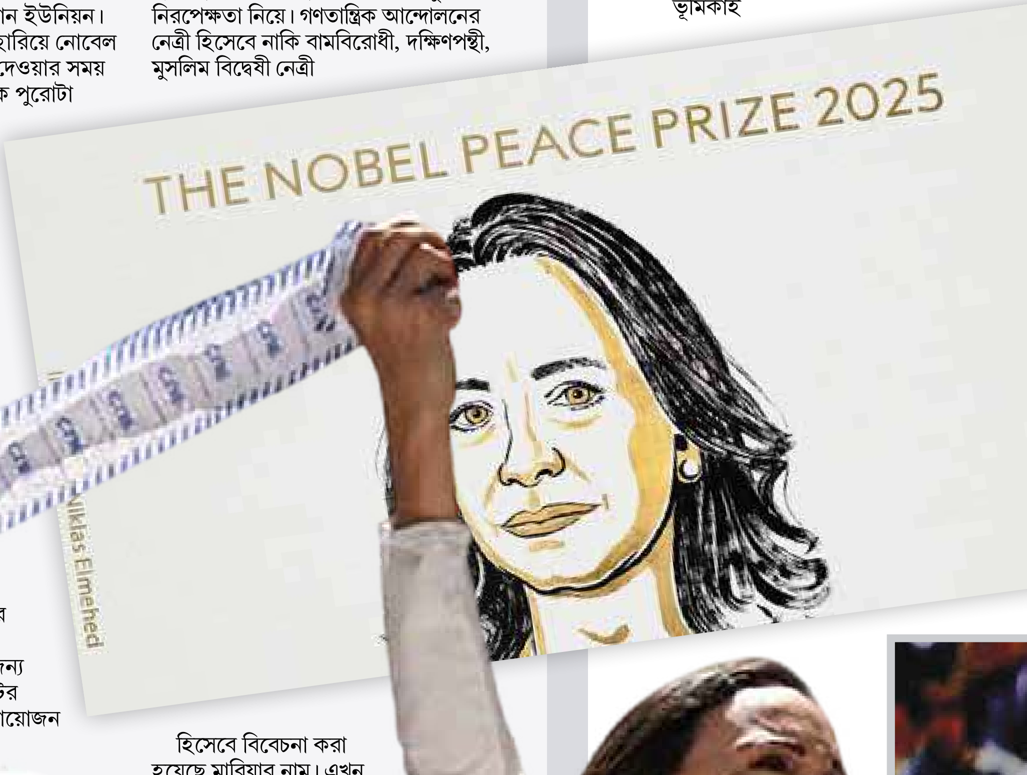

স্বর্ণাভচাকতি আরশিতে, কবরে দিবাস্বপ্ন

সন্দীপন নন্দী

সে ছিল 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এর দ্বিতীয় অধ্যায়। স্বপ্নই তো। কিন্তু শেষমেশ যাহা দিবাস্বপ্ন হইয়াই রহিয়া গেল। ঘটনাক্রমে নোবেল শান্তি পুরস্কার ঘোষণার পর প্রতিবারের মতো এবারও বিশ্বের অলিগলিতে শুরু হয়েছিল নিরন্তর বিতর্ক আর বাদানুবাদ। অবশেষে যাবতীয় কথার পাহাড় সরিয়ে এ বছর শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন ভেনেজুয়েলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো।

কিন্তু যে নামটি নিয়ে আমেরিকার প্রত্যাশা ছিল বিপুল ও অভ্রভেদী, তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম শ্রী ডোনাল্ড জে ট্রাম্প। এরপর মার্কিন মুলুকেও রাতারাতি বিক্ষোভ ওঠে যে, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সর্বাধিক অবদান রেখেও মহামহিম ট্রাম্পজি আবারও নোবেল পুরস্কার হতে বঞ্চিত হলেন। অনুমান, সাহেব বঙ্গবাসী হলে নির্ঘাত গাইতেন, 'আমি তার মুখের কথা শুনব বলে গেলাম কোথা, শোনা হল না হল না, ফিরে এসে নিজের দেশে এই যে শুনি।'

মহামান্য পাঠক একবার কল্পনা করুন নোবেল পাওয়া কি মুখের কথা?

ঐতিহ্যের মানমন্দিরে নোবেল শান্তি পুরস্কার তো কেবল রাশভারী সম্মাননা নয়, কালে কালে এটি বিশ্বের শান্তি, মানবাধিকার ও সহনশীলতা রক্ষণে অন্যতম প্রতীক প্রতিপন্ন হয়ে এসেছে। নথি ঘেঁটে দেখা যায়, নরওয়ের নোবেল কমিটি সাধারণত যেসব বিষয় বিবেচনা করে এ পুরস্কার প্রদান করে, প্রথমত, আন্তর্জাতিক সংঘাত অবসানে কার্যকর ভূমিকাগ্রহণ। দ্বিতীয়ত, মানবাধিকার সুরক্ষা ও গণতন্ত্র রক্ষায় বিশেষ অবদান এবং তৃতীয়ত, সমাজ সহিষ্ণুতার মাধ্যমে পারস্পরিক আলোচনার পথ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার দ্বারা দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বিস্তার ইত্যাদি। ব্যক্তির 'জনপ্রিয়তা' বা 'রাজনৈতিক প্রভাব' নোবেল অর্জনে কোনও বিশেষ ভূমিকাই রাখে না।

তবু ট্রাম্প স্বঘোষিত আকাঙ্ক্ষায় প্রকাশ্য দিবালোকে বারবার বলেছেন, 'আমি যেসব শান্তিচুক্তি করেছি, তার জন্য অন্য যে কেউ হলে অনেক আগেই নোবেল পেত।' তাই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলো-মঞ্চ-শ্রোতা পেলেই মাইক্রোফোন হাতে তিনি মগ্ন হয়েছেন নিবিড় আত্মস্তুতিতে। বাস্তবে যে বয়ানের মাথামুণ্ডু না থাকায় প্রমুখের ভাষ্যকে মুখস্থ নাটকের সংলাপ মনে হয়েছে সবসময়।

কী সেই সমস্ত ডায়ালগ? ১) আব্রাহাম চুক্তির মাধ্যমে ইজরায়েল ও একাধিক আরব দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করেছি ২) উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত কূটনৈতিক কথাবার্তায় কিম জং উনের সঙ্গে বৈঠকের মাধ্যমে সরাসরি সংঘাত আটকেছি ৩) আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার চুক্তি করে তালিবানের সঙ্গে সমঝোতা করে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করেছি। এখানেই শেষ নয়, ভারত-পাকিস্তানের মাঝে শুল্কনীতির জুজু দেখিয়ে পরমাণু যুদ্ধ পর্যন্ত স্তব্ধ করতে ট্রাম্পজি নাকি মুখ্য কৃতিত্ব দাবি করেছেন অন্তত ৪০ বার। একে তাই দ্বিতীয় গর্জনশীল চালিশা বলাই যায়!

এ প্রসঙ্গে মাননীয় পাঠক শ্রবণ করুন, ট্রাম্পের হাত হতে এবারও নোবেল পিছলে পড়ার অন্যতম হেতু ওঁর নিয়ন্ত্রিত শান্তিচুক্তিকারীদের অধিকাংশই সাদাকালো কাগজে সীমাবদ্ধ, আক্ষরিক অর্থে তা সার্থকতা অর্জন করতে পারেনি।

তবু ব্যক্তিটির গালগল্পের অন্ত নেই। দেবস্তুতির আত্মঢাক বিসর্জন শেষেও বেজে চলেছে অবিচল। আর এমনতরো বিরল মার্কিন দেবাংশীকে নিয়ে দ্য গার্ডিয়ান লিখেছে, 'শান্তি কেবল বৈঠক বা ছবি তোলার মাধ্যমে আসে না, আসে স্থায়ী প্রভাবের মাধ্যমে এবং যা ট্রাম্পের কর্মকাণ্ডে অনুপস্থিত।' লে মন্ডে পত্রিকা লিখেছে, 'শান্তির পুরস্কার এমন নেতার হাতে যায় না যিনি একই সঙ্গে বিভাজন ও বিরোধের প্রতীক।'

অথচ এ সত্ত্বেও ট্রাম্প স্বয়ং ও তাঁর সমর্থকরা যেভাবে প্রকাশ্য রাস্তায় হ্যাংলার মতো নোবেল প্রাইজের দাবিতে হন্যে হয়েছেন তা হয়তো কমিটির কাছে নেতিবাচক বার্তাই প্রেরণ করেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক জেফরি স্টাফলো সে প্রসঙ্গে বলেছেন, 'যখন কেউ পুরস্কার পাওয়ার জন্য এতটা জোর করে তখন তা শান্তির স্থলে আত্মপ্রচার বলেই ভ্রম হয়।' আবার ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বে আমেরিকার ইরান পরমাণু চুক্তি থেকে প্রস্থান, প্যারিস জলবায়ু চুক্তি প্রত্যাহার, হু থেকে বেরিয়ে আসা সহ ন্যাটো নিয়ে বিতর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিশ্ব শান্তিকে টলমল করেছে। ফলে নোবেল কমিটির এমন দৃষ্টান্ত নেই যে, কখনও প্রতিক্রিয়াশীল এরূপ সিদ্ধান্তকে তারা সাগ্রহে পুরস্কৃত করেছে।

তাই মহার্ঘ শান্তি পুরস্কারের জয়যাত্রা নিয়ে ট্রাম্পের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করার বিষয়ে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান ইয়োর্গেন ভাটনে ফ্রিডনেস ব্যাখ্যা করেন, তাঁরা শুধু আলফ্রেড নোবেলের কাজ ও ইচ্ছার ভিত্তিতেই প্রতিবছর সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। ফলাফল? ভেনেজুয়েলার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় স্বৈরাচারী মাদুরো সরকারের একনায়কতন্ত্র থেকে ন্যায্য ও শান্তিপূর্ণ পরিবর্তিত সংগ্রামের স্বীকৃতি হিসেবে মাচাদোর মতো মহিলাকে এবছর পুরস্কৃত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নোবেল কমিটির নিরপেক্ষতা আংশিক হলেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

কিন্তু এরপরও শ্রীযুক্ত ট্রাম্প থামেননি। উত্তরোত্তর আলটপকা যুক্তির মূর্তি খাড়া করেই গিয়েছেন। কী? 'আমি এসব কিছু নোবেল পুরস্কারের জন্য করিনি। আমি অনেক মানুষের জীবন বাঁচাতে চেয়েছিলাম।' যুক্তিবোধ বলে আষাঢ়ে গল্প বলায় নোবেল থাকলে বৃদ্ধলোকটিকে এত অযুতনিযুত কাঠখড় পোড়াতে হত না। হোয়াইট হাউসের আলমারিতে অচিরেই প্রতীক্ষিত স্বর্ণাভচাকতিখানি শোভা পেত।

এখন প্রশ্ন, ট্রাম্পের কি এসব শোভা পায়? আজ অবধি সর্বাধিক ৪৪৩টি নোবেল যে দেশের ঝুলিতে সেই দেশের রাষ্ট্রনায়কের এহেন আচরণ কি আদৌ স্বাভাবিক? অলক্ষ্যে অসীম স্পৃহা থেকে কুকথার পঞ্চমুখেও কণ্ঠে তিনি বিষধারণ করেছেন নিত্যদিন। পবিত্র ক্রোধে বলেছেন, 'ওবামা কিছুই না করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিল। নোবেল কমিটি ওবামাকে পুরস্কার দিয়েছে আমেরিকার ক্ষতি করার জন্য।'

হে ট্রাম্প, হে নীলকণ্ঠ, আপনার তো থামার বিন্দুবৎ লক্ষণ নেই। অবিরল বলেই চললেন, 'আমি সাতটি যুদ্ধে স্থগিতাদেশ দিয়েছি। ইউক্রেন-রাশিয়াও থামার মুখে। সাম্প্রতিক অতীতে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধবিরতিটা ধরলে আমার আটখানা নোবেল পাওয়া উচিত।'

কিন্তু যা দৃশ্যমান তা হল, ট্রাম্প আন্তর্জাতিক শান্তির কথা বললেও আপন দেশে তার প্রশাসন বিভক্ত ও অশান্ত। তিনি স্বয়ং অভিবাসীদের বহিষ্কারে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অভিযান শুরু করেছেন। হরবখত বিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার করেই চলেছেন। শোনা যায়, অপরাধ নিয়ন্ত্রণের নামে সেনাবাহিনীও নামিয়েছেন মার্কিন শহরগুলোতে। এই তো তাঁর কীর্তি! দাদার কীর্তি!

শুধু তাই নয়, কুবেরপুরীর যে যক্ষরাজ বাণিজ্যযুদ্ধে জড়িয়েছেন পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশগুলোর সঙ্গে।

তবু তাঁর হয়ে স্তাবকস্তুতির অন্ত নেই। নোবেল শান্তি পুরস্কারে এ বছর ট্রাম্পের নাম অবলীলায় প্রস্তাব করেছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু, কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন মানেত ও পাকিস্তানের দোর্দণ্ডপ্রতাপ শাহবাজ শরিফ। তবে এসব মনোনয়নও সময়সীমার পর জমা পড়ায় বিবেচনার আওতাভুক্ত হয়নি। ফলে নিয়মনীতির শৃঙ্খলাতেও ট্রাম্পপন্থীরা ব্যাকফুটে থেকে গেলেন। যেমন গুরু তেমন শিষ্য।

সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায় সামরিকবাহিনীর এক বৈঠকে ট্রাম্প বলেছিলেন, 'এবার আমি নোবেল শান্তি পুরস্কার না পেলে সেটি হবে আমেরিকার জন্য বড় অপমান। পরিবর্তে তারা এমন কাউকে পুরস্কার দিক যে কিছুই করেনি। হয়তো এমন কাউকে দেবে যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মানসিক অবস্থা নিয়ে একটি অনবদ্য গ্রন্থ লিখেছে।' ফলে কোনও মূল্যেই তাঁর প্রলাপ থামানো যায়নি।

একসময় আলফ্রেড নোবেল চেয়েছিলেন, পৃথিবীতে এমন পরিবেশ তৈরি হোক যেখানে যুদ্ধই বাধবে না। আসলে যুদ্ধ থামানোর চেয়েও বড় কৃতিত্ব যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে না দেওয়া। সেই প্রেক্ষিতে বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভূমিকা আগাগোড়া বিপরীত, বিমুখ। গাজায় নিয়মিত গণহত্যার ক্ষেত্রে প্রথম দিন থেকে ইজরায়েলের পাশে থেকেছেন ট্রাম্প।

সুতরাং এবারের নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী হিসেবে ট্রাম্পের নাম কখনোই প্রত্যাশিত ছিল না, তা ছিল এক অন্তঃসারশূন্য প্রোপাগান্ডা। শুধুমাত্র জীবনের প্রান্তবেলায় এক পুরুষের সুদীর্ঘলালিত 'শান্তিতে নোবেল' নামক স্বপ্নটি শান্তিতে কবরে চলে গেল, ইহাই করুণার। কলঙ্কেরও নয় কি?

এসবের পরও বিতর্ক পিছু ছাড়েনি নোবেল শান্তি পুরস্কারের। 'অডাসিটি অফ হোপ' স্মৃতিকথায় বারাক ওবামা লিখেছেন, নোবেল পাওয়ার কথা শুনে সবার প্রথমে মনে প্রশ্ন জেগেছে 'কীসের জন্য?' এদিকে, মালালা ইউসুফজাই মাত্র ১৭ বছরে নোবেল পেলেও গান্ধিজি পাঁচবার মনোনয়ন পেয়েও পুরস্কার পাননি। আবার মুহাম্মদ ইউনূস-এর সর্বোচ্চ সম্মান লাভের পরেও বাংলাদেশে হিংসা ও বিদ্বেষে প্রত্যক্ষ মদত দেবার কারণে বিশ্বে সমালোচিত হয়েছেন। জগতে নোবেল শান্তি পুরস্কারের ব্রেকিং নিউজ আপাতত এখানেই সমাপ্ত হল।

(লেখক সাহিত্যিক)

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ছুরি দেখিয়ে ছিনতাই, ধৃত ১

রায়গঞ্জ, ১৮ অক্টোবর : শনিবার সকাল দশটা নাগাদ এক বাড়িতে ঢুকে বধূকে ছুরি দেখিয়ে নগদ টাকা, সোনার গয়না ছিনতাই করার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম রাজেশ রায়। তাঁর বাড়ি রায়গঞ্জ থানার সুভাষগঞ্জ সংলগ্ন চাপদুয়ার এলাকায়। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের ৩০৪ ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এদিন বিকেলে ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

রায়গঞ্জ থানার বামনগ্রাম সংলগ্ন ছোট নারায়ণপুর এলাকায় বাড়িতে একা ছিলেন ওই বধূ। আচমকা তিন অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতী বাড়িতে ঢুকে ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে ছিনতাই করে নিয়ে যায়। দুষ্কৃতীরা পালানোর সময় ওই বধূ চিৎকার করতে শুরু করলে একজনকে ধরে ফেলেন গ্রামবাসী। এরপর তাঁকে বেধড়ক মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেন। বাকি দুজনের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

পথ দুর্ঘটনা

বালুরঘাট, ১৮ অক্টোবর : শনিবার বাইক ও একটি টোটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে বাইকচালক, টোটোচালক ও যাত্রীরা গুরুতর আহত হন। বালুরঘাটের মালঞ্চাবাজার এলাকায় ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ঘটনা। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে বাইক ও টোটো রাস্তার দু'ধারে ছিটকে যায়। আহতদের উদ্ধার করে বালুরঘাট সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। বালুরঘাট থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক ও টোটোটিকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

বৈষ্ণবনগরে ধৃত লিংকম্যানের বাংলাদেশ-যোগ

রংমিস্ত্রির কাছে বিপুল জাল নোট

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ১৮ অক্টোবর : ফের বিপুল পরিমাণ জাল নোট মিলল মালদায়। এবার বৈষ্ণবনগরের এক রংমিস্ত্রির কাছ থেকে ৭ লক্ষ ৮৫ হাজার পাঁচশো টাকার জাল নোট পাওয়া গিয়েছে। মানজারুল হক নামে বছর ছাব্বিশের এক রংমিস্ত্রিকে লিংকম্যান হিসাবেই জাল নোটের কারবারিরা ব্যবহার করত বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। এই ঘটনায় বাংলাদেশ যোগ খুঁজছে পুলিশ।

শুক্রবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালায় বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মানজারুল একটি মোটরবাইক নিয়ে পিটিএস মোড় সংলগ্ন ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর গতিবিধিতে সন্দেহ হওয়ায় পুলিশ তাঁকে থামিয়ে তল্লাশি চালায়। তখনই তাঁর কাছ থেকে এই বিপুল পরিমাণ জাল নোট পাওয়া যায়। তাঁর বাড়ি কুম্ভিরা গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়েনপুর সুকপাড়া এলাকায়।

পুলিশের সন্দেহ, ধৃত তরুণ কোনও বড় আন্তর্জাতিক পাচারচক্রের সঙ্গে লিংকম্যান হিসাবে জড়িত। মানজারুল কোথা থেকে জাল নোটগুলি সংগ্রহ করেছিলেন এবং কার কাছেই বা তা সরবরাহ করতে যাচ্ছিলেন, তদন্তকারীরা তা খতিয়ে দেখছেন। পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ধৃতকে দীর্ঘক্ষণ জেরা করা হয়েছে। চক্রের পর্দা ফাঁস করার চেষ্টা হচ্ছে। তাঁর সঙ্গে আর কারা জড়িত, জেরা করে তা-ও জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

এই ঘটনার পর ফের আলোচনায় উঠে এসেছে কালিয়াচক-বৈষ্ণবনগর অঞ্চলের নাম। ভারতের যে প্রান্তেই জাল নোট উদ্ধার হোক না কেন, বারবার নাম উঠে আসে মালদার। সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জে জাল নোট তৈরির কারখানা রয়েছে বলে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ উঠছে। অভিযোগ, সেই জাল টাকা বিভিন্ন রুটে চোরাপথে ঢুকে পড়ছে ভারতীয় বাজারে, আর বৈষ্ণবনগর-কালিয়াচক-গাজোল হয়ে চলছে নেটওয়ার্ক।

এভাবে জাল নোট উদ্ধার হওয়ায় উদ্বিগ্ন মালদার ব্যবসায়ীরা। এলাকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী অমর লালার কথায়, 'প্রতিদিন দোকানে গ্রাহক আসেন, কেউ নগদ দেন। এখন ভয় হয়, হাতে নেওয়া টাকাটা আসল না নকল কে জানে!' একই আশঙ্কা এখন সাধারণের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। পুজোর বাজারে অনেক বিক্রেতা নগদ লেনদেন এড়িয়ে চলছেন। কেউ কেউ কিউআর কোড বা অনলাইন পেমেন্টের দিকেই ঝুঁকছেন, যাতে অন্তত আর্থিক ক্ষতির ভয় না থাকে।

এই অবস্থায় কালীপুজোর প্রাক্কালে যখন সমগ্র জেলা উৎসবের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, ঠিক তখনই এই বিপুল পরিমাণ জাল নোট উদ্ধারের ঘটনা যেন উৎসবের আনন্দের মাঝেই ছড়িয়ে দিল অস্বস্তি ও শঙ্কা। বছরের পর বছর ধরে সীমান্তবর্তী এই অঞ্চল নকল নোট পাচারের অন্যতম রুট হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছে।

চক্রের খোঁজে

- বৈষ্ণবনগরের এক রংমিস্ত্রির কাছ থেকে ৭ লক্ষ ৮৫ হাজার মূল্যের পাঁচশো টাকার জাল নোট পাওয়া গিয়েছে
- মানজারুল হক নামে বছর ছাব্বিশের এক রংমিস্ত্রিকে লিংকম্যান হিসাবেই জাল নোটের কারবারিরা ব্যবহার করত বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা
- মানজারুল কোথা থেকে জাল নোটগুলি সংগ্রহ করেছিলেন এবং কার কাছেই বা তা সরবরাহ করতে যাচ্ছিলেন, তদন্তকারীরা তা খতিয়ে দেখছেন

মাটির প্রদীপ কিনতে ব্যস্ত ক্রেতারা। গাজোলে পঙ্কজ ঘোষের তোলা ছবি।

সুভাষের ক্লাবে পুজো উদ্বোধনে নেই সুকান্ত

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৮ অক্টোবর : পিছু হটল ক্লাব কর্তৃপক্ষ। তৃণমূলের শহর সভাপতির ক্লাবের কালীপুজোর উদ্বোধনে থাকছেন না বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তৃণমূল নেতাদের প্রবল চাপে পিছু হটতে বাধ্য হল ক্লাব কর্তৃপক্ষ, দাবি করেছেন বিজেপি জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী। যদিও বিতর্কের ইতি টানতে চাইছে তৃণমূল। বালুরঘাট স্পোর্টিং ক্লাব নামে শহরের প্রাচ্যভারতী এলাকার একটি ক্লাবে প্রায় ১০ বছর সভাপতি পদে আছেন বর্ষীয়ান আইনজীবী তথা তৃণমূল নেতা সুভাষ চাকি। তিনি সম্প্রতি বালুরঘাট শহর তৃণমূলের সভাপতি নিযুক্ত হয়েছেন। সুকান্তর শহরে তৃণমূলকে ঘুরে দাঁড় করাতে তরুণদের বদলে বর্ষীয়ান সুভাষের কাঁধে দলের দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন রাজ্য নেতারা। সেই সুভাষের ক্লাবের উদ্বোধক হিসেবে সুকান্তর নাম প্রচার পেতেই অস্বস্তিতে পড়ে তৃণমূল। খোদ রাজ্য তৃণমূল নেতৃত্ব থেকে এই নিয়ে খোঁজখবর নেওয়া শুরু হয়। তৃণমূল জেলা সভাপতি বলেন, 'সুকান্ত উদ্বোধন করছেন না। আর বিতর্ক চাই না।' এদিকে ক্লাব সম্পাদক কমল সাহাও তাল মিলিয়ে জানিয়েছেন, সুকান্ত এই ক্লাবের পুজো উদ্বোধন করছেন না।

প্রসঙ্গত, গত দুই বিধানসভা নির্বাচন ও দুই লোকসভা নির্বাচনে বালুরঘাট বিধানসভায় ক্রমাগত খারাপ ফল করে চলেছে তৃণমূল। গত লোকসভা নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়রা একাধিক সভা করেও সুকান্তর জয় আটকাতে পারেননি। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বালুরঘাট পুনরুদ্ধার করতে হলে, তৃণমূলকে আরও জনসমর্থন আদায় করতে হবে। শেষ নির্বাচনে বালুরঘাট শহর থেকে তৃণমূল প্রার্থীর চেয়ে সুকান্ত প্রায় ২৫ হাজার ভোটে এগিয়ে ছিলেন। তাই বিধানসভা নির্বাচনের আগে বালুরঘাট শহরে সংগঠন গুছিয়ে নিতে বর্ষীয়ান, অভিজ্ঞ নেতা সুভাষকেই শহরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আর সেই সুভাষের কালীপুজোর উদ্বোধনে সুকান্তর নাম উঠে আসায় অস্বস্তিতে পড়ে তৃণমূল শিবির। যদিও অবশেষে সুকান্ত ওই ক্লাবে উপস্থিত হচ্ছেন না বলে ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়েছেন।

তবে এই নিয়ে সুকান্তর কোনও বক্তব্য পাওয়া না গেলেও, বালুরঘাট বিজেপি জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী বলেন, 'ক্লাবের সদস্যরা সুকান্তকে উদ্বোধনের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তৃণমূল বিষয়টিতে অস্বস্তিতে পড়ে এবং ওরাই চাপ দিয়ে ক্লাব কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে নিষেধ করে। কিন্তু জনগণের মনে সুকান্ত যেভাবে ঢুকে গিয়েছেন, তৃণমূল সেখান থেকে কীভাবে চাপ দিয়ে বার করবে?' তবে এই নিয়ে বালুরঘাটের জনমানসে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, কেন রাজনৈতিক নেতাদেরই দিয়ে পুজো উদ্বোধন করাতে হবে? এর ফলে রাজনৈতিক বিভাজন তৈরি হচ্ছে।

যেখানে বিতর্ক

- ক্লাব সম্পাদক কমল সাহা জানিয়েছেন, সুকান্ত পুজো উদ্বোধন করছেন না
- তৃণমূল নেতাদের প্রবল চাপে পিছু হটতে বাধ্য হল ক্লাব কর্তৃপক্ষ, দাবি বিজেপির
- সুভাষের ক্লাবের উদ্বোধক হিসেবে সুকান্তর নাম প্রচার হতেই অস্বস্তিতে পড়ে তৃণমূল
- তবে এই নিয়ে বালুরঘাটের জনমানসে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে
- প্রশ্ন উঠছে, কেন রাজনৈতিক নেতাদের দিয়ে পুজোর উদ্বোধন করাতে হবে

নাওয়াখাওয়া ভুলে প্রদীপ তৈরি করছেন কুমোররা

সেনাউল হক

মোথাবাড়ি, ১৮ অক্টোবর : দীপাবলির প্রস্তুতিতে এখন ব্যস্ততা তুঙ্গে মোথাবাড়ির কুমোরপাড়ায়। কালো মেঘের ঝঞ্ঝা ঘুচিয়ে আকাশ ঝলমলে। দু'দিন পর আলোর উৎসব। তাই হাতেও আর সময় নেই। তাই নাওয়াখাওয়া ভুলে পরিবারের সকলে প্রদীপ তৈরিতে নেমে পড়েছেন। কালী প্রতিমা গড়ছেন মৃৎশিল্পীরা।

তাঁদের কাজের প্রধান উপাদান এঁটেল মাটি। মোথাবাড়ির পালপাড়ার ব্যস্ত কুমোররা জানালেন, সেই মাটির এখন সমস্যা দেখা দিয়েছে। জেলাজুড়ে মাটি পাওয়ায় অসুবিধা তো আছেই। বাইরে থেকে বেশি দামে মাটি কিনতে হচ্ছে। ফলে মাটি নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তায় কুমোররা।

পালপাড়ার কুমোররা এখন প্রদীপ তৈরিতে ব্যস্ত। দীপাবলির আগে বাজারে বাজারে প্রদীপ বিক্রির হিড়িক পড়েছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন বাজারগুলিতে ক্রেতারাও ভিড় করছেন। যদিও এলইডি লাইট সেই বাজারে ভাগ বসিয়েছে। তারপরও মাটির প্রদীপের চাহিদা রয়ে গিয়েছে।

কালিয়াচক-২ ব্লকের মোথাবাড়ি কুমোরপাড়ায় গিয়ে দেখা গেল চরম ব্যস্ততা। আবহাওয়া ক'দিন ধরে ভালোই। কুমারপাড়ায় প্রায় ১৫টি পরিবার এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। এখান থেকে পাইকারি দামে কিনে ব্যবসায়ীরা প্রদীপ বাজারে বিক্রি করেন। দিনে প্রায় হাজারের কাছাকাছি প্রদীপ তৈরি করেন অর্জুন পাল। তাঁর কথায়, 'কাজ অনুযায়ী দাম পাওয়া যায় না। তবুও আমরা এই শিল্পকে ধরে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এখনও মাটির প্রদীপের সমান চাহিদা রয়েছে। তাই প্রদীপ তৈরিতে ভাটা পড়েনি। তবে এই কাজে সকলকে বহু পরিশ্রম করতে হয়। এখন বেশি দামে বাইরে থেকে মাটি কিনতে হচ্ছে। কিন্তু সেই অনুযায়ী প্রদীপের দাম বাড়াতে পারছি না। অনেকে কাজ ছেড়ে অন্য পেশায় চলে গেলেও আমরা যেতে পারছি না।'

> কাজ অনুযায়ী দাম পাওয়া যায় না। তবুও আমরা এই শিল্পকে ধরে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এখনও মাটির প্রদীপের সমান চাহিদা রয়েছে। তাই প্রদীপ তৈরিতে ভাটা পড়েনি। তবে এই কাজে সকলকে বহু পরিশ্রম করতে হয়। এখন বেশি দামে বাইরে থেকে মাটি কিনতে হচ্ছে। কিন্তু সেই অনুযায়ী প্রদীপের দাম বাড়াতে পারছি না।
>
> **অর্জুন পাল**

শুভেন্দুর সভার প্রস্তুতি

রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ১৮ অক্টোবর : আগামী বিধানসভাকে পাখির চোখ করে গঙ্গারামপুরে জনসভা করতে চলেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আগামী ২৫ অক্টোবর গঙ্গারামপুর স্টেডিয়ামে আয়োজিত হতে চলেছে 'বিজয় সংকল্প সভা'। শুভেন্দুর এই সভাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে জোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব।

শনিবার গঙ্গারামপুর স্টেডিয়াম পরিদর্শনে গিয়েছিলেন বিজেপির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী। সঙ্গে ছিলেন সহ সভাপতি অশোক বর্ধন, গঙ্গারামপুরের বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়, তপনের বিধায়ক বুধরাই টুডু, বিজেপির গঙ্গারামপুর শহর মণ্ডল সভাপতি বৃন্দাবন ঘোষ প্রমুখ নেতৃত্ব।

হাইভোল্টেজ এই সভা থেকেই শুভেন্দু ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের রণদামামা বাজাতে চলেছেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। দলের কর্মী-সমর্থকদের উজ্জীবিত করতেই এই সভার আয়োজন বলে জানিয়েছেন স্বরূপ।

এনিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'আগামী ২৫ অক্টোবরের বিজয় সংকল্প সভায় শুভেন্দু অধিকারী উপস্থিত থাকবেন।

সভার আগে গঙ্গারামপুর স্টেডিয়াম পরিদর্শন করছে বিজেপি নেতৃত্ব।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা এই সভায় অংশ নেবেন। এই সভার মঞ্চ থেকে ছাব্বিশের বিধানসভায় রাজ্য থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে উৎখাত করার বার্তা দেবেন বিরোধী দলনেতা। এই সভার পর থেকেই জেলায় আমাদের নির্বাচনি যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে।'

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট, তপন ও গঙ্গারামপুর আসনে জয়লাভ করেছিল বিজেপি। পরবর্তীতে গত লোকসভা নির্বাচনে বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রেও বিজেপি জয় পেয়েছিল। তাই এবারের বিধানসভা নির্বাচনে জেলায় দলের আসন সংখ্যা বাড়াতে মরিয়া বিজেপি।

এবিষয়ে স্বরূপের সংযোজন, 'গোটা রাজ্যের মতোই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেও সাধারণ মানুষ তৃণমূলের তোলাবাজি, গুন্ডারাজ ও দুর্নীতির জেরে বীতশ্রদ্ধ। কোনও কর্মসংস্থান নেই, কোনও আশা নেই, চারদিকে শুধু ধ্বংস, লালসা আর অপরাধ। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বিধানসভা নির্বাচনে জেলার আপামর জনসাধারণ বিজেপিকেই ঢেলে ভোট দেবেন। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে দক্ষিণ দিনাজপুরের ছয়টি আসনেই বিজেপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করবে।'

অন্যদিকে, বিজেপির এই হুংকারকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল। তাঁর বক্তব্য, 'বিজেপির কোনও ভাঁড়ের কথায় উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি না। গোটা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় তৃণমূল কংগ্রেস আগের থেকেও বেশি শক্তিশালী এবং আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ। আমাদের উন্নয়নমূলক কাজের ফল মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছে। সেই উন্নয়নকে হাতিয়ার করেই আমরা আগামী বিধানসভার লড়াইয়ে মাঠে নামব। ছয়টি আসনেই তৃণমূলের জয় হবে। শুধু সময়ের অপেক্ষা।'

প্রতিশ্রুতি পূরণ, শুরু রাস্তা পাকা করার কাজ

বালুরঘাট, ১৮ অক্টোবর : গত পঞ্চায়েত ভোটের আগে রাস্তা পাকা করার প্রতিশ্রুতি মিলেছিল। পরের বছরই বিধানসভা ভোট। তার আগে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণে এগিয়ে এল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদ। কোটি টাকা ব্যয়ে আলিপুর গ্রাম থেকে গির্জা মোড় পর্যন্ত ৪ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা পাকা করার কাজ শুরু হয়েছে চিঙ্গিসপুরে।

বালুরঘাট ব্লকের চিঙ্গিসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে গ্রামে পাকা রাস্তা ছিল না। একাধিকবার রাস্তা নিয়ে অভাব অভিযোগ জানানো হয়। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ২০২৩ সালে পঞ্চায়েত ভোটের আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল থেকে রাস্তা পাকা করে দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি এসেছিল। শেষপর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে চিঙ্গিসপুর পঞ্চায়েতের আলিপুর গ্রাম থেকে গির্জা মোড় পর্যন্ত রাস্তা তৈরির কাজের সূচনা হল।

রাস্তাটি তৈরি হলে বালুরঘাট ও হিলি ব্লকের প্রায় ১০ থেকে ১৫টি গ্রামের মানুষ উপকৃত হবেন। এলাকার বাসিন্দা সন্তু বর্মনের কথায়, 'অনেকবার বলা সত্ত্বেও রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হচ্ছিল না।

অ্যাম্বুল্যান্স যাতায়াত করতে খুব সমস্যা হচ্ছিল। তবে এবার কাজ শুরু হওয়ায় অনেকেরই সুবিধা হবে।' রাস্তাটি তৈরি হলে বালুরঘাট থেকে হিলি ব্লকের মধ্যে সংযোগ আরও সুদৃঢ় হবে বলেই মনে করেন জেলা পরিষদের সদস্য অশোককৃষ্ণ কুজুর। তিনি বলেন, 'পঞ্চায়েত ভোটের সময় গ্রামের মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, নির্বাচনে জিতলে রাস্তা তৈরি করব। অবশেষে জেলা পরিষদের উদ্যোগে সেই কাজ শুরু হয়েছে।'

মণ্ডপে মা।

শনিবার বালুরঘাটে যুবশ্রী ক্লাবে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

'যার খাবে তার গুণ গাইতে হবে'

বুলবুলের বেফাঁস মন্তব্যে তর্জা

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৮ অক্টোবর : বিজয়া সম্মিলনির মঞ্চ থেকে শনিবার বিতর্কিত মন্তব্য করলেন হরিশ্চন্দ্রপুর তৃণমূলের জেলা পরিষদের সদস্য। সমাজ মাধ্যমে সেই ভিডিও (সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) ভাইরাল হতেই উত্তেজনা ছড়িয়েছে জেলার রাজনৈতিক মহলে।

'যার খাবে তার গুণ গাইতে হবে।' রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ভাতা প্রসঙ্গে এমনই মন্তব্য করেন তৃণমূল নেতা তথা মালদা জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খান।

এদিন হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নম্বর ব্লকের ভালুকা এলাকায় অনুষ্ঠিত তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনির মঞ্চ থেকে বুলবুল বলেন, 'অনেক মহিলার কাছে শুনি তাঁরা কোনও সরকারি সুযোগসুবিধা পাচ্ছেন না। কিন্তু যখন তাঁদের জিজ্ঞাসা করি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছেন কি না, তখন বলেন পাচ্ছেন। সাইকেল পাচ্ছেন কি না, তখন বলেন পাচ্ছেন। তাই মাথায় রাখতে হবে, যার খাবেন তার গুণ গাইতে হবে।'

এছাড়া ইমাম মোয়াজ্জিনদের প্রসঙ্গ টেনে তিনি আরও বলেন, 'ইমামরা ভাতা পাচ্ছেন। কিন্তু অনেকে সেটা মনে রাখছেন না। মনে রাখবেন বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই শুধু ভোটের লড়াই নয়, দ্বিতীয় স্বাধীনতার লড়াই।'

বুলবুলের এমত মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই বিজেপির মালদা জেলা কমিটির সদস্য কিষান কেডিয়া তীব্র কটাক্ষ করে বলেন, 'তাঁর এই বক্তব্য বাংলার আপামর জনসাধারণকে অপমান করা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁরা ভুলে যান সাধারণ মানুষের করের টাকাতেই সরকার চলে। তৃণমূল নেতাদের টাকায় মানুষের পেট চলে না। বরং মানুষের করের টাকা আত্মসাৎ করেই তৃণমূল তাদের দুর্নীতির পাহাড় গড়েছে।'

অঙ্গীকারপত্রের প্রতিবাদ

বালুরঘাট, ১৮ অক্টোবর : কাজের সুবিধার্থে প্রত্যেক আইসিডিএস কর্মীকে ১০ হাজার টাকার অনুদান দিয়ে স্মার্টফোন কেনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই অর্থ সরাসরি কর্মীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দেওয়া হবে। তবে স্মার্টফোন কেনার আগে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের একটি অঙ্গীকার পত্রে সই করতে বলা হয়েছে।

যেখানে সরকারের শর্তাবলি মানতে বলা হয়েছে। এই অঙ্গীকার পত্র নিয়েই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বালুরঘাটের আইসিডিএস কর্মীরা। বামপন্থী সংগঠন সারা বাংলা অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা কর্মী সমিতির সদস্যরা শনিবার জেলা প্রশাসনিক দপ্তরে লিখিতভাবে এর প্রতিবাদ জানান।

তাঁদের দাবি, সরকারের এই শর্ত অনুযায়ী ১০ হাজার টাকায় মানসম্পন্ন স্মার্টফোন কেনা সম্ভব নয় এবং এই অঙ্গীকার পত্র কর্মীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে।

তরুণীর মৃত্যু

মালদা, ১৮ অক্টোবর : দিনকয়েক আগে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন বলে পরিবারের দাবি। শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলে পরিবারের লোকজন বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যান। আবার অসুস্থ হয়ে প্রাণ হারালেন মোথাবাড়ির তরুণী। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রেমের সম্পর্ক থেকে কয়েক বছর আগে বিয়ে হয় তাঁর।

তরুণীর স্বামী বর্তমানে কর্মসূত্রে পাটনায় রয়েছেন। গত ৯ অক্টোবর স্বামীর সঙ্গে পারিবারিক বিষয় নিয়ে বচসা হলে শ্বশুরবাড়িতে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলে দাবি।

পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করেন। কয়েকদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর সুস্থ বোধ করলে বাড়ি ফেরেন। শুক্রবার রাতে ফের অসুস্থ হয়ে পড়েন তরুণী। পরিবারের সদস্যরা তড়িঘড়ি তাঁকে ফের মালদা মেডিকেলে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বাবাকে বাঁচাতে ছেলের আবেদন

পতিরাম, ১৮ অক্টোবর : ক্যানসারে আক্রান্ত গৌরাঙ্গ বর্মনের চিকিৎসার অর্থ জোগাড়ে বিপাকে পড়েছে তাঁর পরিবার।

পতিরামের মণিপুর এলাকার বাসিন্দা গৌরাঙ্গ হরিয়ানার গুরুগ্রামে হাউসকিপিংয়ের কাজ করতেন। এবছরের মার্চ মাসে তাঁর গলায় সমস্যা দেখা দেয়। চিকিৎসায় জানা যায়, তিনি ক্যানসারে আক্রান্ত। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য গৌরাঙ্গর দুই ছেলে পরিবারের সমস্ত সঞ্চয় ব্যয় করে ফেলেছেন। বর্তমানে টাকার অভাবে চিকিৎসা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে আছে। ছেলে গৌরব বললেন, 'যদি সরকারি সাহায্য পেতাম তাহলে হয়তো বাবাকে বাঁচানো যেত। আমরা একেবারে নিরুপায়।' পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, সরকারি বা বেসরকারি সাহায্য পেলেই আবার চিকিৎসা শুরু করা সম্ভব। সমাজের সহানুভূতিশীল মানুষের কাছে তাঁরা আবেদন করেছেন, এই কঠিন সময়ে কেউ যদি সহযোগিতার হাত বাড়ান, তাহলে হয়তো একটি প্রাণ রক্ষা পেতে পারে।

রাজ আমলের নিয়মে দিনের আলোয় পুজো

বরুণকুমার মজুমদার

করণদিঘি, ১৮ অক্টোবর : রাজ আমলে শুরু হয়েছিল ডুমরাডাঙ্গির কালীপুজো। ১৪০ বছর ধরে রাজ পরিবারের রীতি মেনে পুজো হয় এখানে। আজও এখানে দিনের আলোয় মায়ের পুজো হয়। কথিত আছে একসময় রাজপুরোহিত নিজের শরীরের রক্ত মায়ের উদ্দেশে নিবেদন করতেন।

এই পুজো মূলত শুরু করেছিলেন অধুনা বিহারের পূর্ণিয়ার রাজা পৃথ্বীচান্দ চৌধুরী। সেই সময় মায়ের পুজো করতেন রাজপুরোহিত মুনজীর। কলাপাতায় পুজোর প্রসাদ ও অন্যান্য সামগ্রী সাজানো হত। পৃথ্বীচান্দ প্রয়াত হওয়ার পর তাঁর বংশধররা বংশানুক্রমে পুজো করতেন। ইংরেজ শাসনকালে রাজবংশের ক্ষমতা ক্রমশ কমতে থাকে। ধীরে ধীরে এই পুজো বন্ধ হয়ে যায়।

প্রতিমা তৈরি চলছে।

এই রাজপরিবারের সঙ্গে সখ্য ছিল ডুমরাডাঙ্গির লালকিশোর সিংহের। পুজো বন্ধ হওয়ার কয়েক বছর পর এক রাতে তিনি মায়ের স্বপ্নাদেশ পান। তারপর শ্যামা মায়ের পুজো শুরু হয় ডুমরাডাঙ্গিতে। রাজা পৃথ্বীচান্দের বংশধররা মন্দিরের জন্য চল্লিশ একর জমি দান করেন লালকিশোরকে। বর্তমান সময়ে লালকিশোরের বংশধর আশুতোষ সিংহ নিজের হাতে মায়ের মূর্তি বানিয়ে পুজো করেন। তিনি পুজোর পৌরোহিত্য করেন। প্রতিমা তৈরি হওয়ার পর নিশুতি রাতে মায়ের প্রতিমা ধানখেতের মধ্যে দিয়ে ডুমরাডাঙ্গি থেকে এক কিমি দূরে জুঝারপুর গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। তার পরের দিন সেখানে রাজপরিবারের দান করা জমিতে তৈরি মন্দিরে দিনের আলোয় মায়ের পুজো হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা পবন সিংহ বলেন, 'ধানখেতের মধ্যে দিয়ে আমরা মায়ের মূর্তি নিয়ে যাই। কিন্তু ধানের কোনও ক্ষতি হয় না। বরং যেই জমির মধ্যে দিয়ে মা যান সেই জমিতে ফলন ভালো হয়।

আশুতোষ জানান, রাজপরিবারের রীতি মেনে মহালয়ার দিন থেকে এই প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু হয়। রাজ আমল থেকে কলার পাতায় মা কালীকে ভোগ দেওয়া হয়। আগে ১০১টি পাঁঠাবলি দেওয়া হত। পুজোর পর গ্রামের মানুষের মধ্যে মিষ্টি, নাড়ু বিতরণ করা হত। এখনও এখানে পশুবলি দেওয়া হয়। আগে রাজবংশের লোকজন এই পুজো উপলক্ষ্যে ডুমরাডাঙ্গিতে আসতেন। তবে এখন আর কেউ আসেন না।

তিনি আরও জানান, মায়ের মন্দির নির্মাণের জন্য যেমন রাজপরিবারের পক্ষ থেকে জমি দান করা হয়েছিল। তেমনি যে সেই সময় প্রতিমা নির্মাণ করতেন তাঁকে নয় বিঘা, যিনি পাঁঠাবলি দিতেন তাঁর পরিবারকে ষোলো বিঘা জমি দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া গ্রামের মানুষ আজও এই পুজোয় নানাবিধ সাহায্য করেন।

প্রচলিত বিশ্বাস যে এখানে মা কালী খুব জাগ্রত। তাই মায়ের কাছে পুজো দিতে বাইরে থেকে প্রচুর ভক্তরা আসেন। সারারাত জেগে গ্রামবাসী মায়ের আরতি, মহাভারত পাঠ, রামায়ণ পাঠ সহ সুরানি গান করেন। পুজো উপলক্ষ্যে এলাকায় দু'দিনব্যাপী মেলা বসে।

জমিতে জল, ধানখেতে রোগপোকার আক্রমণ

বালুরঘাট, ১৮ অক্টোবর : গত কয়েক সপ্তাহের ভারী বৃষ্টিতে বিঘার পর বিঘা জমিতে জল দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এতে একদিকে যেমন ফুলের পাপড়ি পচে নষ্ট হচ্ছে। তেমনি পোকামাকড়ের আক্রমণে ধান গাছে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। কোথাও ধান গাছের পাতা সাদা হয়ে গিয়েছে, আবার কোথাও লাল। বালুরঘাট, কুমারগঞ্জ, হিলি, তপন ব্লক সহ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন জায়গায় একই চিত্র। নবান্নের আগে এমন ঘটনায় ধানচাষিরা চিন্তায় পড়েছেন।

তাঁদের অনুমান, বিগত বছরগুলির তুলনায় চলতি বছর ধান উৎপাদনের পরিমাণ অনেকটাই কম হবে।

কৃষক ভবেশ মণ্ডলের কথায়, 'একটানা বৃষ্টিতে জমিতে জল দাঁড়িয়েছে। ফলে পোকামাকড়ের উৎপাতও বেড়েছে। পোকাগুলো পাতা মুড়িয়ে তার ভেতরের সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে। ফলে পাতা সাদা ও শুকনো দেখায়। এবারে ধানের ফলন তো ভালো হবেই না। আমাদের উৎপাদন খরচ উঠবে কি না সন্দেহ।'

কৃষিভিত্তিক দক্ষিণ দিনাজপুরে ধানই প্রধান ফসল হিসেবে চাষ করেন কৃষকরা। কিন্তু এবারে অতিবৃষ্টিতে পোকামাকড়ের উপদ্রবে মাথায় হাত প্রায় সকলের। আরেক কৃষক রবি হাঁসদা বলেন, 'অতি বৃষ্টিতে এবারে আমাদের জেলার ফসলে পোকামাকড়ের উপদ্রব হয়েছে। এতে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। প্রবল ক্ষতির মুখে আমরা।'

যদিও ওই সমস্যা খুব বড় আকারে দেখা দেয়নি বলে জানিয়েছেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক সমীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'কিছু কিছু জায়গায় ধান গাছে পোকামাকড়ের আক্রমণের খবর পেয়েছি। তবে স্থানীয়ভাবে তার মোকাবিলা করার জন্য বলে দেওয়া হয়েছে। রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য সঠিক সময়ে ছত্রাকনাশক স্প্রে করা গুরুত্বপূর্ণ। চাষিরা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই সহজেই দমন করা যাবে এই পোকার উৎপাত।' পাশাপাশি জমিতে জল দাঁড়িয়ে যাওয়ার ফলে ক্ষতির সম্মুখীন জেলার ফুলচাষিরাও। পুজোর মরশুম শুরু হতেই ফুলের চাহিদা দ্বিগুণ থাকলেও নিম্নচাপের বৃষ্টির জেরে গাঁদা সহ একাধিক ফুল চাষের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়েছেন চাষিরা। বৃষ্টিতে দোপাটি, গাঁদা, অপরাজিতা, রজনীগন্ধা সহ বিভিন্ন ধরনের ফুল চাষের জমিতে বৃষ্টির জল জমেছে। ফলে পাপড়ি পচে ফুলের গুণমান নষ্ট হচ্ছে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

একরাশ আনন্দ।। দার্জিলিংয়ের ম্যালে ডাঃ বিশ্বজিৎ ব্যানার্জির ক্যামেরায়।

স্থায়ী চিকিৎসক নেই দুর্গাপুর সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে

ফার্মাসিস্টের ভরসায় চিকিৎসা

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৮ অক্টোবর : স্থায়ী চিকিৎসকের বদলে ফার্মাসিস্ট দিয়েই চলছে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। বিগত কয়েক বছর ধরে এই সমস্যায় জেরবার রায়গঞ্জ ব্লকের বীরঘই গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গাপুর প্রাথমিক সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি। বাসিন্দাদের অভিযোগ, খাতায়-কলমে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য একজন ডাক্তার বরাদ্দ থাকলেও কোনও নির্দিষ্ট চিকিৎসক নেই। সপ্তাহে দুইদিন ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসকরা এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসেন। কখনওবা আসেন না। তাই ভরসা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ফার্মাসিস্ট শামসুর আলম। তিনি শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক মানুষ সবার চিকিৎসা করেন। লেখেন প্রেসক্রিপশনও। বীরঘই অঞ্চলের একাধিক গ্রামের মানুষের পাশাপাশি ইটাহার ব্লকের দুর্গাপুর অঞ্চলের বহু মানুষের ভরসা এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা না পেয়ে তাঁদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের গেটের উলটোদিকে অবস্থিত একটি দোকানে ডাক্তার দেখাতে যেতে হয়। কিন্তু ওই ওষুধের দোকানে ডাক্তার দেখাতে গিয়ে বাসিন্দাদের মোটা অঙ্কের টাকা গুনতে হয়। এই সমস্যা নিয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাস বলেন,

কী অভিযোগ

- বছর কয়েক ধরে নির্দিষ্ট ডাক্তার নেই
- রোস্টার অনুযায়ী সপ্তাহে দু'দিন চিকিৎসক আসেন, কোনও সপ্তাহে আসেন না
- স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক না থাকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বাইরে একটা ওষুধের দোকানে ডাক্তার দেখাতে রোগীদের অনেক টাকা খরচ হয়
- রয়েছে সাপ এবং পোকামাকড়ের উপদ্রব

'অনেক ডাক্তার পড়তে চলে যাওয়ার কারণে অনেক শূন্যপদের সৃষ্টি হয়েছে। শূন্যপদের সমস্যা মিটলে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়মিত ডাক্তার বসবেন। এখন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক রোস্টার করে চিকিৎসকদের ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠান।'

ব্লক থেকে মেডিকেল কাউন্সিলার শুক্লা মুখোপাধ্যায় এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসেছেন। তিনি ফার্মাসিস্টের পাশেই বসে রোগীদের সমস্যার কথা শুনছেন। এই সমস্যা প্রসঙ্গে শামসুর বলেন, 'রোগীদের প্রাথমিক চিকিৎসা আমাকেই করতে হয়। বড় কিছু হলে মেডিকেল কলেজে পাঠিয়ে দিই। ১০০-১৫০ রোগী প্রতিদিন আসেন। রোস্টার অনুযায়ী সপ্তাহে দুইদিন আলাদা আলাদা চিকিৎসক আসেন।'

স্থানীয় বাসিন্দা গোপাল রায় বললেন, 'ওষুধের দোকানে ডাক্তার দেখাতে অনেক টাকা লাগে। আর এটা ছাড়া আশপাশে অন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রও নেই। তাই বাধ্য হয়ে এখানে আসতে হয়।' ফার্মাসিস্টের কাছে চিকিৎসা করানো ছাড়াও এই হাসপাতালের আরেকটি সমস্যার দিক তুলে ধরতে গিয়ে এলাকাবাসী রবিন দাস জানালেন, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভেতরে থাকা একাধিক পরিত্যক্ত বিল্ডিং আছে। এর ফলে এই কেন্দ্রে সাপ এবং অন্যান্য পোকামাকড়ের উপদ্রবও রয়েছে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সোনামণি রায় বলেন, 'ফার্মাসিস্ট তো সব চিকিৎসা করতে পারেন না। একজন ডাক্তার যাতে নিয়মিত বসেন তার চেষ্টা করছি।'

তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে কাটমানির অভিযোগ

ঘর মেলেনি, ঠাঁই গোয়ালে

আজাদ

মানিকচক, ১৮ অক্টোবর : তৃণমূল নেতা তথা স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যকে কাটমানি দেননি। সেই 'অপরাধে' মিলল না আবাস যোজনার দ্বিতীয় কিস্তির টাকা। তৃণমূল নেতার 'নিষেধে' নাকি এই বিষয়ে তদন্তও করেননি প্রশাসনিক কর্তারা। দ্বিতীয় কিস্তির টাকা না মেলায় থমকে গিয়েছে এনায়েতপুরের এক পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের বাড়ি তৈরির কাজ। বাসযোগ্য কোনও ঘর না থাকায় মাথা গোঁজার ঠাঁই বলতে বাড়ির গোয়াল। আর এই ঘটনা সামনে আসতেই নিন্দার ঝড় উঠেছে মানিকচকজুড়ে। যদিও সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার। বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন।

মানিকচক ব্লকের এনায়েতপুরের লক্ষ্মীপুর গ্রামে দুই নাবালক সন্তানকে নিয়ে বসবাস করেন ভবানী ঘোষ। তাঁর স্বামী শিবু ঘোষ ভিনরাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিক। দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা এই পরিবারের নাম নথিভুক্ত হয় বাংলা আবাস যোজনায়। ২০২৪ সালের শেষের দিকে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা পান ভবানীরা। সেই টাকায় কুঁড়েঘর ভেঙে পাকা বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয়। কিন্তু তারপরে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পায়নি পরিবারটি।

প্রথম কিস্তির টাকা ঢুকলেও দ্বিতীয় কিস্তির টাকার জন্য প্রশাসনিকভাবে কোনও তদন্ত করা হয়নি বলে অভিযোগ। এই সমস্যার কথা তিনি ব্লক প্রশাসন এবং পঞ্চায়েতকে লিখিত আকারে জানান।

গোয়ালের সামনে ভবানী এবং তাঁর দুই সন্তান। এনায়েতপুরে।

এরপরই তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা হালিমা বিবির স্বামী শেখ জিয়াউল ভবানীর বাড়িতে গিয়ে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাইয়ে দেওয়ার জন্য মৌখিকভাবে টাকা দাবি করেন। টাকা দিলেই নাকি দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ঢুকবে বলে জানান ওই তৃণমূল নেতা। কিন্তু তৃণমূল নেতাকে টাকা দিতে রাজি হননি ভবানী।

জিয়াউলকে টাকা না দেওয়ায় চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয় পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারকে। অভিযোগ, তৃণমূল নেতা শেখ জিয়াউল নিজস্ব প্রভাব খাটিয়ে দ্বিতীয় কিস্তির জন্য তদন্ত আটকে দিয়েছেন। ফলে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা না পাওয়ায় নতুন বাড়ি তৈরির কাজ এখনও অসম্পূর্ণ। আগের কুঁড়েঘর ভেঙে ফেলায় বাসযোগ্য কোনও ঘরই নেই। বাধ্য হয়ে সন্তানদের নিয়ে গোয়ালে রাত কাটাতে হচ্ছে। ভবানীর কথায়, 'বাংলার বাড়ির দ্বিতীয় কিস্তির টাকা গ্রামের অনেকে পেলেও আমি পাইনি। বিষয়টি নিয়ে ব্লক ও পঞ্চায়েতকে একাধিকবার জানিয়েছি। শেষে তৃণমূল নেতা শেখ জিয়াউল বাড়ি এসে টাকা দাবি করেন। বলেন, বিনামূল্যে নাকি কোনও কাজ হয় না। কিন্তু আমার কাছে টাকা না থাকায় দিতে পারিনি। তাই বাড়ির কাজও সম্পূর্ণ হয়নি।'

যদিও সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন অভিযুক্ত জিয়াউল। তাঁর সাফাই, 'ভবানী ঘোষ আমাকে কোনও টাকা দেয়নি। আমিও তার কাছে কোনও টাকা আবদার করিনি। আমার নামে মিথ্যে অভিযোগ করা হচ্ছে।' বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলে জানালেন এনায়েতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তপতী মণ্ডল মজুমদার। তিনি বলেন, 'এভাবে কেউ টাকা নিতে পারে না। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি, কেন ওই পরিবার দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পায়নি।'

সৈয়দ দিবস পালন

সামসী, ১৮ অক্টোবর : আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তনী সংসদের মালদা শাখার উদ্যোগে, শুক্রবার সামসী বাইপাস সংলগ্ন ওএসডি ইংলিশ স্কুলে স্যর সৈয়দ দিবস পালিত হয়েছে। প্রতিবছরের মতো এবারও আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনীরা ১৭ অক্টোবর স্যর সৈয়দ আহমদ খানের জন্মবার্ষিকীকে স্মরণ করে দিনটি পালন করেছেন। প্রাক্তনীরা এদিন উত্তরবঙ্গের বন্যাকবলিত মানুষের জন্য ত্রাণ বিতরণ এবং বিভিন্ন জায়গায় এসআইআর ও ওবিসি ইস্যু নিয়ে সচেতনতা সভা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দেওয়ান আবদুল গনি কলেজের অধ্যাপক মহম্মদ ইসমাইল, জিবিএস হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ও মাদ্রাসা পর্ষদের সদস্য শাকিলুর রহমান, চাঁন্দুয়া দামাইপুর হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষিকা ফরিদা বেগম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ইতিহাস অভীক্ষার ফল

রায়গঞ্জ, ১৮ অক্টোবর : হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি অফ উত্তর দিনাজপুরের উদ্যোগে গত অগাস্ট মাসে জেলাজুড়ে তৃতীয় 'ইতিহাস অভীক্ষা' অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শনিবার রায়গঞ্জ মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাকক্ষে এই পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেন জেলার শিক্ষাবিদরা। রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কালীচরণ সাহা, জিনগাঁও স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক ব্যোমকেশ বর্মন, চতুর্থ আরক্ষা বাহিনীর আধিকারিক সন্দীপ চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সোসাইটির কর্ণধার সোমনাথ চক্রবর্তী জানান, এদিন পরীক্ষার ৪৮ দিনের মাথায় ৩৪৫৩ জনের ফল প্রকাশিত হয়েছে।

ব্রাউন সুগার উদ্ধার

মালদা, ১৮ অক্টোবর : ব্রাউন সুগার পাচার রুখে দিল ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ শুক্রবার রাতে মালদা টাউন স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানে মহম্মদ আসহাদ এবং সুনীল যাদব নামক দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে ২০২ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতদের বাড়ি বিহারের কাটিহার জেলায়। প্রাথমিক জেরায় পুলিশ জানতে পেরেছে ধৃতরা উদ্ধার হওয়া ব্রাউন সুগার কালিয়াচক থেকে বিহারে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পুলিশি হেপাজত চেয়ে ধৃতদের শনিবার মালদা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

উরসেকুল

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৮ অক্টোবর : শনিবার সুফি সাধক হজরত মৌলানা সুফি মুফতি আজানগাছি রহমতউল্লাহ আলাইহির উরসেকুল অনুষ্ঠান হয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুরে। এদিনের প্রার্থনা সভায় উপস্থিত সকলকে নিরামিষ পদে তবারক খাওয়ানো হয়। হাক্কানি আঞ্জুমান সহ কলকাতার ধর্মপ্রচারকরা এদিনের সভায় অংশগ্রহণ করে উপদেশ দেন এবং এলাকার সুখ ও শান্তি কামনা করে পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করেন।

সাপের ছোবলে মৃত্যু

গঙ্গারামপুর, ১৮ অক্টোবর : সাপের ছোবলে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম বিলাতচন্দ্র রায় (৫৪)। তিনি গঙ্গারামপুর থানার মল্লিকপুরের বাসিন্দা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে বাড়িতে বিছানায় শুয়ে থাকাকালীন একটি সাপ তাঁর ডান পায়ে ছোবল দেয়। এরপর পরিবারের সদস্যদের বিষয়টি জানালে, দ্রুত তাঁরা গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে এনে ভর্তি করান। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ শনিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

প্রতিবাদ

পতিরাম, ১৮ অক্টোবর : শনিবার পতিরাম চৌরঙ্গিতে বিজেপির উদ্যোগে স্মারকলিপি ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপুরে ঘটে যাওয়া ধর্ষণ কাণ্ড ও বিজেপি বিধায়ক খগেন মুর্মুর ওপর হামলার প্রতিবাদে এই কর্মসূচি করা হয়। পতিরাম থানায় স্মারকলিপি দেওয়ার পাশাপাশি চৌরঙ্গি মোড়ে পথসভার মাধ্যমে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বুধরাই টুডু, মণ্ডল সভাপতি ছোটন চক্রবর্তী প্রমুখ। বক্তারা রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। সভা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি পুজোমণ্ডপে। বালুরঘাট কলেজ স্কোয়ারে।
ছবি : অভিজিৎ সরকার

কাশেমদের খড়ে কাঠামো তৈরি

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ১৮ অক্টোবর : সময়ের নিরিখে জমিদার বাড়ির পুজো হয়ে উঠেছে সর্বজনীন। কিন্তু চার শতাব্দী পরেও বদলায়নি রীতি। কুশমণ্ডি ব্লকের আমিনপুর গ্রামের মাটিয়া কালী প্রতিমা তৈরির জন্য আজও খড় আসে মুসলিম পরিবার থেকে। এবছরও খড় দিয়েছে কাশেম আলির পরিবার। সেই খড় দিয়েই শুরু হয়েছে প্রতিমা তৈরির কাজ। গ্রামের মানুষ হাত লাগিয়েছেন মণ্ডপ তৈরি, এলাকা পরিষ্কারের কাজে। রীতি মেনে এলাকায় ভক্তদের বাড়িতে শুরু হয়েছে নিরামিষ ভোজন। এবছরও হবে সাতরকম কলাই ডাল মিলিয়ে সাড়ে তিন কেজির ভোগ। যা এই পুজোর অন্যতম প্রসাদ।

শ্যাওড়া, পিপুল, নিম, বট ও অশ্বত্থ, পাঁচটি গাছের মিলিত গোড়ার নীচে তৈরি হয় মাটিয়া কালীর মণ্ডপ। সুউচ্চ মাটির মণ্ডপ তৈরির কাজও এখন চলছে। কথিত আছে বেদি তৈরি হয়েছিল বাঘ, শিয়াল, ব্যাং, সাপ সহ আরও একটি মুণ্ডের ওপর। চারটি মুণ্ড নিয়ে স্থানীয়দের কোনও সংশয় না থাকলেও, পঞ্চম মুণ্ডের পরিচয় নিয়ে রয়েছে ভিন্ন মত। কিন্তু সঠিক ধারণা নেই কারও মধ্যে। তবে প্রাচীন বহু পুজোর মতো আমিনপুর মাটিয়া কালীর পুজোকে ঘিরেও রয়েছে ইতিহাস। অবিভক্ত দিনাজপুরের হরিপুর এস্টেটের জমিদার ঘনশ্যাম দাস কুণ্ডু স্বপ্নে মা কালীকে দেখে দেবীর নির্দেশেই এই পুজো শুরু করেন মাটির বেদিতে। এরপর বংশানুক্রমিকভাবে জমিদার বংশের লোকজন নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো করে আসছেন চার শতাব্দী ধরে। প্রয়াত বিজয়েন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরীর স্ত্রী সুতপা বর্তমান মাটিয়া কালীর সেবাইত। মালদায় বসবাস করলেও পুজোর সামগ্রী তিনিই পাঠিয়েছেন। দীর্ঘ বছর ধরে জমিদার পরিবারের সঙ্গে যুক্ত কমলাপদ সিংহ, বিশ্বনাথ সিংহ, হরেন সিংহরা পুজোর সমস্ত জোগাড়ে এখন চরম ব্যস্ত।

মাটিয়া কালীর বেদিতে পুজো হয়। কুশমণ্ডিতে।

আমিনপুর এবং সংলগ্ন এলাকায় মাটিয়া কালী জাগ্রত দেবী। এবছরও সহস্রাধিক ভক্ত মানত রাখবেন। জমিদার বাড়ির কালীপুজো হলেও, বহু বছর ধরে তা সাধারণের পুজো হয়ে উঠেছে। আলোকসজ্জার আয়োজক গ্রামের রানা মিত্র বললেন, 'পুজোর সাতদিন আগে থেকে মাটির বেদি তৈরি চলছে। পুজো শেষে এবছরও মাটিয়া কালীর নিরঞ্জনের শোভাযাত্রায় পা মেলাবেন বহু মানুষ।' মণ্ডপের পেছনে একসময় বয়ে যেত নদী। এক কিলোমিটার দূরে ছিল টাঙন নদীর পাড়ে কালিকামরা বন্দর। ঘন জঙ্গল ঘেরা এলাকায় বাঘের দেখা পেয়েছেন, এমন গল্প এখন জনশ্রুতিতে পরিণত। জমিদার বংশের তৈরি মাটিয়া কালীর গয়না রাখার ঘর এখনও রয়েছে। তবে সেখানে এখন আর গয়না রাখা হয় না। অতীতকে স্মরণ করে প্রতি বছর আমিনপুরের মানুষ মাটিয়া কালীপুজোয় মেতে ওঠেন। যার অন্যথা হবে না এবছর।

রক্ষাকালীর আরাধনায় দিঘিবংশীহারী

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ১৮ অক্টোবর : শতাব্দীপ্রাচীন রক্ষাকালীপুজোগুলির মধ্যে বংশীহারীতে দিঘিবংশীহারীর কালীপুজো আলাদা মাত্রা পেয়ে আসছে। মূর্তি ছাড়া বেদিতেই এই পুজো হয়ে আসছে জমিদার আমল থেকে। আমিনপুরের জমিদার প্রয়াত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী স্বপ্নাদেশ পাবার পর আনুমানিক একশো বছরের বেশি সময় থেকে এই রক্ষাকালীপুজো হয়। দীপান্বিতা অমাবস্যায় দিনের আলোয় পূজিত হন মা।

কথিত আছে, রক্ষাকালীর সাত বোনের সবচেয়ে বড় বোন এই দিঘিবংশীহারী রক্ষাকালী মা। সবার আগে তিনি পূজিত হন। তবে আজও সেখানে কোনও মন্দির নেই, নিরাকার, একটি বেদিতে ভগ্নাবশেষ কালো পাথরের টুকরোয় এই রক্ষাকালীর পুজো হয়। কয়েকবার মন্দির তৈরির চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন এলাকাবাসী।

এই পুজোর বিশেষত্ব হল, জমিদার বংশের কেউ বা তাঁদের কোনও প্রতিনিধি উপস্থিত হলেই এই পুজো শুরু হয়। এই রীতি আজও চলে আসছে। পুজোর দিন বিকেলে কুশমণ্ডি আমিনপুরে জমিদার বংশের প্রতিনিধি ঢাক ও ঘট নিয়ে আসার পর মায়ের পুজো শুরু হয়। কয়েক বছর আগেও জমিদার বংশ থেকে প্রথা মেনে এই পুজোর জন্য টাকা পাঠানো হত। এই পুজোর ঘটের জল ও ফুল নিয়ে গিয়ে বাকি ছয় রক্ষাকালী বোনের পুজো হওয়ার রীতি আছে। পুজোয় পাঁঠা ও পায়রা বলির প্রচলন জমিদার আমল থেকেই। বর্তমানে এলাকার জনসাধারণই এই প্রাচীন পুজোকে আঁকড়ে রেখে পুজোর সব আয়োজন করেন। পুজোর দিন বেলা একটার পর থেকে শতাধিক মহিলা-পুরুষ মাকে পুজো দিতে আসেন। দুধ-জল দিয়ে মা-কে স্নান করানোর পর এই পুজো শুরু হয়। সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই শেষ হয় মায়ের পুজো। আশপাশের জোড়দিঘি, হালালপুর, দোপাহার, আমকুরিয়া, আমিনপুর, বুনিয়াদপুর, গোপালপুর, সোনাহার, ঘোলাপুকুর থেকে শতাধিক মানুষ এই রক্ষাকালীর পুজোয় শামিল হন। স্থানীয় গোবিন্দ শীল জানান, প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়। পুজো শেষে পাশের প্রাইমারি স্কুলে ঢালাও খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ হয়। এলাকার তরুণরা আজও এই প্রাচীন পুজোকে ধরে রেখেছেন।

বিজয় চৌধুরী বলেন, 'মায়ের মহিমা অপার। ভক্তিভরে ডাকলে ভক্তের ডাকে মা সাড়া দেন।'

এই কালো পাথরের টুকরোয় পূজিতা হন রক্ষাকালী। বংশীহারীতে।

> প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়। পুজো শেষে পাশের প্রাইমারি স্কুলে ঢালাও খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ হয়। এলাকার তরুণরা আজও এই প্রাচীন পুজোকে ধরে রেখেছেন।
>
> **গোবিন্দ শীল**
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

শোভানগরে আকর্ষণ ৫৫ ফুটের প্রতিমা

হরষিত সিংহ

মালদা, ১৮ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গে বিশাল আকারের কালী প্রতিমাগুলির মধ্যে অন্যতম হল উল্কা কালী। ইংরেজবাজার ব্লকের শোভানগর গ্রামের এই কালী প্রতিমার উচ্চতা প্রতি বছর একটু একটু করে বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে এই প্রতিমার উচ্চতা প্রায় ৫৫ ফুট। এমনটাই পুজো উদ্যোক্তাদের দাবি। বিরাট আকারের এই প্রতিমা দেখতে জেলা ও জেলার বাইরে থেকে বহু ভক্ত আসেন। পুজো উপলক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান চলে। প্রতিমার আকার বিরাট হওয়ায় মণ্ডপও বিরাট আকারের তৈরি করা হয়। পুজো কমিটির সভাপতি দুলাল ঘোষ বলেন, 'প্রথমে আমাদের এই প্রতিমা খুব ছোট ছিল। প্রতি বছর প্রায় এক ফুট করে প্রতিমার উচ্চতা বৃদ্ধি করা হয়। আমাদের এই প্রতিমা উত্তরবঙ্গের বড় প্রতিমাগুলির মধ্যে অন্যতম।'

এই বছর উল্কা কালীপুজোর বাজেট প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। ৪৮ বছর ধরে শোভানগর গ্রামে এই পুজো হয়ে আসছে। মালদা-মানিকচক রাজ্যসড়কের ধারে পুজোমণ্ডপ তৈরি করা হয়। কালী প্রতিমার আকার এতটাই বড় যে মণ্ডপের বাইরে থেকে দেখলে শুধুমাত্র দেবীর পায়েরই দেখা মিলবে। মণ্ডপের ভেতরে প্রবেশ করলেও মাথা উঁচু করে দেখতে হয় দেবীর মুখ।

উদ্যোক্তারা জানালেন, প্রথম বছর মায়ের প্রতিমা দেড় ফুটের তৈরি করা হয়েছিল। পুজোর সূচনা করেছিলেন স্থানীয় স্কুল শিক্ষক সুশান্তশেখর ঝাঁ। প্রথম থেকেই প্রতিমার উচ্চতা একটু একটু করে বৃদ্ধি করা হয়। এবছর তা ৫৫ ফুটে দাঁড়িয়েছে। পুজো কমিটির সদস্য অসিত স্বর্ণকার বলেন, 'আমাদের এই পুজো দেখতে জেলার বাইরে থেকেও প্রচুর মানুষ আসেন। নিয়ম মেনে, ভক্তি সহকারে আমরা এই পুজো করে আসছি। আমাদের পুজোর বিশেষ আকর্ষণ প্রতিমার বিশাল আকৃতি। পুজো উপলক্ষ্যে সাতদিন ধরে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। দিনভর সেই অনুষ্ঠান চলে।'

উল্কা কালীপুজোর মণ্ডপ তৈরির কাজ চলছে।

লক্ষ্মীপুজোর পর থেকে জোরকদমে শুরু হয়ে যায় প্রতিমা তৈরির কাজ। কাঠ ও বাঁশের কাঠামোর ওপর একটু একটু করে মাটি লেপে প্রতিমা গড়ে তোলেন প্রতিমাশিল্পীরা। প্রতিদিন প্রায় ২০ জন শিল্পী এই কাজ করেন। তার জন্যই এত দ্রুত প্রতিমা তৈরি সম্ভব বলে জানালেন প্রতিমাশিল্পী বাপি দাস। তিনি বলেন, 'প্রতিমা তৈরি করার ব্যাপারে ক্লাব কর্তৃপক্ষ আমাকে সবরকমভাবে সাহায্য করে। মায়ের প্রতিমা তৈরি করতে যা যা প্রয়োজন তা সবই ক্লাব পূরণ করে থাকে।'

পুজো উপলক্ষ্যে সাতদিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করে থাকেন পুজো উদ্যোক্তারা। পুজো দেখতে জেলার বাইরে থেকেও প্রচুর মানুষ এখানে ভিড় করেন। তাছাড়া সাতদিনব্যাপী মেলারও আয়োজন করা হয়।

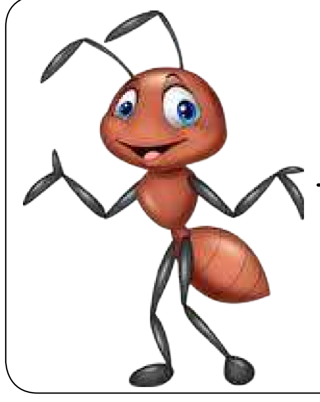

পিঁপড়েরা সারা জীবনে কখনও ঘুমোয় না, প্রতিদিন ২৫০ থেকে ৩০০ বার ঝিমোয় মাত্র।

লেখালেখি

শীতের দিনে তোমার আনন্দ হয় কেন, কষ্ট পাও কেন?

এ নিয়ে ১০ লাইনে তোমার কথা লিখতে হবে। সঙ্গে থাকবে তোমার নাম, স্কুলের নাম, আর তোমার বাড়ির ফোন নম্বর। তারপর পাঠিয়ে দাও আমাদের কাছে। তোমার লেখা মনোনীত হলেই সেটা ছাপা হবে।

ছোটরা গল্প (অনধিক ৩০০ শব্দ), কবিতা, ছড়া ও ছবি পাঠাতে পারো। তোমাদের সৃষ্টি প্রকাশিত হবে এই পাতায়। লেখার সঙ্গে নাম, স্কুলের নাম, ক্লাস, ফোন নম্বর থাকতে হবে। শুধুমাত্র নিজের লেখা ও আঁকা ছবি পাঠাতে হবে।

লেখা ও ছবি হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে 9800788836 নম্বরে অথবা মেল করো ubssishukishor@gmail.com-এই ঠিকানায়

বড়দের ছড়া

দুই মহাবীর

চণ্ডীচরণ দাস

বিসুৎবার সাতসকালে,
বদ্যিবুড়োর গোয়ালঘরে,
গোঁফ দুলিয়ে লেজ ফুলিয়ে
দুই বিড়ালে ঝগড়া করে।
চোখ পাকিয়ে বলল হুলো—
হ্যাংলা ছুঁচো মুণ্ডু ফাটা,
চুপকে কেন রান্নাঘরে
গিললি আমার মাছের কাঁটা?
দাবড়ে উঠে বলল ভুলো—
মিথ্যে কথা, তুইই বরং
সবটুকু দুধ সাবড়ে দিয়ে
করিস এখন সাধুর ভড়ং।
অমনি হুলো আসল তেড়ে,
বলল—দেব গাল ফাটিয়ে।
ভুলো তখন এক পা তুলে
আঁচড়ে দিল সামনে গিয়ে।
কোথায় ছিল পালবাবুদের
হোঁৎকা কুকুর, লেজটা নেড়ে
চোখ পাকিয়ে দু'লাফ দিয়ে
দৌড়ে এল যেই না তেড়ে,
ভয়ের চোটে দুই মহাবীর
অমনি তখন ঝগড়া ভুলে,
উঠল সোজা তেঁতুলগাছে
তরতরিয়ে লেজটা তুলে।

দীপাবলি

সুশান্ত কুমার দে

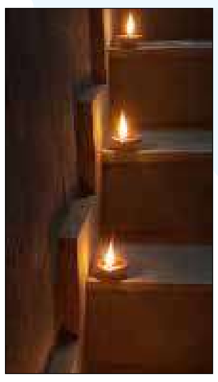

শ্যামাকালী ও দীপাবলি এক আলোর ধারা
শ্যামামায়ের ত্রিনয়নে নীল আকাশের তারা।
কার্তিক মাসের অমাবস্যায় শ্যামা পূজা হয়
আলোয় আলোয় আলোকিত ত্রিভুবনময়।
ফুলঝুরি, রংমশাল, তুবড়ি বাজির মেলায়
ছোট বড় সকলে যে ভাসে খুশির ভেলায়।
চরকা রকেট কালী পটকা নতুন এল ড্রোন
ছেলেমেয়ের হৈ হুল্লোড়, খুশি সারাক্ষণ।

স্বপ্ন

ববিতা বসাক

ছেঁড়া কাঁথা গায়ের ওপর
চোখে স্বপ্ন আকাশ ছোঁয়ার।
বামুনদেরও আছে সাহস
চাঁদে হাত দেওয়ার।।

স্বপ্ন পূরণ করতে হলে,
লড়তে তোমায় হবে,
তবেই তো ইতিহাসে
তোমার নাম রবে।
মনের মধ্যে থাকে যদি
স্বপ্ন দেখার জেদ,
অর্জুন হয়ে করতে হবে
সঠিক লক্ষ্যভেদ।

পড়ে যাও, লড়ে যাও
জিতবে তুমি ঠিক।
তোমার জয়ে একদিন,
রঙিন হবে চারিদিক।
জয়ীদের নাম - ডাক,
হেরোদের কে চেনে?
টাকা দিয়ে সবাই,
স্বপ্ন বেচে-কেনে।

স্বপ্নপ্রেমীর ঘুম নেই,
জেগে স্বপ্ন দেখে।
আঁধার রাতে জোনাকি
জয়ের চিহ্ন আঁকে।
লড়াই একদিন শেষ হবে,
তোমার হবে জয়।
সবাই জানবে পরিণাম,
কষ্টের গল্প নয়।

কল্পিয়ার রূপকথা

সোনালি নেকড়ে ও চাঁদের ফুল

পিনাকীরঞ্জন পাল

আন্দিজ পর্বতমালার উচ্চতম উপত্যকায় এক শান্ত গ্রাম। নাম সিয়েরা নেভাদা। বরফের চূড়োয় ঘেরা এক পবিত্র ভূমি। এই গ্রামে বাস করতেন বৃদ্ধা মামা রোসা। তাঁর ছোট কুঁড়েঘরটি ছিল প্রকৃতির কোলে। আর তিনি ছিলেন গ্রামের সকলের ভরসা। তাঁর মূল্যবান সম্পদ ছিল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং একটি দুষ্প্রাপ্য উদ্ভিদ চন্দ্র-কুঁড়ি। এই ফুলটি বছরে মাত্র একবার পূর্ণিমার রাতে ফুটত। আর তা থেকে ছড়িয়ে পড়ত রুপোলি আলো। সেই আলোয় যে কোনও কঠিন রোগ সেরে যেত। মামা রোসা এই কুঁড়িকে সন্তানের মতো পাহারা দিতেন। তিনি জানতেন, এর প্রতিটি পাপড়িতে জড়িয়ে আছে জীবন ও আরোগ্যের জাদুকরি শক্তি।

একদিন সিয়েরা নেভাদা গ্রামে মহামারি ছড়িয়ে পড়ল। শিশুদের শরীর জ্বরে পুড়তে লাগল। শক্তপোক্ত প্রাপ্তবয়স্করাও দুর্বল হয়ে শয্যাশায়ী হল। মামা রোসার সংগ্রহে থাকা সমস্ত ঔষধি একে একে ফুরিয়ে গেল। কিন্তু রোগের দাপট কমল না। মৃত্যুর শীতল ছায়া গ্রাস করতে লাগল গ্রামের প্রাণ চাঞ্চল্য। একমাত্র আশা ছিল সেই চন্দ্র-কুঁড়ি। কিন্তু পরবর্তী পূর্ণিমা আসতে এক সপ্তাহ বাকি। মামা রোসা জানেন, এই সাতদিন অপেক্ষা করা মানে অনেক নিষ্পাপ প্রাণকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দেওয়া। তাঁকে সময়কে দ্রুত করতে হবে, প্রকৃতির গতিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে।

তাঁর মনে পড়ল কিংবদন্তির সোনালি নেকড়ের কথা। বা 'লোবো দোরাডো' নামে এক পবিত্র প্রাণী আছে। যার হৃদয় আকাশের মতো বিশুদ্ধ। আর তার ডেরায় এক জাদুকরি হ্রদ আছে। যার জল সময়ের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। মামা রোসা সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি নেকড়েকে খুঁজে বের করবেন। তাঁর হাতে সময় নেই, তাই প্রাণের মায়া ত্যাগ করে তিনি তাঁর ঝুলি কাঁধে নিলেন এবং দুর্গম পর্বতের পথে পা বাড়ালেন।

বন্য বেরি আর ঝরনার জল খেয়ে তিনদিন তিন রাত চলার পরও সোনালি নেকড়ের কোনও চিহ্ন পেলেন না। চতুর্থ দিনের শেষে, হতাশায় ভারাক্রান্ত হয়ে তিনি এক বিশাল ওক গাছের নীচে বসে পড়লেন। ক্লান্ত শরীর আর ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন। তাঁর প্রার্থনায় ছিল গ্রামবাসীদের বাঁচানোর আকুল আর্তি। হঠাৎ, আকাশ থেকে যেন নেমে এল সোনালি আলোর এক ঝলকানি। চোখ ধাঁধানো সেই আলোয় দাঁড়িয়ে এক অদ্ভুত সুন্দর প্রাণী। তার লোম ছিল খাঁটি সোনার মতো উজ্জ্বল। তার চোখ ছিল ভোরের আলোর মতো পরিষ্কার নীল। এ সাধারণ নেকড়ে নয়, যেন প্রকৃতির দেবদূত।

-আমাকে কেন খুঁজছ, মামা রোসা?

নেকড়েটি কথা বলল। তার কণ্ঠস্বর ছিল পর্বতের উঁচু ঝরনার শব্দের মতো নির্মল ও মিষ্টি। মামা রোসা কাঁপলেন না। ভয় নয়, তাঁর হৃদয়ে তখন কেবল গভীর এক আর্তি। তিনি নেকড়েকে মহামারির কথা বললেন, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানো গ্রামের কথা বললেন। তিনি জানালেন, একমাত্র সেই জাদুকরি হ্রদের জলই তাঁকে সময়ের আগে ফুল ফোটাতে সাহায্য করতে পারে।

সোনালি নেকড়ে তার বুদ্ধিমান নীল চোখ দিয়ে মামা রোসার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে দেখতে পেল তাঁর হৃদয়ের গভীরে লুকিয়ে থাকা নিঃস্বার্থ প্রেম। নেকড়েটি বলল, 'তোমার প্রতি আমার করুণা আছে, কিন্তু প্রকৃতির জাদুকে ব্যবহার করার জন্য মূল্য দিতে হবে। জাদুকরি হ্রদের জল সময়কে দ্রুত চালিত করে-তুমি তোমার চন্দ্র-কুঁড়িকে দ্রুত বড় হতে দেখবে, কিন্তু বিনিময়ে তোমার নিজের জীবনের সময়ও দ্রুত চলে যাবে। একটি ফুল ফোটানোর জন্য, তোমাকে নিজের জীবনের একটি বছর ত্যাগ করতে হবে।'

মামা রোসা এক মুহূর্তও চিন্তা করলেন না। জীবন যখন অন্যের জন্য, তখন নিজের একটি বছর উৎসর্গ করা তাঁর কাছে সামান্য মনে হল। তিনি দৃঢ়ভাবে বললেন, 'আমি রাজি, আমাকে পথ দেখাও।'

সোনালি নেকড়ে তাঁকে এক গোপন, মস-ঢাকা গুহার মধ্যে দিয়ে নিয়ে গেল। গুহার শেষে ছিল এক ঝলমলে হ্রদ। হ্রদের জল ছিল এতই স্বচ্ছ যে তার তলদেশে যেন রাতের আকাশের নক্ষত্রগুলো ঝিকমিক করছিল। মামা রোসা শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর কলসি ভরে নিলেন সেই পবিত্র, সময়-ত্বরান্বিত জল দিয়ে।

গ্রামে ফিরে তিনি কালবিলম্ব না করে তাঁর চন্দ্র-কুঁড়ি গাছটির গোড়ায় সেই জাদুকরি জল ঢাললেন। তখনই এক অলৌকিক ঘটনা ঘটল। গাছটি দ্রুতগতিতে বেড়ে উঠল, কুঁড়ি এল এবং মুহূর্তের মধ্যেই তা পরিণত হল এক উজ্জ্বল, রুপোলি-সাদা ফুলে। সেই ফুল থেকে আলোর রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, যেন এক পূর্ণিমা তার নির্ধারিত দিনের আগেই মর্ত্যে নেমে এসেছে।

মামা রোসা সেই চন্দ্র-কুঁড়ি দিয়ে দ্রুত এক মহৌষধ তৈরি করলেন এবং একে একে সকল রোগীকে তা পান করালেন। ঔষধের জাদুকরি প্রভাবে গ্রামের সকলের রোগ সেরে গেল, জ্বর উধাও হল, দুর্বলতা দূর হল। সিয়েরা নেভাদা গ্রাম আবার তার প্রাণবন্ততা ফিরে পেল।

মামা রোসা জানতেন, তিনি তাঁর জীবনের একটি মূল্যবান বছর হারিয়েছেন। তাঁর মুখে হয়তো সময়ের ছাপ আরও গভীর হয়েছে, কিন্তু যখন তিনি দেখলেন শিশুরা আবার হাসি-আনন্দে খেলা করছে এবং প্রাপ্তবয়স্করা নতুন উদ্যমে কাজে ফিরেছে, তখন তাঁর হৃদয় এক অগাধ তৃপ্তি আর আনন্দে ভরে গেল।

সেই রাতে, যখন মামা রোসা তাঁর কুঁড়েঘরে একা বসেছিলেন, তখন দরজায় একটি মৃদু আওয়াজ শুনতে পেলেন। বাইরে গিয়ে দেখেন, সোনালি নেকড়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে ছিল একটি ছোট্ট চারা গাছ, যেটি মৃদু সোনালি আলো ছড়াচ্ছিল। নেকড়ে বলল, 'তোমার নিঃস্বার্থ মনোভাব প্রকৃতির জাদুকে জয় করেছে, মামা রোসা। তোমার দেওয়া একটি বছর শুধু সময় নয়, এটি ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ের ত্যাগ। প্রকৃতির কাছে কোনও ত্যাগই বৃথা যায় না। তোমার দেওয়া সময় একটি বীজ হয়ে আবার তোমার কাছে ফিরে এসেছে।' নেকড়ে সেই সোনালি চারাগাছটি আলতো করে মাটিতে পুঁতে দিল এবং তারপর পাহাড়ের কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল।

পরের দিন সকালে মামা রোসা দেখলেন সেই চারা থেকে একটি নতুন গাছ বেড়ে উঠেছে, যার ফুলগুলো ছিল ছোট ছোট সোনার টুকরোর মতো উজ্জ্বল। এই ফুলগুলোর রোগ সারানোর কোনও ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু এটি দেখলে সকলের হৃদয়ে এক অনাবিল আশা, আনন্দ এবং ভালোবাসার সৃষ্টি হত। এই ফুলগুলি স্মরণ করিয়ে দিত যে জীবনের সর্বোচ্চ মূল্য হল আত্মত্যাগ। আজও, আন্দিজ পর্বতের মানুষরা বিশ্বাস করেন, যদি তোমার হৃদয় বিশুদ্ধ হয়, তবে তুমি পূর্ণিমার রাতে সোনালি নেকড়েকে পর্বতের চূড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পাবে।

প্রীতি উপহার

কারও বিয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে অথবা বার্থ-ডে পার্টিতে গেলে আমরা উপহার নিয়ে যাই। এই উপহার আসলে ভালোবাসার নিদর্শন। সেটা কোনও জিনিস হতে পারে, আবার ফুলও হতে পারে। প্রীতি উপহার দেওয়ার রেওয়াজ যে শুধু আমাদের মধ্যেই আছে তা নয়। পেঙ্গুইনরাও তাদের প্রিয়জনকে উপহার দিয়ে থাকে। ওরা বরফের ওপর বাসা বানায়। আর সেই বাসা তৈরি হয় ছোট ছোট পাথর দিয়ে। যখন পুরুষ পেঙ্গুইন কোনও স্ত্রী পেঙ্গুইনকে পছন্দ করে, সে তাকে একটি মসৃণ বা সুন্দর পাথর এনে দেয়। যদি স্ত্রী পেঙ্গুইন সেই পাথর গ্রহণ করে তাহলে বোঝা যায়, যে বাড়ি তৈরি হবে তাতে থাকতে রাজি সে। পরে তারা দুজনে মিলে উপহারের সেই পাথর ও তার সঙ্গে অন্য পাথর মিলিয়ে বাসা বানায়।

পেঙ্গুইন ছাড়াও প্রাণী জগতে আরও অনেক প্রাণী আছে যারা প্রিয়জনকে উপহার দেয়। যেমন কাক। কাক খুব বুদ্ধিমান। যেসব মানুষ তাদের খাওয়ায় বা সাহায্য করে, তাদেরকে বোতলের ঢাকনা, কাচের টুকরো, চেন ইত্যাদি কৃতজ্ঞতা ও বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে উপহার দেয়। অস্ট্রেলিয়া ও নিউগিনি অঞ্চলের পুরুষ বাওয়ারবার্ডরা পাতা, ফুল, রঙিন বোতল, পাথর, প্লাস্টিকের টুকরো জোগাড় করে তাদের মেয়ে বন্ধুকে খুশি করতে ঘর বানায়। উপহার দেওয়ার এই প্রবণতা পুরুষ মাকড়সা, বিড়াল এবং টিয়াপাখির মধ্যেও আছে।

অক্ষর সাজাও

- বখজিংলশ
- আয়হারদলি
- বাইলবির্টল
- মিসতুইলৎ
- আমারবকনা
- আন্ডাজারকলে
- টিনপুলসুতা

শব্দের অক্ষরগুলি উলটে-পালটে আছে। যেমন রমানন্দববি - এরকম কোনও কথা হয় না। আসল কথাটা হল বিমানবন্দর। তোমাদের কাজ হল এরকমভাবে সাজিয়ে অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি করে আমাদের কাছে তাড়াতাড়ি পাঠানো। এর মধ্যে প্রথম তিনজন সঠিক উত্তরদাতার নাম আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

গত সংখ্যার উত্তর : অলকাতিলকা, উন্নয়নশীল, সংশয়াকুল, রাজরাজেশ্বরী, মহাসমারোহ, গাবদা-গোবদা, অসমসাহসী

বুদ্ধি-শুদ্ধি

গত সংখ্যার উত্তর

অনুশীলন সমিতি, কর্ণাটকের আইহোলে, মারাঠা দস্যু ভাস্কর পণ্ডিত, রবার্ট ক্লাইভ

মানুষকে জলবায়ু পরিবর্তন, শক্তি অপচয় এবং পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করতে কোন অনুষ্ঠানে বৈদ্যুতিক আলো বন্ধ করে মোমবাতি জ্বালানো হয়?

প্রাচীন রোমে সূর্য দেবতার সম্মানে কোন আলোর উৎসব পালিত হত?

ভারত ছাড়াও কোন দেশ দীপাবলি সরকারিভাবে উদযাপন করে?

ইহুদি ধর্মের আলোর উৎসবের নাম হানুকা। এই উৎসবে কয়টি প্রদীপ জ্বালানো হয়?

আমাদের লেখালেখি

আনন্দের আলো

আলোর উৎসবে সবই ভালো। আলোর উৎসব মানেই আনন্দ, হাসি। যারা নিজেদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে থাকে তারা আলোর উৎসবে বাড়ি ফিরতে পারে। সবাই ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। এছাড়া আমাদের মতো বাচ্চাদের আরও আনন্দ। কারণ এই সময় বিদ্যালয় বন্ধ। আলোর উৎসব জীবনের সব অন্ধকার দূর করে আশার আলো জাগিয়ে তোলে।

আলোর উৎসব আমাদের সব একাকিত্ব দূর করে দেয়। যাদের সঙ্গে অনেকদিন যোগাযোগ নেই বা দেখাও হয় না- তাদের সঙ্গে একমাত্র এই আলোর উৎসবে দেখা হয়। তাই আলোর উৎসব মানে হাসি-ঠাট্টা আনন্দ আর বাড়ি ফেরা।

স্বস্তিকা পাল, পঞ্চম শ্রেণি
শিলিগুড়ি দেশবন্ধু বিদ্যাপীঠ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

দেশে দেশে আলোর উৎসব

শুধু ভারতেই নয়, বিশ্বের বহু দেশে নানাভাবে

আলোর উৎসব পালনের রীতি আছে। যেমন চিনের লণ্ঠন উৎসব। চিনা নববর্ষের শেষ দিনে মানুষ আকাশে ও জলে নানা রঙের লণ্ঠন জ্বালিয়ে শুভবোধকে আহ্বান জানাতে এই উৎসব পালন করে।

জাপানে অগাস্ট মাসে হয় ওবন উৎসব। এই উৎসবে পূর্বপুরুষদের আত্মার পথ আলোকিত করতে নদী বা সাগরে প্রদীপ ভাসানো হয়।

থাইল্যান্ডে নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত এই উৎসবের নাম লয় ক্রাথং ও ইয়ি পেং।

অশুভ শক্তিকে বিদায় দিতে মানুষ ছোট পাত্রের ওপর প্রদীপ রেখে নদীতে ভাসিয়ে দেন, কেউ কেউ আকাশে কাগজের লণ্ঠনও ছাড়েন।

মেক্সিকোতে এই আলোর উৎসব হয় নভেম্বর মাসে। সেখানে এই উৎসবের নাম মৃতদের দিবস। প্রয়াত পূর্বপুরুষদের স্মরণে এদিন প্রদীপ ও ফুল দিয়ে বাড়ি সাজানো হয়।

সারা পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্কৃতিতেই আলো সবসময়ই শুভ এবং আশা ও জীবনের প্রতীক।

আঁকিবুকি

দিবাকর রায়, পঞ্চম শ্রেণি, কুশমণ্ডি প্রাথমিক বিদ্যালয়

সান্নিধ্য দে সরকার, পঞ্চম শ্রেণি, জটেশ্বর উচ্চবিদ্যালয়

জয়দীপ কর্মকার, সপ্তম শ্রেণি, পুটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির

মোহর তাম্বুলি, অষ্টম শ্রেণি, তুফানগঞ্জ ইলাদেবী গার্লস স্কুল

সময়ের দাবি মেনে সিদ্ধান্ত : অর্থমন্ত্রী

জিএসটি হ্রাস, ৫৪ পণ্যে নজর কেন্দ্রের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর : জিএসটি কাঠামোয় সংস্কারের পর বহু জিনিসের দাম কমবে বলে দাবি করেছে কেন্দ্র। যার সুফল সরাসরি পাওয়ার কথা উপভোক্তাদের। কিন্তু বাস্তবে কর হ্রাসের সুবিধা আমআদমি পুরোপুরি পাচ্ছে কি না, তা নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন উঠেছে। সরকারের 'বচত উৎসব' উপলক্ষ্যে শনিবার আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জিএসটির আওতায় থাকা ৫৪টি পণ্যের দামে নজরদারির কথা জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তিনি বলেন, '২২ সেপ্টেম্বর থেকে জিএসটির হার কমানোর পর থেকে সরকার সারা দেশে ৫৪টি পণ্যের দাম কমানোর ওপর নজর রাখছে।' অর্থমন্ত্রী জানান, জিএসটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দাম না কমা সংক্রান্ত গ্রাহক বিষয়ক বিভাগে মোট ৩,১৬৯টি অভিযোগ জমা পড়েছে। এর মধ্যে ৩,০৭৫টি অভিযোগ কেন্দ্রীয় পরোক্ষ কর ও শুল্ক বোর্ডের (সিবিআইসি) নোডাল আধিকারিকদের কাছে পাঠানো হয়েছে। ওই বিভাগ ৯৪টি অভিযোগের নিষ্পত্তি করেছে।

তাঁর দাবি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরোপিত শুল্কনীতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে নয়, বরং দীর্ঘদিনের আলোচনার ফল হিসেবেই ভারতে জিএসটি সংস্কার কার্যকর হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল ও অশ্বিনী বৈষ্ণোর সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে সীতারামন বলেন, 'জিএসটি হার সংক্রান্ত সংস্কারের প্রস্তুতি প্রায় দেড়বছর ধরে চলছিল। তখন তো আমেরিকার শুল্কের কথাই কেউ ভাবেনি। একাধিক মন্ত্রীগোষ্ঠী এই প্রক্রিয়ায় কাজ করেছে এবং কেন্দ্র সরকারের প্যাকেজ ঘোষণার পরেও তাদের বৈঠক হয়েছে। তাই এটি মার্কিন শুল্ক-সিদ্ধান্তের সঙ্গে কোনওভাবে যুক্ত নয়। এটি সময়ের দাবি ছিল আর তাই এখন তা বাস্তবায়িত হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বহুদিন ধরে আমাদের বলছিলেন, এই সংস্কারটি দ্রুত করা দরকার। আমরা সেই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেছি। নির্বাচনের আগে হোক বা পরে নীতি নির্ধারণে তার প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নির্বাচনের জন্য নয়, এটি সাধারণ মানুষের স্বস্তির জন্য।'

বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেন, 'বিশ্ব অর্থনীতির টালমাটাল অবস্থার মধ্যেও ভারত তার প্রবৃদ্ধির গতি ধরে রেখেছে। বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক অস্থিরতা থাকা সত্ত্বেও ভারত আজ ৭.৮ শতাংশ হারে জিডিপি বৃদ্ধি দেখিয়েছে, যা ঐতিহাসিক। এমনকি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলও তাদের পূর্বাভাস সংশোধন করে ভারতের প্রবৃদ্ধির হার ৬.৬ শতাংশে উন্নীত করেছে।'

যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো বলেন, 'নতুন জিএসটি কাঠামো দেশের অভ্যন্তরীণ ভোগ-ব্যয়ে বড়সড়ো উত্থান আনবে। গত অর্থবর্ষে ভারতের মোট জিডিপি ছিল ৩৩৫ লক্ষ কোটি টাকা। এর মধ্যে ২০২ লক্ষ কোটি ছিল ভোগ-ব্যয় ও ৯৮ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ। নতুন সংস্কারের ফলে ভোগ-ব্যয়ে ১০ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি সম্ভব অর্থাৎ প্রায় ২০ লক্ষ কোটি টাকার অতিরিক্ত চাহিদা তৈরি হতে পারে।' তিনি জানান, এই বছর প্রথমবারের মতো ভারত চিনের থেকেও বেশি স্মার্টফোন আমেরিকায় রপ্তানি করেছে। বর্তমানে বড় বড় আন্তর্জাতিক কোম্পানির প্রায় ২০ শতাংশ উৎপাদন এখন ভারতে হচ্ছে যা 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র ফল।

সাংবাদিক বৈঠকে হাসিমুখে পীযূষ গোয়েল ও নির্মলা সীতারামন। নয়াদিল্লি।

নির্মলা উবাচ

- এই সিদ্ধান্ত নির্বাচনের জন্য নয়, এটি সাধারণ মানুষের স্বস্তির জন্য
- জিএসটি হার সংক্রান্ত সংস্কারের প্রস্তুতি প্রায় দেড়বছর ধরে চলছিল। তখন তো আমেরিকার শুল্কের কথাই কেউ ভাবেনি
- সরকার সারা দেশে ৫৪টি পণ্যের দাম কমানোর ওপর নজর রাখছে।

রাজ্যসভার সাংসদদের আবাসনে অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর : শনিবার দুপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল রাজ্যসভার সাংসদদের আবাসনে। সংসদ ভবন থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে ড. বিশ্বম্ভর দাস মার্গে অবস্থিত ব্রহ্মপুত্র অ্যাপার্টমেন্টে আচমকা আগুন লেগে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি হয়ে যায় গোটা এলাকায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় দমকলের ১৪টি ইঞ্জিন। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। দমকল সূত্রে খবর, দুপুর ১টা ২০ মিনিট নাগাদ দমকলের কন্ট্রোল রুমে আগুন লাগার খবর আসে। আগুন মূলত নীচের দিকের বেসমেন্টে লাগে। ওপরের তলাগুলির বাইরের দিকেও ক্ষতি হয়েছে। আগুন এখন নিয়ন্ত্রণে, কিন্তু কাজ এখনও চলছে। কোনও প্রাণহানির খবর অবশ্য পাওয়া যায়নি. সাংসদদের জন্য নির্মিত আবাসনে এভাবে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন বিরোধীরা।

তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ সাকেত গোখলে এক্স প্ল্যাটফর্মে ক্ষোভ প্রকাশ করে লেখেন, 'দিল্লির বিডি মার্গে ব্রহ্মপুত্র অ্যাপার্টমেন্টে ভয়াবহ আগুন লেগেছে। এখানে সমস্ত রাজ্যসভা সাংসদরা থাকেন। সংসদ ভবন থেকে দূরত্ব মাত্র ২০০ মিটার। কিন্তু আগুন লাগার ৩০ মিনিট কেটে গেলেও কোনও দমকল আসেনি। আগুন বাড়ছে অথচ দিল্লি সরকার নির্বিকার। লজ্জা থাকা উচিত।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০২০ সালে এই আবাসনের উদ্বোধন করেছিলেন। সংসদ সদস্যদের জন্য নির্মিত একাধিক বহুতল আবাসন কমপ্লেক্সের এটি একটি, যেখানে মূলত রাজ্যসভা সদস্যরা বসবাস করেন। যা দিল্লির অন্যতম আধুনিক সরকারি আবাসন হিসেবে পরিচিত। আগুন লাগার মূল কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে প্রাথমিকভাবে শর্টসার্কিটের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ফরেন্সিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুনের উৎস ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের কাজ শুরু করেছে।

রাক্ষুসে আগুনে পুড়ে ছাই সব... শনিবার নয়াদিল্লির রাজ্যসভার সাংসদদের আবাসন।

দিল্লির অবস্থানে ধোঁয়াশা, কং অভিযোগ

রুশ তেল কেনা নিয়ে ফের দাবি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর : রাশিয়া থেকে তেল আমদানি কমিয়েছে ভারত। অদূর ভবিষ্যতে তা আরও কমবে। শুক্রবার এমনটাই দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর দাবি নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। আমেরিকার প্রবল চাপ সত্ত্বেও তেল আমদানি বন্ধ না করায় সম্প্রতি একাধিকবার ভারতের প্রশংসা করেছে রাশিয়া। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের দাবি দিল্লির অবস্থান নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি করেছে।

মোদি সরকারকে নিশানা করেছে কংগ্রেস। দলের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ নাম না করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে 'মৌনীবাবা' বলে কটাক্ষ করেছেন। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যখনই বলেন যে তিনি অপারেশন সিঁদুর বন্ধ করেছেন এবং ভারত রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধ করবে, তখনই তাঁর ভালো বন্ধু মৌনীবাবা হয়ে যান।'

শুক্রবার হোয়াইট হাউসে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠক করেন ট্রাম্প। তারপর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বলেন, 'ভারত আর রাশিয়া থেকে তেল কিনবে না। ওরা ইতিমধ্যে উত্তেজনা কমিয়েছে এবং আমদানি প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'ওরা ক্রমশ পিছু হটছে। ৩৮ শতাংশ তেল কিনেছে। আর কিনবে না।' পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলা পরবর্তী ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ বন্ধের জন্যও ফের কৃতিত্ব দাবি করেছেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বলেছেন, আমি লক্ষ লক্ষ জীবন বাঁচিয়েছি। আপনারা পাকিস্তান ও ভারতের উদাহরণ দেখুন। এটা (সাম্প্রতিক সংঘাত) দুই পরমাণু শক্তিধর দেশের পক্ষে খারাপ হত।'

> ভারত আর রাশিয়া থেকে তেল কিনবে না। ওরা ক্রমশ পিছু হটছে। ৩৮ শতাংশ তেল কিনেছে। আর কিনবে না। ইতিমধ্যে আমদানি প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে।
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

> ট্রাম্প যখনই বলেন যে তিনি অপারেশন সিঁদুর বন্ধ করেছেন এবং ভারত রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধ করবে, তখনই তাঁর ভালো বন্ধু মৌনীবাবা হয়ে যান।
>
> **জয়রাম রমেশ**

তাৎপর্যপূর্ণভাবে ট্রাম্পের দাবির বিরোধিতার বদলে ভারতের তেল আমদানিতে 'বৈচিত্র্য' আনার কথা জানিয়েছে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক। এস জয়শংকরের মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'জ্বালানি ক্ষেত্রে ভারত সবসময় নাগরিকদের চাহিদা পূরণকে গুরুত্ব দেয়। ভারতের আমদানি নীতি সম্পূর্ণভাবে জাতীয় স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জ্বালানি সম্পর্ক জোরদার করার দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে।' এরপরই মোদি সরকারের আমলে দেশের বিদেশনীতি পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে বলে অভিযোগ করেছে কংগ্রেস।

অমিতের আশ্বাস

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর : জম্মু ও কাশ্মীরকে সঠিক সময়ে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। দীর্ঘদিন ধরেই এই দাবি ঘিরে পারদ চড়ছে ভূস্বর্গের রাজনীতিতে। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এক বছর পূর্ণ করেন ওমর আবদুল্লা। জম্মু ও কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে বিজেপিকে অবস্থান স্পষ্ট

করার বার্তা দিয়েছেন তিনি। তার জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী এই সমস্ত কথাবার্তা রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা থেকে বলছেন। তবে সঠিক সময়েই রাজ্যের মর্যাদা পুনরুদ্ধার করা হবে। ওঁর সঙ্গে কথা বলেই সেই কাজটি করা হবে।'

ক্ষমতায় আসার আগে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ওমর এবং তাঁর দল ন্যাশনাল কনফারেন্স। যদিও এক বছর ক্ষমতায় থাকার পরও কেন ওই প্রতিশ্রুতি পালন হল না, তা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে ওমর সরকারের বিরুদ্ধে। এদিকে শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কী ভাবছে তা জানানোর জন্য আরও চার সপ্তাহ সময় দিয়েছে।

ওড়িশার রাস্তায় উদ্ধার ক্ষতবিক্ষত নাবালিকা

ভুবনেশ্বর, ১৮ অক্টোবর : বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর হঠাৎই যেন নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ অনেকটা বেড়ে গিয়েছে ওড়িশায়। শুক্রবার ভুবনেশ্বরে ভিনরাজ্যের এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে।

শুক্রবার গভীর রাতে ক্যাপিটাল থানার অশোকনগর এলাকা থেকে মেয়েটিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রাস্তা থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

পুলিশ কমিশনার এস দেবদত্ত সিং জানিয়েছেন, গুরুতর জখম অবস্থায় নাবালিকাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাকে পরীক্ষা করে যৌন নির্যাতনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চিকিৎসকরা।

যৌন নির্যাতন

তাকে গর্ভনিরোধক বড়ি খাওয়ানো হয়েছিল বলেও অভিযোগ। মেয়েটি ঝাড়খণ্ড অথবা বিহারের বাসিন্দা। সে এখন প্রবল আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। কথা বলার অবস্থায় না থাকায় তার কাছ থেকে অভিযুক্তদের সম্পর্কে কোনও তথ্য এখনও মেলেনি। তবে হাসপাতাল সূত্রে খবর পেয়ে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের শনাক্ত করে ধরার জোরদার চেষ্টা চলছে।

অমৃতসর-সাহারসা এক্সপ্রেস ট্রেনের কামরায় আগুন। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। শনিবার ফতেগড়ে।

কর্ণাটকে আত্মঘাতী সরকারি জলকর্মী

বেঙ্গালুরু, ১৮ অক্টোবর : কাজ করেছেন অথচ বেতন পাননি। দু-এক মাস নয়, টানা ২৭ মাস। এর সঙ্গে ছিল উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নির্যাতন ও মানসিক হয়রানি। একটানা হেনস্তা সহ্য করতে না পেরে ইস্তফা দিতে চেয়েছিলেন কর্ণাটকের চামরাজনগরের পঞ্চায়েত দপ্তরের জলকর্মী চিকুসা নায়েক। কিন্তু সেই আবেদনেও কর্ণপাত করেননি দপ্তরের আধিকারিকরা। শেষে তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন হোঙ্গানুরু গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনেই।

আত্মহত্যার আগে লেখা এক চিঠিতে ওই পঞ্চায়েতকর্মী অভিযোগ করেছেন, ২০১৬ সাল থেকে জলবাহকের কাজ করলেও প্রায় আড়াই বছর ধরে তাঁর বেতন বন্ধ। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে একাধিকবার আবেদন করা সত্ত্বেও কোনও ব্যবস্থা নেননি আধিকারিকরা। তাঁর আরও অভিযোগ, পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট অফিসার (পিডিও) রামে গৌড়া এবং পঞ্চায়েত সভাপতির স্বামী মোহনকুমার লাগাতার মানসিকভাবে নির্যাতন করতেন তাঁকে। চিকুসার নিজের বয়ানে, 'ছুটি চাইলে তাঁরা বলতেন অন্য কাউকে কাজের জন্য ঠিক করে যেতে। সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত অফিসে থাকতে বাধ্য করতেন।'

চিকুসার মৃত্যুর পর পুলিশ ওই পিডিও, পঞ্চায়েত সভাপতি এবং তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে তপশিলি জাতি ও উপজাতি (নৃশংসতা প্রতিরোধ) আইনে মামলা করেছে। জেলা পরিষদের সিইও সাময়িক বরখাস্ত করেছেন রামে গৌড়াকে।

এই ঘটনায় বিজেপির আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে রাজ্যের সিদ্দারামাইয়া সরকারকে। তারা বলেছে, ওই আত্মঘাতী জলবাহক তো মাসে হাজার পাঁচেক টাকা বেতন পেতেন। সেই টাকাও দেওয়ার ক্ষমতা নেই কংগ্রেস সরকারের। দেউলিয়া সরকারের অপদার্থতায় শোচনীয় পরিণতি হল একজন সরকারি কর্মীর।

পুতিনের সফরে গ্রেপ্তারির ছায়া!

ওয়াশিংটন, ১৮ অক্টোবর : ইউক্রেন যুদ্ধে রাশ টানতে আগামী সপ্তাহে হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে মুখোমুখি বৈঠকে বসবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু এই বৈঠকে পুতিন কীভাবে যোগ দেবেন তা নিয়ে কূটনৈতিক মহলে জল্পনা চলছে। ইউক্রেন সেনা পাঠানোর পর পুতিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি)। যেসব দেশ আইসিসির সদস্য তারা আদালতের ওয়ারেন্ট কার্যকর করতে বাধ্য। হাঙ্গেরি সহ ইউরোপের প্রায় সব দেশ আইসিসির সদস্য।

এই পরিস্থিতিতে রাশিয়া থেকে ইউরোপের একাধিক দেশের আকাশপথ ব্যবহার করে পুতিনের হাঙ্গেরি যাত্রা নিয়ে জটিলতা রয়েছে। কারণ, আইসিসির নিয়ম মানলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির যে কোনও একটি রাশিয়ার প্রেসিডেন্টকে গ্রেপ্তার করতে পারে। সেক্ষেত্রে নজিরবিহীন আন্তর্জাতিক সংকট তৈরি হবে। হাঙ্গেরি অবশ্য ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে, ট্রাম্প-পুতিন বৈঠকে বাধা দেবে না তারা। রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের নিরাপদে প্রবেশ ও প্রস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বুদাপেস্ট। তবে যেসব দেশের আকাশসীমা ব্যবহার করে পুতিনের বিমান হাঙ্গেরির মাটি স্পর্শ করবে সেই দেশগুলি এখনও নীরব। এদিকে আইসিসির পরোয়ানা কার্যকর করতে হাঙ্গেরিকে পরামর্শ দিয়েছে জার্মানি।

ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক হাঙ্গেরিতে

১৬ অক্টোবর পুতিনের সঙ্গে ফোনে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন ট্রাম্প। তারপর ট্রুথ সোশ্যালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট পোস্ট দেন, 'এই হতাশাজনক যুদ্ধে ইতি টানতে খুব দ্রুত বুদাপেস্টে প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে আমার বৈঠক হতে চলেছে।' রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, আমেরিকার তরফে শিখর বৈঠকের জন্য বুদাপেস্টকে বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মার্কিন প্রস্তাবে সায় দিয়েছে মস্কো।

স্টাইলিস্ট জেলেনস্কি

ওয়াশিংটন, ১৮ অক্টোবর : হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক করতে হলে বিদেশি রাষ্ট্রনেতাদের সুট-প্যান্ট, সঙ্গে মানানসই টাই পরা প্রচলিত রীতি। নয়তো নিজেদের দেশের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরেন কেউ কেউ। তবে ক্যাজুয়াল পোশাক কখনোই নয়। মাস কয়েক আগে সেই প্রথা ভেঙে রঙিন জ্যাকেট পরে ওভাল অফিসে এসে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরাগভাজন হয়েছিলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি। সংবাদমাধ্যমের সামনে ট্রাম্প-জেলেনস্কি বাগযুদ্ধ গোটা বিশ্বকে অবাক করেছিল। তারপর থেকে সংযত দু'পক্ষই। শুক্রবার ট্রাম্পের সঙ্গে সর্বশেষ বৈঠকে সুট না পরলেও জেলেনস্কিকে দেখা গিয়েছে 'মার্জিত' পোশাকে। যা দেখে মুগ্ধ খোদ ট্রাম্প। সুটের আদলে কালো রঙের গলাবন্ধ জ্যাকেট পরেছিলেন জেলেনস্কি। ব্যাপারটা নজর এড়ায়নি ট্রাম্পের।

তিনি বলেন, 'ওঁকে জ্যাকেট পরে খুব সুন্দর লাগছে। এটা দারুণ। আশা করি, সবাই লক্ষ করবে। এটা সত্যিই খুব স্টাইলিশ। আমার পছন্দ হয়েছে।' মুচকি হেসেছেন ইউক্রেনের নেতা। এদিনের বৈঠকে কিছু এলাকা ছেড়ে দিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে শান্তি চুক্তির জন্য জেলেনস্কিকে পরামর্শ দিয়েছেন ট্রাম্প।

মুখোমুখি দুই রাষ্ট্রপ্রধান- ট্রাম্প ও জেলেনস্কি।

হিমাচলের যে গ্রামে দীপাবলিতেও আঁধার

সিমলা, ১৮ অক্টোবর : দীপাবলি আলোর উৎসব। সেই উৎসব উপলক্ষ্যে আলোর বন্যায় ভেসে যায় গোটা দেশ। কিন্তু দীপাবলিতে বাড়তি একটিও আলো জ্বলে না হিমাচলপ্রদেশের হামিপুর জেলার সাম্মু গ্রামে। দীপাবলি উদযাপন করেন না এই গ্রামের বাসিন্দারা। কারণ, এক তরুণীর অভিশাপ নাকি লেগে রয়েছে এই গ্রামের গায়ে।

সে অনেককাল আগের কথা। দীপাবলি পালন করতে বাপের বাড়ি এসেছিলেন এক তরুণী বধূ। তখন দেশে রাজার শাসন চলত। সেই রাজার দরবারেই সৈনিকের কাজ করতেন তরুণীর স্বামী। তরুণী ছিলেন গর্ভবতী। কিন্তু আলোর উৎসবে মেতে ওঠার আগেই তাঁর জীবনে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। তিনি খবর পান, তাঁর স্বামী মারা গিয়েছেন। দিশাহারা হয়ে পড়েন তিনি প্রিয়তম মানুষটিকে হারিয়ে।

এদিকে তাঁর স্বামীর শেষকৃত্যের বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু সেই প্রক্রিয়া চলাকালীনই এক ভয়াবহ কাণ্ড ঘটিয়ে বসেন ওই তরুণী।

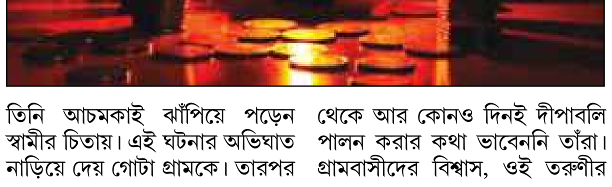

তিনি আচমকাই ঝাঁপিয়ে পড়েন স্বামীর চিতায়। এই ঘটনার অভিঘাত নাড়িয়ে দেয় গোটা গ্রামকে। তারপর থেকে আর কোনও দিনই দীপাবলি পালন করার কথা ভাবেননি তাঁরা। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস, ওই তরুণীর অপমৃত্যুর অভিশাপ লেগেছে গ্রামের গায়ে। দীপাবলি পালন করলে ক্ষতি হবে তাঁদের।

নানা সময়ে কেউ কেউ 'কুসংস্কার' বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন এই 'বিশ্বাস'কে। এক গ্রামবাসী পরিবার নিয়ে গ্রাম ছেড়ে দূরে বাসা বেঁধেছিলেন। কিন্তু যেবার দীপাবলিতে প্রদীপ জ্বাললেন, আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল তাঁর ঘর। এসব রটনা কতদূর সত্য কেউ জানে না। কিন্তু সাম্মু গ্রামে আর প্রদীপ জ্বলে না কোনও দীপাবলিতে।

বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর : এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনায় তদন্তের 'বিশ্বাসযোগ্যতা এবং স্বচ্ছতার অভাবের' অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন নিহত পাইলট ক্যাপ্টেন সুমিত সবরওয়ালের বাবা পুষ্কররাজ সবরওয়াল। তাঁর দাবি, এই দুর্ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করা হোক আদালতের নজরদারিতে।

গত ১০ অক্টোবর পুষ্কররাজ ও ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান পাইলটস যৌথভাবে বিচারবিভাগীয় তদন্তের আর্জি জানায়। মূল দাবি, সুপ্রিম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে স্বাধীন বিমান এবং কারিগরি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি 'আদালত মনোনীত কমিটি' গঠন করা হোক। এই কমিটি সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার বিমান দুর্ঘটনার তদন্ত করবে।

আবেদনে আরও বলা হয়েছে, এয়ারক্রাফ্ট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি)-র সব পূর্ববর্তী তদন্ত এবং প্রাথমিক রিপোর্টকে বাতিল বলে গণ্য করা হোক এবং সমস্ত প্রাসঙ্গিক প্রমাণ নতুন কমিটির কাছে হস্তান্তর করা হোক।

আবেদনকারীদের অভিযোগ, এএআইবি-র প্রাথমিক রিপোর্ট পাইলটদের দোষারোপ করে একটি ভ্রান্ত ধারণা তৈরির চেষ্টা করেছে। বোয়িং ৭৮৭-র নকশা-সংক্রান্ত ত্রুটি বা অন্যান্য প্রযুক্তিগত কারণগুলি খতিয়ে দেখতে ব্যর্থ হয়েছে এএআইবি।

যুদ্ধং দেহি পাকিস্তান ■ ভারতকে হুঁশিয়ারি মুনিরের

আফগানদের দেশ ছাড়ার নির্দেশ

ইসলামাবাদ, ১৮ অক্টোবর : নামেই অস্ত্রবিরতি চুক্তি হয়েছে পাকিস্তানের সঙ্গে আফগানিস্তানের। সংঘাত কমা তো দূর অস্ত, তা আরও বাড়ার ইঙ্গিত মিলেছে। ৪৮ ঘণ্টার অস্ত্রবিরতি শেষ হতে না হতেই আফগানিস্তানে হামলা চলেছে পাকিস্তানের। তাতে তিন আফগান ক্রিকেটার সহ ১০ জনের মৃত্যু হয়। এরপরই পাকিস্তানে বসবাসকারী আফগানদের দেশ ছাড়তে বলেছে ইসলামাবাদ। শুক্রবার এই বিষয়ে সুর চড়িয়ে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ বলেন, 'পাকিস্তানের মাটিতে থাকা সব আফগানকে তাঁদের জন্মভূমিতে ফিরে যেতে হবে। পাকিস্তান ২৫ কোটি পাকিস্তানির জন্য, অন্যদের জন্য নয়।' কাবুলের সঙ্গে ইসলামাবাদের সম্পর্ক আগের মতো নেই বলেও তিনি জানিয়ে দেন।

এক্স পোস্টে আসিফ লেখেন, 'আর কোনও প্রতিবাদ বা শান্তির বার্তা দেওয়া হবে না। কাবুলে কোনও প্রতিনিধি পাঠানো হচ্ছে না। যে আফগানরা পাকিস্তানে আছেন, তাঁরা পত্রপাঠ দেশ ছাড়ুন। আর তালিবান জেনে নিক, সন্ত্রাসের উৎস যেখানেই থাক, তার জন্য তাদের বড় মূল্য চোকাতে হবে।' তিনি আরও লেখেন, 'আফগানদের এখন নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের দেশের জমি এবং সম্পদের ওপর অধিকার রয়েছে কেবল ২৫ কোটি পাকিস্তানির।'

পাকিস্তানে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) জঙ্গিদের সক্রিয়তার পিছনে ভারতের হাত থাকা নিয়ে এদিন আরও একবার ইঙ্গিত দেন আসিফ। তাঁর সুরে সুর মেলান পাক সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনির। তালিবান সরকারকে সতর্ক করে তিনি বলেন, 'জঙ্গি সক্রিয়তা কমাও। নাহলে ফল ভুগতে হবে।' তাঁর হুঁশিয়ারি, 'শান্তি আর অশান্তির মধ্যে যে কোনও একটা বেছে নাও। আফগানিস্তানের মাটি থেকে যে জঙ্গিরা কাজ করছে, পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদী হামলা চালাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করতে হবে তালিবান সরকারকে।'

> ভারতের সামরিক নেতৃত্বকে আমি সাবধানে থাকার পরামর্শ দিচ্ছি। আপনাদের কোনও মন্তব্যে আমরা ভয় পাই না। সামান্য উসকানিতে কিন্তু চূড়ান্ত জবাব দিতে দ্বিধা করব না।
>
> **আসিফ মুনির**

একই সঙ্গে মে মাসে 'অপারেশন সিঁদুর'-এর প্রসঙ্গ টেনে ভারতকেও বার্তা দেন মুনির। তিনি বলেন, 'ভারতের সামরিক নেতৃত্বকে আমি সাবধানে থাকার পরামর্শ দিচ্ছি। পারমাণবিক পরিবেশে যুদ্ধের কোনও জায়গা নেই। আপনাদের কোনও মন্তব্যে আমরা ভয় পাই না। সামান্য উসকানিতে কিন্তু চূড়ান্ত জবাব দিতে দ্বিধা করব না।' মুনিরের দাবি, এরপর কোনও 'বিপর্যয়' ঘটলে তার দায় ভারতের। তাঁর কথায়, 'নতুন করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হলে ইসলামাবাদ কী জবাব দেবে, তা কেউ কল্পনা করতে পারছে না।'

আফগানিস্তানের অভিযোগ, পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভেঙে বিমান হামলা চালিয়েছে, যার ফলে সীমান্তে হতাহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। এই হামলা প্রমাণ করে, দুই পড়শি রাষ্ট্রের মধ্যে উত্তেজনা কমার বদলে আরও চরমে পৌঁছেছে। এর জন্য দায়ী পাকিস্তান। এখানেই না থেমে তারা 'পালটা জবাব' দেওয়ারও হুমকি দিয়েছে ইসলামাবাদকে।

অন্যদিকে পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের সাম্প্রতিক সংঘর্ষ পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খুলেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে সংঘাতের জন্য পাকিস্তানকেই মূলত দায়ী করে তিনি জানিয়েছেন, এই দ্বন্দ্বের সমাধান সোজা। তিনি সহজেই এই সংঘর্ষ থামাতে পারেন। তবে আপাতত সেদিকে তিনি নজর দিচ্ছেন না। তাঁর কথায়, 'জানি, পাকিস্তানই আফগানিস্তানে হামলা চালাচ্ছে। কিন্তু এটা থামানো আমার কাছে কোনও ব্যাপারই নয়। তবে আমি এখন ওদের নিয়ে ভাবছি না।'

পর্যবেক্ষকদের ধারণা, ট্রাম্পের মতো প্রভাবশালী রাষ্ট্রনেতার এমন স্পষ্ট মন্তব্য আন্তর্জাতিক স্তরে পাকিস্তানের ওপর নতুন চাপ সৃষ্টি করতে পারে এবং এই আঞ্চলিক অস্থিরতা সমাধানে বাইরের হস্তক্ষেপের সুযোগ বাড়িয়ে তুলতে পারে।

'ব্রহ্মসের নাগালে গোটা পাকিস্তান'

হুঁশিয়ারি রাজনাথের

লখনউ, ১৮ অক্টোবর : পাকিস্তানের নাম না করে হুঁশিয়ারি দিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। শনিবার লখনউয়ের সরোজিনী নগরে ব্রহ্মস এরোস্পেসে দেশীয় পদ্ধতিতে তৈরি হওয়া প্রথম ব্যাচের ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্রগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ্যে আনা হয়। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে রাজনাথ বলেন, 'অপারেশন সিঁদুরের সময় ব্রহ্মস ভারতের নিরাপত্তার জন্য কার্যকরী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল। আমাদের প্রতিবেশীর প্রতিটি কোণা ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্রের নাগালের মধ্যে রয়েছে। অপারেশন সিঁদুরে যা হয়েছিল তা ছিল ট্রেলার মাত্র। সেই ট্রেলার পাকিস্তানকে বুঝিয়ে দিয়েছে, ভারত যদি পাকিস্তানের জন্ম দিতে পারে তাহলে তারা আর কী কী করতে পারে সেটা আমার আলাদা করে বলার দরকার নেই।'

> অপারেশন সিঁদুরে যা হয়েছিল তা ছিল ট্রেলার মাত্র। সেই ট্রেলার পাকিস্তানকে বুঝিয়ে দিয়েছে, ভারত যদি পাকিস্তানের জন্ম দিতে পারে তাহলে তারা আর কী কী করতে পারে সেটা আমার আলাদা করে বলার দরকার নেই।
>
> **রাজনাথ সিং**

ব্রহ্মসের প্রশংসা করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, 'ব্রহ্মস শুধু একটি ক্ষেপণাস্ত্র নয়। এটি ভারতের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার প্রতীক। গতি, নির্ভুলভাবে নিশানায় আঘাত এবং ক্ষমতার মিশেল ব্রহ্মসকে বিশ্বের সেরা ক্ষেপণাস্ত্রগুলির অন্যতম করে তুলেছে। ভারতীয় সেনা, নৌসেনা এবং বায়ুসেনার মেরুদণ্ড হয়ে উঠেছে ব্রহ্মস।' এদিনের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও। গত ১১ মে লখনউয়ে ব্রহ্মসের কারখানাটির উদ্বোধন হয়েছিল। রাজনাথ বলেন, প্রতি বছর প্রায় ১০০টি করে ক্ষেপণাস্ত্র এখানে তৈরি হবে। সেগুলি সেনা, নৌসেনা এবং বায়ুসেনার হাতে তুলে দেওয়া হবে। ব্রহ্মস কারখানায় প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলেও দাবি করেন রাজনাথ। অপারেশন সিঁদুরের সময় ব্রহ্মস দিয়ে পাকিস্তানের মাটিতে হামলা চালিয়ে ছিল ভারত। তাতে পাকিস্তানের একাধিক বায়ুসেনা ঘাঁটির প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল।

ডিভোর্স হলেই খোরপোশ নয়

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর : ডিভোর্স বা বিবাহবিচ্ছেদ হলেই আর্থিকভাবে স্বনির্ভর স্বামী বা স্ত্রীকে স্থায়ী খোরপোশ দেওয়া হবে না। দিল্লি হাইকোর্ট এমনই রায় দিয়েছে একটি মামলায়।

বিচারপতি অনিল ক্ষেত্রপাল এবং বিচারপতি হরিশ বৈদ্যনাথান শঙ্করের ডিভিশন বেঞ্চ সাফ জানিয়েছে, যিনি খোরপোশ চাইছেন তাঁর যে সত্যিই আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন সেটা প্রমাণ করতে হবে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'স্থায়ী খোরপোশ সমাজকল্যাণের প্রতীক, কোনও পক্ষের আর্থিক ক্ষমতা বা ব্যক্তিগত লাভের মাধ্যম নয়।'

সম্প্রতি আদালতে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করেছিলেন এক মহিলা। তিনি ভারতীয় রেলের ট্রাফিক সার্ভিসের গ্রুপ-এ অফিসার। তাঁর স্বামী আইনজীবী।

২০১০ সালের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু এক বছর পরই স্বামীর বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ তুলে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা করেছিলেন

তিনি। বিচ্ছেদের পরে মোটা টাকা খোরপোশও দাবি করেছিলেন তিনি। নিম্ন আদালত খোরপোশের দাবি খারিজ করে দেয়। আইনি বিবাদ গড়ায় দিল্লি হাইকোর্টে।

বেঞ্চ বলেছে, 'বিবাহবিচ্ছেদের পর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল ব্যক্তি যেন অসুবিধায় না পড়েন তার জন্য খোরপোশ। তবে বিবাহবিচ্ছেদ হলেই খোরপোশ দিতে হবে তা নয়। শুধুমাত্র ধনী হওয়ার জন্য কেউ খোরপোশের আবেদন করতে পারেন না।

আবেদনকারীকে প্রমাণ করতে হবে তাঁর সত্যিই আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন। আবেদনকারী একজন সরকারি অফিসার। তাঁর নিয়মিত রোজগার আছে। তাঁর ওপর কেউ নির্ভরশীলও নন। ফলে তিনি নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে পারেন।'

দীপাবলির আগে বাড়ি ফেরার ভিড় পাটনা জংশন স্টেশনে। শনিবার।

আধারের ধাঁচে ব্রিট কার্ড

ঘোষণা স্টার্মারের

লন্ডন, ১৮ অক্টোবর : ভারত সফরে এসে আধার কার্ডের প্রশংসা করেছিলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার। দেশে ফিরেই আধার কার্ডের ধাঁচে ব্রিটেনে নতুন পরিচয়পত্র চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। সেই কার্ডের নাম ব্রিট কার্ড। তবে আধারের মতো ব্রিট কার্ডে ব্রিটিশ নাগরিকদের বায়োমেট্রিক তথ্য থাকবে না। এটি চাকরিতে নিয়োগের পরিচয়পত্র হিসাবে ব্যবহৃত হবে। বেআইনি অভিবাসীদের ব্রিটেনে কাজের সুযোগ বন্ধ করবে ব্রিট কার্ড।

ব্রিটিশ সরকারের এক মুখপাত্র জানান, ভারতে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে নাম লেখাতে ও পরিষেবা পেতে কাজে লাগে আধার কার্ড। ব্রিট কার্ড প্রচলনের উদ্দেশ্য আলাদা। ব্রিটেনের প্রধান সমস্যা হল বেআইনি অভিবাসন। বিভিন্ন দেশ থেকে হাজার হাজার অভিবাসী প্রতি বছর বেআইনিভাবে ব্রিটেনে প্রবেশ করেন, তারপর বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজে নিযুক্ত হন। সেই সমস্যার সমাধান করবে ব্রিট কার্ড। এতে কোনও বায়োমেট্রিক তথ্য থাকবে না। এটি চাকরিতে নিয়োগের পরিচয়পত্রের কাজ করবে। যাঁদের কাছে ব্রিট কার্ড থাকবে না তাঁরা ব্রিটেনের কোথাও কোনও কাজ করার অনুমতি পাবেন না। এই কার্ডে ব্রিটিশ নাগরিকদের নাম, ঠিকানা, ছবি, জন্ম তারিখ ও নাগরিকত্বের প্রমাণ থাকবে।

স্টার্মার নতুন পরিচয়পত্র চালুর বিষয়ে বদ্ধপরিকর হলেও এই নিয়ে দেশের অন্দরে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। ব্রিটিশদের একাংশের আশঙ্কা, ব্রিট কার্ড চালু হলে তাঁদের তথ্য বেহাত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। পরিচয়পত্র চালু করে অনুপ্রবেশ সমস্যার সমাধান করা যাবে না বলে মনে করছেন তাঁরা।

যুদ্ধবিমানে ৬৫ হাজার কোটি খরচ ভারতের

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর : আগামী একদশকে যুদ্ধবিমানের ইঞ্জিন কিনতে প্রায় ৬৫,৪০০ কোটি টাকা ব্যয় করবে ভারত। গ্যাস টারবাইন রিসার্চ এস্ট্যাবলিশমেন্টের পরিচালক এসভি রমণা মূর্তি জানান, বিভিন্ন যুদ্ধবিমান প্রকল্পে প্রায় ১,১০০টি ইঞ্জিনের প্রয়োজন হবে।

দেশীয় ইঞ্জিন নির্মাণে প্রযুক্তিগত ঘাটতি থাকলেও 'কাবেরী' ইঞ্জিনের উন্নত সংস্করণ মানববিহীন যুদ্ধবিমানে ব্যবহার করা যেতে পারে বলে তিনি জানান। রমণা মূর্তি বলেন, দেশীয় ইঞ্জিন তৈরির জন্য পরিকাঠামো ও শিল্পভিত্তি গড়ে তুলতে হবে। ভারতের প্রথম গুপ্তচর যুদ্ধবিমানের জন্য ফ্রান্স, ব্রিটেন ও আমেরিকার সংস্থাগুলির সঙ্গে যৌথ উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা চলছে।

আগুন ঢাকা বিমানবন্দরে

ঢাকা, ১৮ অক্টোবর : ভয়াবহ আগুনে পুড়ে ছাই ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের একাংশ। শনিবার আগুন লেগেছে বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে। দুপুরে আগুন লাগলেও সন্ধ্যা পর্যন্ত তা নিয়ন্ত্রণে আসেনি। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে গোটা এলাকা। বিমানবন্দরে উড়ান চলাচল সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে। ঢাকাগামী বিমানগুলিকে চট্টগ্রাম ও সিলেট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করানো হচ্ছে। তবে কোনও হতাহতের খবর নেই। ঘটনার কারণ জানা যায়নি।

সূত্রের খবর, যে জায়গায় আগুন লেগেছে সেখানে বিদেশ থেকে আমদানি করা জিনিসপত্র রাখা হত। সেইসব পণ্যের মধ্যে দাহ্য পদার্থ ছিল কি না তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, কার্গো ভিলেজে রাখা একাধিক ড্রামে বিস্ফোরণ ঘটতে দেখেছেন তাঁরা। ওইসব ড্রামে কী ছিল তা জানা যায়নি। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে রাজি হননি পুলিশ, দমকল বা বিমানবন্দরের কর্তারা। বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালকের মুখপাত্র মহম্মদ মাসুদুল হাসান মাসুদ জানিয়েছেন, দুপুর ২টো নাগাদ আগুন লাগার কথা জানা যায়। প্রাথমিকভাবে দমকলের ৪টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেছিল। তবে আগুনের তীব্রতা আঁচ করে ইঞ্জিনের সংখ্যা বাড়িয়ে ৩৬ করা হয়েছে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ২টি অগ্নিনির্বাপণ ইউনিট।

এদিকে আগুন লাগার খবর শুনে বহু মানুষ কার্গো ভিলেজের আশপাশে ভিড় জমান। উৎসাহী জনতাকে ঠেকাতে হিমসিম খেতে হয়েছে পুলিশকে। মাইকিং করে সাধারণ মানুষকে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলেছে নিরাপত্তা বাহিনী।

কালো ধোঁয়ায় ঢেকেছে ঢাকার হজরত শাহজালাল বিমানবন্দর।

বিজেপি-বিপিএফ জোট

গুয়াহাটি, ১৮ অক্টোবর : বিধানসভা ভোটের আগে অসমে এনডিএ-র পরিধি বাড়াল বিজেপি। সপ্তাহ দুই আগে বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলে বিপুল জয় পেয়েছিল বোড়োল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট বা বিপিএফ। শনিবার বিপিএফের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে তাদের নেতা চরন বোরো রাজ্য মন্ত্রীসভায় ঠাঁই দিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। এই জোটের পর অস্বস্তিতে আরও এক বোড়ো দল ইউপিপিএল। শনিবার মাজবাটের দু-বারের বিপিএফ বিধায়ক চরণ বোরো মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। শপথের পর মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিপিএফ আনুষ্ঠানিকভাবে এনডিএ-তে শামিল হওয়ায় জোটের শক্তিই বাড়ল অসমে।

ওষুধের গুণমান যাচাই, কড়া আইন আনবে কেন্দ্র

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর : কাশির সিরাপ 'কোল্ডরিফ' খেয়ে মধ্যপ্রদেশে ২০ শিশুর মৃত্যু ঘিরে দেশজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। শুধু মধ্যপ্রদেশ নয়, পঞ্জাব, হরিয়ানা ও রাজস্থানেও ওই সিরাপে একাধিক শিশুর অসুস্থ হয়ে পড়ার খবর মিলেছে। এই ঘটনার পর থেকেই কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলির ওপর চাপ বাড়ছে ওষুধ তৈরির গুণমান নিয়ন্ত্রণ ও বাজার নজরদারি ব্যবস্থাকে আরও কড়া করার জন্য। সূত্রের দাবি, ওষুধের গুণমান পরীক্ষা ও বাজার নজরদারি ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে নতুন আইন আনতে চলেছে কেন্দ্র। একইসঙ্গে এই আইন চিকিৎসা-যন্ত্র এবং প্রসাধনীর নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও নতুন আইনি কাঠামো গড়ে তুলবে।

স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা(হু)-সহ বিশ্বের একাধিক দেশের তরফে ভারতীয় ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে বারবার গুণগত ত্রুটির অভিযোগ ওঠায় সরকার এই আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে খবর। সরকারের প্রস্তাবিত 'ড্রাগস, মেডিকেল ডিভাইসেস অ্যান্ড কসমেটিকস অ্যাক্ট, ২০২৫'-এর খসড়া ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হয়েছে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, খসড়া আইনটি আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে পেশ করার পরিকল্পনা রয়েছে। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনারেল অব ইন্ডিয়া ড. রাজীব রঘুবংশী এই খসড়া আইনটি উপস্থাপন করেন। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা। বৈঠকে ডিসিজিআই এবং সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন-এর উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা প্রস্তাবিত আইনের

কাঠামো তুলে ধরেন।

নতুন আইন কার্যকর হলে সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশনকে প্রথমবারের মতো আইনি ক্ষমতা দেওয়া হবে, যাতে তারা দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার এবং রপ্তানিযোগ্য ওষুধ, চিকিৎসা সরঞ্জাম ও প্রসাধনীর গুণমান পরীক্ষা ও নজরদারি কার্যক্রমে কঠোর পদক্ষেপ করতে পারে। নতুন আইনে সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশনকে ভেজাল বা নিম্নমানের ওষুধের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ারও ক্ষমতা দেওয়া হবে। পাশাপাশি লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজ করা, রাজ্যস্তরের নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয় জোরদার করা এবং পরীক্ষাগারগুলির পরিকাঠামো উন্নত করার পরিকল্পনাও রয়েছে খসড়ায়। নতুন আইনটি ১৯৪০ সালের 'ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিকস অ্যাক্ট'-এর জায়গা নেবে এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সংগতি রেখে তৈরি করা হচ্ছে বলেই জানা গিয়েছে। যার মূল লক্ষ্য, ওষুধ উৎপাদন থেকে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

মহিলা ও তরুণ ভোটারে বাজিমাতের আশা এনডিএ'র

পাটনা, ১৮ অক্টোবর : বিহার বিধানসভা ভোটে এবার পার্থক্য গড়ে দিতে পারে শাসক-বিরোধীদের এম-ওয়াই ফর্মুলা। আরজেডি-র চিরন্তন মুসলিম-যাদব সমীকরণের জবাবে বিজেপি-জেডিইউ এবার হাতিয়ার করেছে মহিলা-যুব ভোটব্যাংককে। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনার আওতায় মহিলাদের প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া শুরু হয়েছে বিহারে। অপরদিকে লাগাতার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং বেকারত্বের জালে আটকে থাকা তরুণ ভোটারদের কাছে টানতে একাধিক প্রকল্প শুরু করেছে বিহারের ডবল ইঞ্জিন সরকার।

শাসকের এহেন এম-ওয়াই ফর্মুলায় স্বাভাবিকভাবেই চিন্তিত বিরোধী মহাজোট। আরজেডি প্রধান বিরোধী দল হিসাবে মুসলিম এবং যাদবদের মধ্যে বরাবরই প্রভাবশালী। তাদের জোটসঙ্গী কংগ্রেসও মুসলিম ভোটব্যাংকে থাবা বসানোর চেষ্টা করছে। এই কৌশলের জবাবে বিজেপি এবং জেডিইউ জাতভিত্তিক গোষ্ঠীর বদলে মহিলা ও তরুণ ভোটারদের সামনে রেখে ভোট বৈতরণি পেরোতে চাইছে।

বিহারের মোট ভোটার ৭.৪৩ কোটি, যার মধ্যে প্রায় ৩.৫ কোটি মহিলা। ১.৫ কোটিরও বেশি তরুণ ভোটার রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে ১৪ লক্ষের বেশি এবারই প্রথম ভোট দেবেন। বিজেপির নির্বাচনি কৌশলের সঙ্গে যুক্ত এক নেতা বলেন, 'এনডিএ সর্বদা নারীশক্তি এবং যুবশক্তির ক্ষমতায়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বিহারের সর্বপ্রকারের উন্নয়নের লক্ষ্যে এবার তাদের সমর্থন এনডিএ-র দিকে টানার চেষ্টা করা হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'এনডিএ-র 'এম-ওয়াই' সমীকরণ আরজেডি-র 'এম-ওয়াই' সমীকরণের চেয়ে বেশি কার্যকর এবং রাজ্যের উন্নয়নের প্রতি নিবেদিত। আরজেডি তাদের সমীকরণের অধীনে যাদব এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে নির্বাচনি লাভের জন্য ঠকায়, কিন্তু তাদের ক্ষমতায়নের জন্য কিছুই করেনি।'

২০২৩ সালের বিহার জাত গণনা অনুযায়ী, রাজ্যের জনসংখ্যার ১৪.২৬ শতাংশ যাদব এবং মুসলমান ১৭.৭০ শতাংশ। যাদবরা ওবিসি সম্প্রদায়ের অংশ। তাদের মোট জনসংখ্যা বিহারের মোট জনসংখ্যার ৪৩%। তপশিলি জাতি ২০%, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণি ১০%, তপশিলি উপজাতি ২% এবং সাধারণ শ্রেণি ৯.৫% এর বেশি। এর পাশাপাশি মহিলা ভোটারদের একটা বড় অংশ বরাবরই নীতীশ কুমারের পক্ষে থাকেন। প্রবীণ এক জেডিইউ নেতা জানান, 'এবার প্রথম ভোটদাতাদের সংখ্যা ১৪.০১ লক্ষ এবং এনডিএ তাদের উন্নয়নমূলক নীতির দিকে আকৃষ্ট করার জন্য একটি সুচিন্তিত পদক্ষেপ করছে।'

সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, বিহারের জনসংখ্যার মধ্যে ব্রাহ্মণরা ৩.৬৫%, রাজপুতরা ৩.৪৫%, ভূমিহাররা ২.৮৭% এবং কায়স্থরা ০.৬০%। বিজেপির ১০১ জন প্রার্থীর মধ্যে অনেকেই ভূমিহার, রাজপুত এবং ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়।

পদ্ম ঠেকাতে বামেদের ভরসা করছে মহাজোট

পাটনা, ১৮ অক্টোবর : লাল মানেই বিপদ! বিজ্ঞাপনী ক্যাচলাইন এবার ঘোর বাস্তব বিহারের বিধানসভা ভোটে। নির্বাচনি সংগ্রাম জিততে জনমুখী একাধিক প্রকল্পের পাশাপাশি প্রচারের সুরও তীব্র করেছে শাসক বিজেপি-জেডিইউ। আসনরফা নিয়ে শরিকি মতবিরোধকে সঙ্গে নিয়েই ভোটযুদ্ধে নেমে পড়েছে বিরোধী মহাজোট। কিন্তু ঘোঁটের মধ্যেই বিরোধী শিবিরকে ভরসার আলো দেখাচ্ছে লাল নিশান। বিরোধী শিবির মনে করছে, এনডিএ-র মোকাবিলায় আরজেডি, কংগ্রেসের পাশাপাশি ভরসা লাল পতাকাধারীরাও।

শনিবার সিপিআই (এম-এল) লিবারেশনের তরফে ২০ জনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে। গতবারের জয়ী ১২ জন প্রার্থীকে এবারও টিকিট দিয়েছে তারা। দলের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা জোটধর্ম বজায় রেখেছি। আমরা এবার বেশি আসন পাওয়ার অধিকারী হলেও শেষমেশ মাত্র ২০টি আসনে প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা এবার অন্তত ২৪টি আসনে লড়তে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেটা এবার আর হল না।' লিবারেশন গতবার ১৯টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল। জিতেছিল ১২টি আসন। আরজেডি-কংগ্রেসকে ছাপিয়ে স্ট্রাইক রেট ছিল তাদের। বিজেপির স্ট্রাইক রেট ছিল ৬৭.৩ শতাংশ। তারপরই ছিল লিবারেশন। তাদের স্ট্রাইক রেট ছিল ৬৩.২ শতাংশ। বাকি দুই বাম দল সিপিআই এবং সিপিএমও ভালো লড়াই করেছিল গতবার। তিন দলের সম্মিলিত স্ট্রাইক রেটও ছিল ৫০ শতাংশের ওপর। এবারও ভালো ফলের ব্যাপারে আশাবাদী তিন বাম দলই। সিপিএমের প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি বলেছিলেন, তাঁরা যদি আরও বেশি আসনে প্রার্থী দিতে পারতেন তাহলে তাঁদের ফল আরও ভালো হত।

বামেরা এবার নজর দিয়েছে এসআইআরের মতো ইস্যুতে। দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের অভিযোগ, দলিত, মুসলিম, পরিযায়ী শ্রমিক, গরিব মানুষদের ইচ্ছাকৃতভাবে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। গোপালগঞ্জ, কিষনগঞ্জ, পূর্ণিয়ার মতো মুসলিম ও দলিত অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে সর্বাধিক নাম বাদ পড়েছে। এদিকে জন সুরাজ পার্টির সুপ্রিমো প্রশান্ত কিশোর এদিন দাবি করেছেন, বিরোধী মহাজোট তৃতীয় স্থানে থাকবে এবার। মূল লড়াই হচ্ছে এনডিএ বনাম জন সুরাজের। এদিকে ভোটে জিতলে নীতীশ কুমারকে ফের মুখ্যমন্ত্রী করা নিয়ে এনডিএ-তে বিরোধ ক্রমশ বাড়ছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা জানিয়েছিলেন, নীতীশের নেতৃত্বে ভোটে লড়াই করলেও জেতার পর এনডিএ-র মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন সেটা শরিকরা বসে ঠিক করবেন। তাঁকে সমর্থন জানিয়ে এলজেপি (রামবিলাস) নেতা চিরাগ পাসোয়ান জানিয়েছেন, বিহারে পাঁচ দলের জোট রয়েছে। সবাই বসে পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঠিক করবে।

মুহরত ট্রেডিংয়ে কোন শেয়ার কিনবেন

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

প্রতি বছর ৩০ মার্চ খাতায়-কলমে শুরু হয় বিক্রম সম্বত বছর। কিন্তু শেয়ার বাজারের লগ্নিকারীরা বছর শুরু পালন করেন দীপাবলির দিন। দেশের প্রধান দুই স্টক এক্সচেঞ্জও দীপাবলির দিন বিশেষ এক ঘণ্টার 'মুহরত ট্রেডিং'-এর আয়োজন করে। বিশ্বাস, এই সময় করা লেনদেন সৌভাগ্য বয়ে আনে এবং একটি নতুন ও সফল আর্থিক বছরের সূচনা করে।

এই বিশ্বাসকে মর্যাদা দিলে বলা যায়, ২১ অক্টোবর, দীপাবলির দিন শুরু হবে এবারের সম্বত ২০৮২ আর্থিক বছর। ওই দিন ১টা ৪৫ মিনিট থেকে ২টো ৪৫ মিনিট পর্যন্ত বিশেষ লেনদেন সেশন খোলা থাকবে দুই প্রধান এক্সচেঞ্জে। ওই দিন সাধারণ লেনদেন বন্ধ থাকবে। এই ১ ঘণ্টা লেনদেনে শেয়ার কিনে রাখাকে এই দেশের বিনিয়োগকারীরা শুভ এবং লাভজনক মনে করেন। সাধারণত তাৎক্ষণিক লাভের জন্য নয়, এই দিন আগামী এক বছর অর্থাৎ পরের দীপাবলির কথা মাথায় রেখে শেয়ার কিনে রাখে লগ্নিকারীরা।

মুহরত ট্রেডিংয়ে সাধারণত সূচক উর্ধ্বমুখী থাকে। বিগত ১০-১১ বছরের পরিসংখ্যানে এই ধারণা স্পষ্ট। ২০১৪ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত মোট ১১ বছরে মাত্র দু'বার সূচক নিম্নমুখী ছিল। ২০১৫ এবং ২০২২-এর মুহরত ট্রেডিংয়ে সেনসেক্স ও নিফটি পতনের মুখ দেখেছিল। ওই দুই বছরের মুহরত থেকে পরবর্তী মুহরত পর্যন্ত এক বছরে সেনসেক্স ও নিফটি নেগেটিভ রিটার্ন দিয়েছে। সব থেকে বেশি রিটার্ন দিয়েছে ২০২১-এর মুহরত ট্রেডিং। ২০২১-এর মুহরত থেকে ২০২২-এর মুহরত পর্যন্ত সেনসেক্স ৩৭.৬৫ শতাংশ এবং নিফটি ৪০.১৯ শতাংশ রিটার্ন দিয়েছে। সব মিলিয়ে মুহরত ট্রেডিংয়ের দিনগুলিতে বিগত বছরগুলিতে দুই সূচক গড়ে ০.৫ শতাংশ থেকে ১.০ শতাংশ পর্যন্ত রিটার্ন দিয়েছে লগ্নিকারীদের।

বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে মুহরত ট্রেডিং শুরু হয়েছিল ১৯৫৭ সালে। অন্যদিকে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জে তা শুরু হয় ১৯৯২-এ। তারপর থেকেই এই বিশেষ ট্রেডিং চলে আসছে। আগে অনলাইন ট্রেডিং না থাকায় ওই দিন লগ্নিকারীরা স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে ভিড় করতেন। এখন অনলাইনের সুবিধা চালু হওয়ায় ঘরে বসেই লেনদেন সেরে ফেলা যায়। তাই উন্মাদনা আরও বেড়েছে। মুহরত ট্রেডিং নিয়ে অনেক মিথ চালু রয়েছে। পুরো ধারণার ভিত্তিই হল বিশ্বাস। তাই লগ্নিকারীদের বাড়তি সতর্ক থাকতে হবে। লগ্নির প্রাথমিক বিষয়গুলিকে ভুললে চলবে না। আর্থিক লক্ষ্য, ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা, লগ্নির মেয়াদ ইত্যাদি বিবেচনা করে তবেই লগ্নির সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মুহরত ট্রেডিংয়ের প্রবণতা সাধারণ দিনের ট্রেডিংয়ের প্রবণতার সঙ্গে সাধারণত খাপ খায় না। তাই লগ্নির আগে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া একান্ত জরুরি।

মুহরত ট্রেডিংয়ে কোন কোন শেয়ার কেনা যায় তার তালিকা প্রকাশ করে বিভিন্ন ব্রোকারেজ ও আর্থিক সংস্থা। ২০২৫-এর মুহরত ট্রেডিংয়ে ২০৮২ সম্বতের জন্য যেসব শেয়ার কেনা যেতে পারে...

আনন্দ রাঠি

কোম্পানি	টার্গেট (শতাংশ)
আইআরবি ইনফ্রা	৫০
আইএফসিআই	৫০
জুপিটার ওয়াগন	৪৯
হিন্দ জিঙ্ক	৫০
টাটা টেক	৩৭
জিআরএসই	৫০
বিইএমএল	৪২

জেএম ফিন্যান্সিয়াল

কোম্পানি	টার্গেট (শতাংশ)
রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ	২৮
পাওয়ার গ্রিড	১৭
বাজাজ ফিন্যান্স	১৯
আইসিআইসিআই লোম্বার্ড	১৭
জিন্দাল স্টিল	১৯
ন্যালকো	১৭
গ্র্যাভিটা	২১
ম্যাক্রোটেক ডেভেলপারস	২৩
ওলেক্ট্রা গ্রিনটেক	২৭
অশোকা বিল্ডকন	১৫

শেয়ার ইন্ডিয়া

কোম্পানি	টার্গেট (শতাংশ)
আদানি পোর্ট	৩০
গ্র্যানুলস	২৬
লেমন ট্রি হোটেল	২৯
সারদা মোটর	২২
যথার্থ হসপিটাল	২৫
এইচজি ইনফ্রা	২৭
জিন্দাল শ	৩০
নিপ্পন লাইফ এএমসি	২২
টাটা পাওয়ার	২২
জেন টেক	২০

অ্যাক্সিস ডিরেক্ট

কোম্পানি	টার্গেট (শতাংশ)
রেনবো চিলড্রেন	২৩
ডোমস ইন্ডাস্ট্রিজ	২২
কেইসি ইন্টারন্যাশনাল	২০
চ্যালেট হোটেল	১৯
মিন্ডা কর্প	১৯
কোটাক মাহিন্দ্রা	১৭
ফেডারেল ব্যাংক	১৬
জেএসডব্লিউ এনার্জি	১৫
কোফর্জ	১৫

এসবিআই সিকিউরিটিস

কোম্পানি	টার্গেট (টাকা)
অসওয়াল পাম্প	৯৭০
স্বরাজ ইঞ্জিনিয়ারিং	৫১১২
পন্ডি অক্সাইড	১৫৩০
অশোক লেল্যান্ড	১৭০
আজাদ ইঞ্জিনিয়ারিং	২১০৫
ফিয়েম ইন্ডাস্ট্রিজ	২৩৪০
আইএমএফএ	১৪১৫
সাবরোজ	১৩৫৫
ন্যালকো	২৮০
ইন্ডিয়ান ব্যাংক	৮৭৫

পিএল ক্যাপিটাল

কোম্পানি	টার্গেট (টাকা)
অনন্ত রাজ	৯৪০/১১০০
হাইটেক পাইপস	১৫০/১৬৫
ভা টেক ওয়াবাগ	১৭৭০/১৯০০
টিভিএস মোটর	৪১০০/৪৫৫০
এইচবিএল ইঞ্জিনিয়ারিং	১১০০/১২৫০
সুইগি	৫৩০/৫৮০
ভি-মার্ট	১০৩০/১১৩০
হিন্দ কপার	৪০৫/৪৪০

এইচডিএফসি সিকিউরিটিস

কোম্পানি	টার্গেট (টাকা)
ভারতী এয়ারটেল	২২৪৪
এল অ্যান্ড টি	৪২০০
আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক	৮৮.৫
হ্যাপি ফোর্জিং	১০৮৩
জেএসডব্লিউ এনার্জি	৬৩৯
এমএসটিসি	৬৭৩
অ্যাসোসিয়েট অ্যালকোহল	১২০০
নদার্ন আর্ক ক্যাপিটাল	৩২৫
পিডিলাইট ইন্ডাস্ট্রিজ	১৭৮০
শিলা ফোম	৮৩৭

ভেনচুরা

কোম্পানি	টার্গেট (টাকা)
অম্বুজা সিমেন্ট	৭৯৪
রয়্যাল অর্কিড হোটেল	৭০০
আদানি গ্রিন এনার্জি	২১৪২
পেটিএম	২০৭৪
ভি মার্ট রিটেল	১০৬৯
ক্যাপরি গ্লোবাল	২৭৪
এইচসিসি	৬৪
ট্রান্সফরমার অ্যান্ড রেক্টিফায়ার	৭৫৭

কোটাক সিকিউরিটিস

কোম্পানি	টার্গেট (টাকা)
আদানি পোর্ট	১৯০০
অটাস কেমিক্যালস	১৭৮০
ইটারনাল	৩৭৫
আইসিআইসিআই ব্যাংক	১৭০০
মাহিন্দ্রা	৪০০০
রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ	১৫৫৫

আইসিআইসিআই ডিরেক্ট

কোম্পানি	টার্গেট (টাকা)
এইচডিএফসি ব্যাংক	১১৫০
ক্রেডিট অ্যাক্সেস গ্রামীণ	১৬০০
লারসেন অ্যান্ড টুব্রো	৪৫০০
এআইএ ইঞ্জিনিয়ারিং	৪০৬০
অ্যালায়েড ব্লেন্ডার্স	৬৪০
কেইনস টেকনলজি	৮৯০০
ডেটা প্যাটার্নস	৩৫৬০
গ্রিনল্যাম ইন্ডাস্ট্রিজ	৩০০

জিওজিৎ ইনভেস্টমেন্ট

কোম্পানি

এসবিআই, ইনফোসিস, মারুতি, হিন্দুস্তান ইউনিলিভার, অ্যাক্সিস ব্যাংক, আলট্রাটেক সিমেন্ট, টাটা কনজিউমার, হিরো মোটো কর্প, সুজলন এনার্জি, ব্রিগেড এন্টারপ্রাইজ, ক্যান ফিন হোম, এইচজি ইনফ্রা।

ইউনিভেস্ট

কোম্পানি

বাজাজ ফিন্যান্স, এইচডিএফসি ব্যাংক, কোটাক মাহিন্দ্রা, হিন্দুস্তান ইউনিলিভার, অ্যাভিনিউ সুপারমার্ট, টাইটান, নেসলে, এশিয়ান পেইন্টস, ট্রেন্ট, টিসিএস।

সতর্কীকরণ : শেয়ার মার্কেটে লগ্নি ঝুঁকিপূর্ণ। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞেরমতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

ভারতীয় শেয়ার বাজারে শুভ দীপাবলি

বোধিসত্ত্ব খান

দীপাবলির আগেই ভারতীয় শেয়ার বাজার বিনিয়োগকারীদের উত্থানের আলোয় ভরিয়ে দিল বলা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম সাংঘাতিকভাবে কমে গিয়েছে। বিশেষ করে ক্রুড অয়েল, ডব্লিউটিআই, মারবান ক্রুড ৫৯ থেকে ৬২ ডলার প্রতি ব্যারেল ট্রেড করছে। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৫০৫১ টাকা প্রতি ব্যারেল (স্পট প্রাইস)। এর ফলে ভারতীয় অর্থনীতির পক্ষে তা দারুণ সহায়ক হবে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। অন্যদিকে সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকাতে রপ্তানি ১২.৫ শতাংশ কমলেও সার্বিকভাবে রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে ৬.৮ শতাংশের কাছে। ইউএই এবং চিনে ভারত বেশি রপ্তানি করতে সক্ষম হয়েছে। সৌভাগ্যবশত এফআইআইরা বিক্রি একেবারেই কমিয়ে দিয়েছে। পর পর তিনদিন অর্থাৎ ১৫ অক্টোবর থেকে ১৭ অক্টোবর তারা মোটের ওপর কিনেছে। যদিও গোটা অক্টোবরে এখনও ৫৮৬.৭৬ কোটি টাকার ঘাটতি রয়েছে। এবং এই সুযোগ সুদে-আসলে মিটিয়ে দিচ্ছে ডিআইআইরা। গোটা অক্টোবরে তারা মোট ২৮,০৪৪.৪৫ কোটি টাকার শেয়ার কিনেছে। এবং তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে ভারতীয় শেয়ার বাজারে। নিফটি বহুদিন পর ২৪৫০০-২৫৫০০-এর গণ্ডি ভেঙে ওপরে উঠেছে। নিফটি শুক্রবার দিনের শেষে বন্ধ হয়েছে ২৫,৭০৯.৮৫ পয়েন্টে। সেনসেক্স একসময় ৮৪০০০ ছাড়িয়ে গেলেও শেষপর্যন্ত বন্ধ হয় ৮৩৯৫২.১৯ পয়েন্টে। এই বছর এখনও অবধি সেনসেক্স ৭.৪৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নিফটি ৮.৭৩ শতাংশ। তবে নিফটি আইটি যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছে। গোটা বছরে নিফটি আইটি ইন্ডেক্স পতন দেখেছে ১৯.৩৫ শতাংশ। উইপ্রোর দ্বিতীয় কোয়ার্টারের রেজাল্ট মোটেই ভালো হয়নি। সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ তাদের মোট লাভ ছিল ৩২২৭ কোটি টাকা। সেটা মাত্র ৩৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩২৬২ কোটি টাকায়। ফলে শুক্রবার দিনের শেষে উইপ্রোর শেয়ার পতন দেখে ৫.০৯ শতাংশ। আর যে আইটি কোম্পানিগুলি ভালো পতন দেখেছে, তার মধ্যে রয়েছে কোফর্জ (-১.৫১ শতাংশ), এইচসিএল টেক (-১.৯০ শতাংশ), ইনফোসিস (-২.০৭ শতাংশ), এমফ্যাসিস (-৩.২৩ শতাংশ), পারসিস্টেন্ট সিস্টেমস (-১.৪৭ শতাংশ) এবং টেক মাহিন্দ্রা (-১.১১ শতাংশ)। তবে বিস্ময়কর উত্থান হয়েছে পেন্টস সেক্টরে। বহু মাস পর একসঙ্গে বড় বড় পেন্টস কোম্পানিগুলি উত্থান দেখল। এর মধ্যে রয়েছে এশিয়ান পেন্টস (৪.০৯ শতাংশ), বার্জার পেন্টস (২.১৪ শতাংশ), কানসাই ন্যারোল্যাক (৩.০৭ শতাংশ) এবং একজো নোবেল (০.২৩ শতাংশ)। পেন্টস সেক্টরে এহেন উত্থানের পিছনে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। তার মধ্যে অবশ্যই রয়েছে ক্রুড অয়েলের দাম দারুণভাবে কমে যাওয়া। পেন্টসের মূল কাঁচামাল হল ক্রুড অয়েল। ফলে তেলের দাম কমলে পেন্টস কোম্পানিগুলি খুবই উপকৃত হয়ে থাকে। এছাড়া গোটা অক্টোবর উৎসবের মাস। এই সময় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ তাদের ঘর রং করে থাকেন। তাই এই সময়টা পেন্টস কোম্পানিগুলির বিক্রি সাধারণত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। পেন্টস কোম্পানিগুলির ওপর ভর করেই কনজিউমার ডিউরেবলস সেক্টর এদিন ২.২২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। অপর দিকে এফএমসিজি সেক্টরের বিভিন্ন কোম্পানিও আজ নতুন করে উদ্দীপনা দেখিয়েছে। ব্রিটানিয়া (০.৯৫ শতাংশ), ডাবর (১.৫২ শতাংশ), ইমামি (২.৩৩ শতাংশ), গোদরেজ কনজিউমার (১.০৮ শতাংশ), হিন্দুস্তান ইউনিলিভার (১.৬৫ শতাংশ), আইটিসি (১.৭৩ শতাংশ), নেসলে (১.০১ শতাংশ) এবং টাটা কনজিউমার (১.৪৫ শতাংশ) উত্থান দেখে। উৎসবের রেশ নতুন করে রাঙিয়ে দিয়েছে এফএমসিজি সেক্টরকে।

রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ শুক্রবার সন্ধ্যায় তাদের দ্বিতীয় কোয়ার্টারের ফলাফল প্রকাশ করেছে। সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ ১৯,৩২৩ কোটি টাকার লাভের তুলনায় প্রায় ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২২,০৯২ কোটি টাকায়।

অন্যান্য যে কোম্পানিগুলি উল্লেখযোগ্য ফলাফল করেছে তার মধ্যে রয়েছে হিন্দুস্তান জিঙ্ক, ওয়ারি এনার্জিস এবং পলিক্যাব। হিন্দুস্তান জিঙ্ক বিগত বছরের সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে লাভ করেছিল ২২৯৮ কোটি টাকা যা এই সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৬৩২ কোটি টাকা। মনে রাখতে হবে, হিন্দুস্তান জিঙ্কের মূল উৎপাদন জিঙ্ক হলেও বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে লেড এবং রুপো উৎপাদন করে। এটি ভারতের সবচেয়ে বড় রুপো উৎপাদনকারী কোম্পানি। যেভাবে রুপোর দাম বিগত এক বছরে দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে, তার লাভ নিঃসন্দেহে হিন্দুস্তান জিঙ্ক পেয়ে চলেছে।

অন্যদিকে ওয়ারি এনার্জিস-এর দ্বিতীয় কোয়ার্টারের ফলাফলও উল্লেখযোগ্য। যেখানে বিগত বছরের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে তাদের লাভ ছিল মাত্র ৩৭৬ কোটি টাকা, সেখানে এই বছরের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে তাদের লাভ দ্বিগুণের বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে ৮৭৮ কোটি টাকাতে। পলিক্যাব গত বছর দ্বিতীয় কোয়ার্টারে লাভ করেছিল ৪৪৫ কোটি টাকা। এবছর তা বেড়ে হয়েছে ৬৯৩ কোটি টাকা। যদিও শুক্রবার তাদের শেয়ারদরে পতন ঘটে ১.৮৩ শতাংশ। শুক্রবার যে কোম্পানিগুলি তাদের ৫২ সপ্তাহের উচ্চতায় পৌঁছেছে তার মধ্যে রয়েছে অ্যাপোলো হসপিটাল, এথার ইনার্জি, ফরটিস হেল্থ, আইনক্স গ্রিন, মারুতি সুজুকি, এমটিএআর টেকনলজি, মুথুথ ফিন্যান্স, নেসলে, টিভিএস মোটরস প্রভৃতি।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

মণ্ডপের থিমে মনের অন্ধকার দূর করার বার্তা

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ১৮ অক্টোবর : রায়গঞ্জ শহরের বড় কালীপুজোগুলোর কথা বলতে গেলেই উকিলপাড়ার রামকৃষ্ণ সংঘের নাম উঠে আসে সামনের সারিতে। এবছর তাদের পুজো ৫৪তম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে। প্রতি বছরই রামকৃষ্ণ সংঘের ঝলমলে আলো ও সুদৃশ্য মণ্ডপ দর্শনার্থীদের নজর কাড়ে। এবারও যে তার ব্যতিক্রম হবে না, তেমনটাই মনে করছেন উদ্যোক্তারা।

'আলোর তরঙ্গ'-কে থিম করে এবছর পুজো করতে চলেছে রামকৃষ্ণ সংঘ। পুজো মণ্ডপ চত্বরে রকমারি আলোর খেলা দেখা যাবে, যা দর্শনার্থীদের মন ছুঁয়ে যাবে বলে দাবি আয়োজকদের। তবে আলোর মাধ্যমে শুধুমাত্র বাহ্যিক অন্ধকার দূরীকরণ নয়, বরং মানুষের মন থেকে ঈর্ষা, বিদ্বেষ, হিংসা, হানাহানি এই ধরনের অন্ধকার দূর করার বার্তাও দেওয়া হবে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মণ্ডপশিল্পী ও আলোকশিল্পী কাজ করলেও মৃৎশিল্পী হিসেবে কাজ করছেন স্থানীয় কলেজপাড়ার বাসিন্দা বাপি সাহা। পেশাগতভাবে তিনি রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের অতিথি অধ্যাপক। বাপি বলেন, 'বিশেষ নকশার প্রতিমা তৈরি করছি। যেরকম ঝাঁ চকচকে আলোর

শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি। রায়গঞ্জে।

খেলা দেখা যাবে পুজোমণ্ডপে, সেখানে প্রতিমাও তো মানানসই করতে হবে। দর্শনার্থীরা শুধু মণ্ডপসজ্জা বা আলোকসজ্জাই নয়, প্রতিমা দেখেও অভিভূত হবেন।'

রামকৃষ্ণ সংঘের এই পুজো মূলত বিভিন্ন অনুদানের ওপরই হয়ে থাকে বলে পুজো কমিটির তরফে জানানো হয়েছে। পুজো উদ্যোক্তাদের তরফে অর্ণব মণ্ডল বলেন, 'আমাদের পুজোয় সবাই বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেন। মনের অন্ধকার দূর করার বার্তাই আমরা এবছর দিতে চলেছি।' বিগত বছরগুলোতে পুজোর উদ্বোধনে টলিউড, বলিউড থেকে অভিনেতা বা অভিনেত্রীরা এলেও এবছর তেমন কাউকে আনা হচ্ছে না বলেই জানা গিয়েছে। ১৯ তারিখ পুজোর উদ্বোধন হবে। প্রতি বছর এই পুজোর শোভাযাত্রা দর্শকদের মন কেড়ে নেয়। এবছরও তার অন্যথা হবে না। এবছর পুজোর বিসর্জনের শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে ২৫ অক্টোবর। সেদিন দেশের বিভিন্ন রাজ্যের আঞ্চলিক নাচ ও বাদ্যযন্ত্রের দেখা মিলবে। অর্ণবের কথায়, 'পুজোর বিসর্জনের শোভাযাত্রা দেখতে প্রায় শহরের বাসিন্দারা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। এবছরও বিভিন্ন চমক রয়েছে বিসর্জনের শোভাযাত্রায়।'

বিচার দাবি

কালিয়াগঞ্জ, ১৮ অক্টোবর : চিকিৎসায় গাফিলতির জেরে এক গর্ভবতীর মৃত্যুর বিচারের দাবিতে মৃতার শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের নিয়ে কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের সুপারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল সিপিএমের সাংগঠনিক নেতৃত্ব। শনিবার দুপুরে এই সাক্ষাৎ-এ উপস্থিত ছিলেন সিপিএম নেতা দীগেন্দ্রনাথ রায়, দেবাশিস পাত্রাদার, ভারতেন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ। দীগেন্দ্রর দাবি, 'হাসপাতালের সুপার দুই চিকিৎসকের গাফিলতির কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। আমরা দলের তরফ থেকে ওই দুই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কড়া শাস্তির দাবি করছি।'

বালুরঘাটের বাজারে প্রদীপের পসরা। শনিবার মাজিদুর সরদারের ক্যামেরায়।

কদর বাড়ছে রঙ্গোলির

লাল, নীল, সবুজ রংয়ের সমারোহে কোথাও ফুটে উঠছে শাঁখ, কোথাও রঙিন আলপনায় চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে। আসলে কালীপুজো এখন আর শুধু আলোর উৎসব নয়, দীপাবলিতে রঙ্গোলিও এখন বাঙালির উৎসবের অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। রঙ্গোলি নিয়ে মালদা শহরে বাসিন্দাদের উৎসাহ কেমন, তারই খোঁজ নিলেন অরিন্দম বাগ।

কানপুর থেকে মালদা

ছোট্ট একটা চাকতির মতো চালনি। আর তাতে নানারকম রং ছিটিয়ে মুহূর্তে রঙিন নকশা তৈরি করে ফেলছেন রাস্তার ওপরেই। যেন রাস্তাতেই নকশিকাঁথা বুনে ফেলছেন ওঁরা। জনাদশেকের একটি দল এসেছে উত্তরপ্রদেশের কানপুর থেকে। বছরের এই সময়টা প্রতি বছরই মালদা শহরে দেখা মেলে ওঁদের।

নকশার জালি

ভাঙা বাংলা আর হিন্দি মিশিয়ে বলতে লাগলেন গোলাম মহম্মদ। মালদা শহরে ঘুরে ঘুরে রঙ্গোলির সামগ্রী বিক্রি করছেন ওঁরা। বছর পঁয়ষট্টির গোলাম মহম্মদ যা বললেন, তার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়, 'প্রতি বছর রঙ্গোলির পসরা নিয়ে মালদায় আসি। পাঁচ-সাতদিন এখানে ব্যবসা করে ফিরে যাই। নানা ধরনের নকশার জালি রয়েছে। রংয়ের প্যাকেটও রয়েছে।'

এখন ট্রেন্ড

তরুণীদের কাছে কালীপুজোয় রঙ্গোলি যেন নতুন ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনামিকা মণ্ডল নামে এক তরুণী বলেন, 'পুজোর সময় প্রতিটি বাড়িতেই আলপনা দেওয়া হয়। রঙ্গোলিকেও আমরা আলপনা হিসেবেই মনে করছি। এতে বিভিন্ন রং ব্যবহার হওয়ায় রঙ্গোলি দেখতে খুব সুন্দর হয়। নকশার জালিগুলো কিনছি, কারণ এগুলো থাকলে অনেক কম সময়ে, খুব সহজেই রঙ্গোলি দেওয়া যায়।'

রংয়ের শিল্প

যে কোনও শুভ অনুষ্ঠানে সৌভাগ্য বৃদ্ধির প্রতীক হিসেবেও রঙ্গোলি ব্যবহৃত হয়। রিঙ্কি দাস নামে এক তরুণীর কথায়, 'রঙ্গোলি এখন বাঙালিদের বাড়িতেও দেওয়া হয়। বেশ ভালো লাগে। এটা আসলে শিল্পকলার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। সাদা রংয়ের আলপানার জায়গায় রঙ্গোলির আকর্ষণটা অনেক বেশি। তাই আমিও এবার রঙ্গোলি দেব ঘরে।'

বিক্রেতার কথায়

জাভেদ নামে আরেক বিক্রেতা বলেন, 'এখন মালদাতেও রঙ্গোলির চাহিদা বাড়ছে। আমাদের কাছে বিভিন্ন সাইজের নকশার জালি রয়েছে। সবচেয়ে বড় জালি ৬০ টাকা, মাঝারি সাইজের জালি ৪০ টাকা ও ছোট সাইজের জালি ২০ টাকায় বিক্রি করছি। পরিমাণ অনুযায়ী প্রতিটি রংয়ের প্যাকেট রয়েছে। প্রায় ১০ হাজার টাকার সামগ্রী নিয়ে এসেছি।'

আগ্রহী ক্রেতারা

রঙ্গোলির সামগ্রী কিনতে দেখা গেল মালদার বাসিন্দা কেয়া মণ্ডলকে। তাঁর কথায়, 'এর আগেও রঙ্গোলি দিয়েছি। বছর দুয়েক আগে পুরীতে ঘুরতে গিয়েও রঙ্গোলির সামগ্রী কিনে এনেছিলাম। কালীপুজোয় যখন চারিদিক আলোয় রঙিন হয়ে থাকে। সেই সময় রঙ্গোলি দেখতে খুব ভালো লাগে। তাই প্রতি বছরই বাড়িতে রঙ্গোলি দিই। আজ সেই রঙ্গোলি দেওয়ার সামগ্রী কিনতে এসেছিলাম।'

ফের প্রশ্নের মুখে হোমের নিরাপত্তা

গেট খোলা দেখেই চম্পট ২ আবাসিকের

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৮ অক্টোবর : নিরাপত্তার ঘেরাটোপ টপকে ফের বালুরঘাটের শুভায়ন হোম থেকে পালাল দুই আবাসিক। ঘটনাকে ঘিরে শুক্রবার রাত শোরগোল পড়ে। যদিও রাতেই তাদের উদ্ধার করতে পেরেছে পুলিশ। আবাসিক পালানোর ঘটনায় প্রশ্নের মুখে সরকারি হোমটির নিরাপত্তা। চারদিকে সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারি থাকা সত্ত্বেও কীভাবে দুই আবাসিক কিশোর পালাল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। নিরাপত্তারক্ষীদের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারপার্সন মন্দিরা রায়। তিনি বলেছেন, 'বারবার এমন ঘটনা হোমের নিরাপত্তাকে প্রশ্নের মুখে ফেলছে। বিষয়টি নিয়ে এবার কঠোর হতে হবে।'

শুক্রবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ শুভায়ন হোম থেকে পালায় দুই কিশোর। প্রধান গেটের পাশে ছোট গেট খোলা রেখে নিরাপত্তারক্ষীরা একটু দূরে যেতেই ওই দুই আবাসিক ছুট লাগায়। তাদের একজনের বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরে, অপরজনের বাড়ি মালদা জেলায়। তবে পালালেও বেশি দূর যেতে পারেনি ওই দুজন। হোমের নিরাপত্তারক্ষী ও বালুরঘাট থানার পুলিশকর্মীরা এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে তাদের উদ্ধার করেন। একজনকে হিলি মোড়, অন্যজনকে হোমের পাশে জঙ্গল থেকে উদ্ধার করা হয়। সপ্তাহ দুয়েক আগে তাদের শুভায়ন হোমে আনা হয়েছিল। হোম কর্তৃপক্ষ

জানিয়েছে, ওই দুজন ভাইফোঁটা নেবে বলে পালানোর ছক কষেছিল। তাদের হোমে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ডিএসপি হেডকোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ জানিয়েছেন, দুজন পালিয়েছিল। তাদের উদ্ধার করা হয়েছে।

তবে বালুরঘাটের শুভায়ন হোম থেকে আবাসিক পালানোর ঘটনা নতুন ঘটনা নয়। এর আগেও একাধিকবার এখান থেকে আবাসিক পালানোর ঘটনা ঘটেছে। ২০১৯ সালে একসঙ্গে ৮ বাংলাদেশি কিশোর পালিয়েছিল। এদের অধিকাংশকেই হোমে ফেরানো যায়নি। অগাস্টের শেষে হোমের পাঁচিল টপকে পালিয়েছিল তিন আবাসিক কিশোর। পরে তাদের মালদা পুলিশ আটক করে হোমে পাঠায়। প্রতিবার ঘটনার পর প্রশাসনের তরফে নিরাপত্তা বৃদ্ধির

যা ঘটেছে

- শুক্রবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ শুভায়ন হোম থেকে পালায় দুই কিশোর
- প্রধান গেটের পাশে ছোট গেট খোলা রেখে নিরাপত্তারক্ষীরা একটু দূরে যেতেই ওই দুই আবাসিক ছুট লাগায়
- সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারি এড়িয়ে কীভাবে দুই আবাসিক পালাল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে
- নিরাপত্তারক্ষীদের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারপার্সন

কথা বলা হয় ঠিকই। কিন্তু কথামতো যে কাজ হয় না, তা শুক্রবারের ঘটনাতেই স্পষ্ট। নিরাপত্তায় কোথায় ফাঁকফোকর, নিরাপত্তারক্ষীদের কী ভূমিকা ছিল, সেই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখছে পুলিশ ও জেলা প্রশাসন। অতিরিক্ত জেলা শাসক হ্যারিস রশিদ জানিয়েছেন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বুনিয়াদপুরে ছটপুজো পর্যন্ত আতশবাজির বাজার

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ১৮ অক্টোবর : কালীপুজো মানেই আতশবাজি। এজন্য বুনিয়াদপুর পুরসভার উদ্যোগে বুনিয়াদপুর ফুটবল মাঠের সামনে শুরু হয়েছে আতশবাজির বাজার। ছটপুজো পর্যন্ত ওই বাজার চলবে। এখানে সাতটি আতশবাজির স্টল বসেছে। প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত বাজার খোলা থাকবে।

বাজারে স্থানীয় ক্রেতাদের যথেষ্ট ভিড় লক্ষ করা গিয়েছে। আতশবাজির আলো ও শব্দে উৎসবের আমেজ তৈরি হয়েছে বুনিয়াদপুর ফুটবল মাঠের সামনে।

আতশবাজি বিক্রেতাদের আশা, সামনের দিনগুলিতে ক্রেতাদের ভিড় আরও বাড়বে। এক বাজি বিক্রেতা সুকুমার বণিক জানিয়েছেন, শিশুদের জন্য চকচকে ফুলঝুরি, পেন্সিল, রঙিন চরকি থেকে শুরু করে বড়দের জন্য স্কাই শট, রকেট, ফানুস ও মাল্টি শটের বিস্তৃত সম্ভার এখানে পাওয়া যাবে।

চেয়ারম্যান কমল সরকারের বক্তব্য, 'গঙ্গারামপুর মহকুমা প্রশাসন ও পুর প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে নির্দিষ্ট এলাকা ও সময়ের মধ্যে বাজি বিক্রি ও ফাটানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। পরিবেশ ও নিরাপত্তা বিধি মেনে বাজার পরিচালিত হচ্ছে। বাজারে অগ্নিনির্বাপণ দপ্তরের আধিকারিক থাকার পাশাপাশি নিয়মিত পুলিশের টহলও থাকবে।'

বিক্রেতাদের আশা এবছর বিক্রি ভালো হবে। কারণ দীপাবলি শেষ হলে তারপর আসবে ছট উৎসব। আর ছটপুজো ঘিরে বাজির চাহিদা অনেক থাকে।

পুরসভার এমন উদ্যোগে খুশি শহরবাসী। এমনই এক শহরবাসী তপন কর্মকার বললেন, 'আতশবাজির বাজার এক জায়গায় হওয়ায় সুবিধা হয়েছে। এতে বিভিন্ন দোকান ঘুরে পছন্দের আতশবাজি কেনা যাবে।'

কুইজ উৎসব

গঙ্গারামপুর, ১৮ অক্টোবর : গঙ্গারামপুর কুইজ অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় শনিবার শহরের নিরঞ্জন ঘোষ স্মৃতি বিদ্যাপীঠে আয়োজিত হল গঙ্গারামপুর কুইজ উৎসব ২০২৫। এই প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ২০০ প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। এই প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীদের তিনটি বিভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি অবধি একটি বিভাগ। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি অবধি দ্বিতীয় বিভাগ এবং দ্বাদশ শ্রেণির ঊর্ধ্বদের নিয়ে আরেকটি বিভাগ। প্রতিটি বিভাগ থেকে তিনজন করে মোট ৯ জন প্রতিযোগীর হাতে আর্থিক পুরস্কার এবং ট্রফি তুলে দেওয়া হয়।

নজর কাড়বে রাঙা জবা

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৮ অক্টোবর : আত্রেয়ী নদীর শান্ত তীর ঘেঁষে গড়ে ওঠা বালুরঘাট শহরের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী পুজো সাড়ে তিন নম্বর মোড় ক্লাবের কালীপুজো। প্রতি বছরই এই পুজোকে ঘিরে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে শহর। এবছর ক্লাব এবং পুজোর হীরক জয়ন্তী বর্ষ, তাই উন্মাদনাটাও বেশি। এবছরের থিম 'মায়ের পায়ে রাঙা জবা'। ভক্তি, রক্তিম আবেগ ও শিল্পরসের সংমিশ্রণ ঘটাতেই এমন থিম বেছে নেওয়া পুজো উদ্যোক্তাদের।

'মহুয়ায় জমেছে আজ মৌ গো', থিম ছিল গতবছর। যা একটি গান থেকে নেওয়া। এবছরও 'মায়ের পায়ে রাঙা জবা' থিম বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে সামনে আসছে একটি শ্যামাসংগীত। উদ্যোক্তাদের বক্তব্য, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন ঘটবে মণ্ডপে। মণ্ডপ তৈরি করছেন শহরেরই শিল্পী সঞ্জয় চক্রবর্তী। বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে তিনি গড়ে তুলছেন এক মনোরম শিল্পকলানির্ভর পুজোমণ্ডপ। মৃৎশিল্পী উত্তম পালের তৈরি প্রতিমায় ফুটে উঠবে শ্যামা মায়ের ঐশ্বরিক রূপ। ক্লাবের উদ্যোগে বছরভর পুজো হয় মন্দিরে। এখানকার প্রতিমা গড়ছেন রমেন পাল। গুণীজন সংবর্ধনা, দুঃস্থদের শীতবস্ত্র বিতরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকছে কালীপুজোকে কেন্দ্র করে। থিমকেন্দ্রিক মণ্ডপে আলোকসজ্জা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চন্দননগরের আলোকশিল্পী মনোজ সাহাকে দেওয়া হয়েছে এই দায়িত্ব।

পুজো কমিটির সম্পাদক রতনকুমার সাহা বলছেন,

> হীরক জয়ন্তী বর্ষ আমাদের কাছে গর্বের। ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার মেলবন্ধন ঘটিয়ে আমরা চাইছি উৎসবকে সকলের জন্য উন্মুক্ত করতে।
>
> **অরিন্দম চক্রবর্তী**
> *ক্লাব সভাপতি*

'দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা ও সুবিধার দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।'

বাজেটের সাত লক্ষ টাকার মধ্যে সিংহভাগই সাধারণ মানুষের অনুদান থেকে এসেছে বলে জানান কোষাধ্যক্ষ রাকেশ সাহা। ক্লাব সম্পাদক তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, 'এবছরের থিমে আমরা তুলে ধরছি ভক্তি, সৌন্দর্য আর শিল্পের রাঙা আবেগ।'

মালদা শহরে গিনি এম্পোরিয়ামে কেনাকাটার ভিড়। শনিবার।

সোনার বিমা গিনি এম্পোরিয়ামে

মালদা, ১৮ অক্টোবর : একবছরের মধ্যে সোনার গয়না চুরি, ছিনতাই, বা খারাপ হয়ে গেলেও চিন্তা নেই গ্রাহকদের। কারণ, সোনার অলংকার কেনাকাটায় এবার বিমা নিয়ে এল গিনি এম্পোরিয়াম গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ড। বিমা থাকার কারণে পুরো টাকাই এবার ফেরত পাওয়া যাবে। জেলায় এই উদ্যোগ এই প্রথম। মূলত, গ্রাহকদের চিন্তামুক্ত করতেই এই বিমা প্রকল্প আনা হয়েছে বলে জানান গিনি এম্পোরিয়াম গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ড-এর কর্ণধার উত্তম কর্মকার। শনিবার একথা জানান তিনি। তিনি বলেন, 'ধনতেরাস উপলক্ষ্যে আমরা বরাবরের মতো এবারও ক্রেতাদের জন্য নানান স্কিম নিয়ে এসেছি। প্রতিটি কেনাকাটার ওপর গিফট, লাকি ড্র-কুপন, বিশেষ ছাড় এবং ফ্রি ইনসুরেন্স রয়েছে। আমরা হালকা ওজনের প্রচুর গয়না রেখেছি। আমাদের স্বর্ণকমল থাকছে। তাছাড়াও, আমাদের স্কিমে ক্রেতারা প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা করতে পারবেন। একবছর বাদে ১৩ মাসের টাকা পাবেন, যে টাকায় সোনা কিনতে পারবেন।'

ধনতেরাস উপলক্ষ্যে শনিবার সকাল থেকেই গিনি এম্পোরিয়ামের প্রতিটি শাখায় ছিল উপচে পড়া ভিড়। বালুরঘাট, বহরমপুর এবং মালদার রবীন্দ্র অ্যাভিনিউয়ের শোরুমে এদিন তিলধারণের জায়গা ছিল না।

জাগরণী সংঘে পরিবেশ রক্ষার আহ্বান

শুভ্রজ্যোতি রাহা

ডালখোলা, ১৮ অক্টোবর : দিন যত এগোচ্ছে ততই সবুজ ধ্বংস করে পৃথিবীতে গড়ে তোলা হচ্ছে কংক্রিটের জঙ্গল। ফলস্বরূপ আমরা বিশ্ব উষ্ণায়নের শিকার হচ্ছি। এভাবে জঙ্গল কেটে ফেলে সবুজ নষ্ট করার ফলে মানবসভ্যতা প্রভাবিত হচ্ছে। মাঝেমধ্যেই আমরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছি। এই চিন্তাভাবনাকে নিজেদের মণ্ডপসজ্জায় ফুটিয়ে তুলতে চলেছে ডালখোলা জাগরণী সংঘ। এবছর তাদের শ্যামাপুজোর থিম 'ভারসাম্য'।

জাগরণী সংঘের পুজো এবছর ৩৮ বছরে পা ফেলতে চলেছে। দর্শকদের নজর কাড়তে প্রতি বছর তারা নিত্যনতুন থিমের মণ্ডপ তৈরি করে। পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা জানান, এবছর তাঁরা শ্যামাপুজোয় দর্শনার্থীদের কাছে পরিবেশ রক্ষার বার্তা পৌঁছে দিতে এই মণ্ডপ তৈরি করছেন। মণ্ডপের একদিক সাজানো হচ্ছে সবুজ গাছপালা দিয়ে। মণ্ডপের অন্যদিকে পরিবেশের রুক্ষ রূপটিকে ফুটিয়ে তোলা হবে। পুজো আয়োজকদের মতে, বর্তমান সময় মানুষ নিজেদের আরও আধুনিক করে তোলার লক্ষ্যে পরিবেশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। তারা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে। তাই সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে চায় জাগরণী সংঘ। তবে শুধু পুজোর থিমে নয়, পরিবেশকে বাঁচাতে বিভিন্ন এলাকায় বৃক্ষরোপণ করার সংকল্প নিয়েছে এই পুজো কমিটি। তাদের এই উদ্যোগকে কুর্নিশ জানিয়েছেন পরিবেশপ্রেমীরাও।

পুজো কমিটির উদ্যোক্তা অভিজিৎ দে'র কথায়, 'এবছর আমাদের পুজোর বাজেট প্রায় দশ লক্ষ টাকা। পুজোর পাশাপাশি আমরা সংকল্প নিয়েছি পুজোর পরে আশপাশের এলাকায় শতাধিক বৃক্ষরোপণ করব।' তিনি জানান, শুধু মণ্ডপসজ্জায় নয়, চমক থাকবে প্রতিমাতেও।

পৃথিবীর পাঠশালা

বাঁশের সেতু

ভিয়েতনামের গ্রামগুলিতে এমন চমৎকার বাঁশের সেতু তৈরি হয়েছে, যা প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই না করে, তার তালে তাল মিলিয়ে চলে। এই সেতুগুলিতে বাঁশের তক্তাগুলি স্থিতিস্থাপক তন্তু দিয়ে যুক্ত করা হয়। ফলে বর্ষাকালে যখন নদীতে জল বাড়ে বা স্রোত তীব্র হয়, তখন সেতুটি ভেঙে না গিয়ে বরং প্রসারিত হয় ও বাঁক নেয়। এর আসল কৌশলটা লুকিয়ে আছে ঐতিহ্যবাহী কারিগরি আর আধুনিক সামান্য প্রযুক্তির মিশেলে। বেত বা গাছের আঁশ থেকে তৈরি দড়ি এই সংযোগস্থলে ব্যবহার করা হয়, যা শক অ্যাবজর্বারের মতো কাজ করে। জলস্তর বাড়লে সেতুটি নমনীয় হয়ে ওঠে, ফলে সহজে এটি ভেঙে যায় না। এই সেতুগুলি দামে সস্তা, পরিবেশবান্ধব এবং স্থানীয় বাঁশ দিয়েই তৈরি। পুরোনো জ্ঞানকে সামান্য বুদ্ধি দিয়ে ব্যবহার করলেই আধুনিক সমস্যার সমাধান করা যায়- এই সেতু তারই প্রমাণ।

এক শিশু, এক গাছ

জাপানের যেসব স্কুল জঙ্গলের কাছে অবস্থিত, সেখানে এক দারুণ প্রথা শুরু হয়েছে- প্রত্যেক শিশুকে একটি করে গাছ লাগাতে দেওয়া হয়, যার তারা নাম রাখে এবং যত্ন নেয়। এটা শুধুই বাগান করার পাঠ নয়, এটি একটি আজীবন বন্ধন তৈরি করে। গাছটি শিশুর সঙ্গেই বড় হতে থাকে, আর শিশুটি ঋতুভেদে গাছের পরিবর্তন দেখে, জল দেয় ও প্রকৃতির সঙ্গে গভীর সংযোগ বুঝতে পারে। গাছটির নাম দেওয়ায় শিশুটির সঙ্গে তার একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই গাছগুলি এক একটা ছোট স্মৃতির জঙ্গল তৈরি করে তোলে। নগরায়ণের এই সময়ে, এটি শিশুদের প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত থাকার এক দারুণ সুযোগ। একটি শিশু, একটি গাছ, আজীবনের বন্ধুত্ব।

ভাসমান স্মার্ট শহর

সৌদি আরব তাদের 'এনইওএম' প্রকল্পের অংশ হিসেবে নির্মাণ করছে অক্সাগন, যা হতে চলেছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ভাসমান শিল্পশহর। লোহিত সাগরের ওপর নির্মিত এই শহরটি মূলত উন্নত উৎপাদন, লজিস্টিক্স এবং গবেষণার কেন্দ্র হবে। এতে প্রায় ৩৩ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা হচ্ছে। এই শহরটি পুরোপুরি পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিতে চলবে। এখানকার শিল্পগুলি মূলত রোবোটিক্স, বায়োটেক এবং স্মার্ট লজিস্টিক্সের ওপর জোর দেবে। পরিবেশের ওপর প্রভাব কমাতে এটি উল্লম্বভাবে তৈরি হচ্ছে এবং সবুজ জায়গা রাখার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সৌদি আরবের অর্থনীতিকে তেল নির্ভরতা থেকে সরিয়ে প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাওয়ার এটি একটি সাহসী পদক্ষেপ।

আকাশ থেকে অতল গহ্বর

ক্যাথরিন ডি সুলিভান- এই নামটি শুনলেই রোমাঞ্চ জাগে। ইনি এক সত্যিকারের অভিযাত্রী, যিনি আক্ষরিক অর্থেই তারা ছুঁয়েছেন এবং পৃথিবীর গভীরতম স্থানেও পা রেখেছেন। ইতিহাসে তিনি প্রথম মহিলা যিনি মহাকাশে হেঁটেছেন। আবার, তিনিই প্রথম মহিলা যিনি পৃথিবীর গভীরতম স্থান চ্যালেঞ্জার ডিপে ডুব দিয়েছেন। একবার ভাবুন তো, একই মানুষ মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে দেখেছেন, আবার প্রশান্ত মহাসাগরের মারিয়ানা ট্রেঞ্চের সেই গাঢ় অন্ধকারেও নেমেছেন! এটাকেই বোধহয় বলে সত্যিকারের নির্ভীক কৌতূহল, মানবসীমাকে দু'দিকেই ঠেলে দেওয়া।

দোকানে ভাঙচুর

প্রথম পাতার পর

'গত ২৩ অগাস্ট আমার বাবা দোকান সংস্কারের উদ্যোগ নেন। পরের দিন কিছু তরুণ পিলার ফেলে দোকান দখলের চেষ্টা করে। থানায়, পঞ্চায়েতে, এমনকি এসডিও ও বিডিও অফিসে অভিযোগ জানিয়েও কোনও সুরাহা পাইনি। শেষমেশ শুক্রবার ভোররাতে দোকানগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়া হল।'

ঘর ভেঙেছে পুতুলবালা বর্মনেরও। পুতুল বলেন, 'গ্রামের কিছু তরুণ আমার কাছে দোকানের জায়গাটা চাইছিল। তারা বলেছিল, এই জায়গায় এতদিন তোমরা করে খেলে, এখন আমরা করে খাব। জায়গা দিইনি বলেই সব ভেঙে দিয়েছে। এদের পিছনে বড় মাথা আছে বলেই এত সাহস ওদের।'

অন্যদিকে, অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে ননীগোপাল বর্মন বলেন, 'প্রায় চার শতক দেবোত্তর জমিতে বেআইনিভাবে তারা দোকান করছে। কেউ কেউ পাকা নির্মাণও করেছে। গ্রামের মানুষ এটা মেনে নিতে পারেনি। আমরা আর্থমুভার দিয়ে কেউ দোকান ভাঙিনি। ওরা নিজেরাই ওসব করেছে। দেড় লক্ষ টাকা চাওয়ার অভিযোগও ভিত্তিহীন।'

পঞ্চায়েত প্রধান ভবানন্দ বর্মন বলেন, 'কে দোকান ভাঙল জানা নেই। তবে পুলিশের উপস্থিতিতে মালপত্র উদ্ধার হয়েছে। ছটপুজোর পর সবাইকে নিয়ে বসা হবে।'

রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার সুপার সানা আক্তার বলেন, 'ঘটনা খতিয়ে দেখতে স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।'

বেআইনি নির্মাণে অভিযুক্ত পুরসভা

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ১৮ অক্টোবর : আদালতের নজরদারিতে থাকা বেসরকারি অর্থলগ্নি সংস্থা রোজভ্যালির বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি কার্যত দখল করে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ উঠল জঙ্গিপুর পুরসভার বিরুদ্ধে।

অভিযোগ, এর আগে মামলাকারীদের তরফে বেআইনি দখলদারি বন্ধ করে যাবতীয় নির্মাণকাজ বন্ধের কথা জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়। কিন্তু, সেই নির্দেশেও কোনওরকম ভ্রূক্ষেপ না করায় এবার কড়া অবস্থান নিল কলকাতা হাইকোর্ট। এমন ঘটনা নজরে আসতেই জেলাজুড়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে তৃণমূল কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত জঙ্গিপুর পুরসভার এমন বিচিত্র কার্যকলাপ নিয়ে। তবে জঙ্গিপুর পুরসভার চেয়ারম্যান মফিজুল ইসলামের সাফাই, 'এটা হতে পারে না। জঙ্গিপুর পুরসভা কোনও বেআইনি নির্মাণ বা জবরদখল করেনি।'

এখানেই শেষ নয়। পুরসভার বিরুদ্ধে এফআইআর করার নির্দেশ দিয়ে এবিষয়ে চিঠি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট নিযুক্ত সংশ্লিষ্ট কমিটি। নির্দেশে রোজভ্যালি অ্যাসেটস ডিসপোজাল কমিটির তরফে রঘুনাথগঞ্জ এলাকার বাসুদেবপুর মৌজায় ১৮৩ নম্বর প্লটে পুরসভার বেআইনি নির্মাণ বন্ধ করতে বলা হয়েছে। এমনকি, মুর্শিদাবাদে জঙ্গিপুর পুরসভার বিরুদ্ধে স্থানীয় প্রশাসনকে অনুসন্ধান করে এফআইআর করতে আদেশ দিয়েছে হাইকোর্ট নিযুক্ত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দিলীপ শেঠ কমিটি। এর আগে ওই কমিটির তরফে পুরসভাকে চিঠি দেওয়া হয়। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছিল। তাতে পুরসভা কর্ণপাত করেনি বলে অভিযোগ। তাই এবার বড়সড়ো সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা হাইকোর্ট। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলাকে প্রাথমিক অনুসন্ধান করে এফআইআর করার জন্য জানিয়েছেন শেঠ কমিটির নোডাল অফিসার।

কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি বর্তমানে আদালতের হেপাজতে রয়েছে। সেখানে কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জবরদখল করার এক্তিয়ার নেই। তারপরও জঙ্গিপুর পুরসভা সেই জমি দখল করে নির্মাণ করছে বলে অভিযোগ উঠছে। জমি দখল করে জলের ট্যাংক সহ আরও নির্মাণকাজ শুরু করা হয়েছে। এই ব্যাপারে আমানতকারীদের আইনজীবী অরিন্দম দাস শনিবার জানান, ওই বেআইনি নির্মাণ দ্রুত বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় কড়া ব্যবস্থা নেবে হাইকোর্ট। এবিষয়ে আইনজীবী অরিন্দম দাস বলেন, 'এটা খুবই লজ্জাজনক বিষয়। পুরসভার মতো একটি প্রতিষ্ঠান হাইকোর্টের বাজেয়াপ্ত করার জমি জবরদখল করে দিনের পর দিন বেআইনি নির্মাণ করে চলেছে। অথচ তাদের সতর্ক করার পরেও পিছু হটছে না। এটা একটা ঔদ্ধত্য। তারা ফৌজদারি অপরাধ করেছে।' স্থানীয় বাসিন্দারা পুরসভার এমন কাণ্ডকে কার্যত রক্ষকের ভূমিকায় ভক্ষকের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

কী অভিযোগ

- আদালতের নির্দেশে বাজেয়াপ্ত চিট ফান্ড কোম্পানির জমি
- সেই জমি দখল করে নির্মাণ করার অভিযোগ জঙ্গিপুর পুরসভার বিরুদ্ধে
- আগেও নির্মাণকাজ বন্ধ করতে কলকাতা হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট কমিটির তরফে পুরসভাকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল
- তাতে কর্ণপাত না করায় জঙ্গিপুর পুলিশ জেলাকে প্রাথমিক অনুসন্ধান করে এফআইআর করার জন্য জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কমিটির নোডাল অফিসার

আলোর উৎসবে সেজে উঠেছে মালদা শহর। শনিবার। ছবি ঃ অরিন্দম বাগ

বিষহরির পুজোয় ৩৮৫টি মানতের মূর্তি

গৌতম দাস

গাজোল, ১৮ অক্টোবর : রমরমিয়ে চলছে ময়নার ঐতিহ্যবাহী বিষহরিমেলা। প্রতিবছর আশ্বিন মাসের শেষ চারদিন এবং কার্তিক মাসের প্রথম দুইদিন ময়নাতে মা মনসার পুজো করা হয়। পুজো উপলক্ষ্যে চলে মেলা। পুজোর সময় প্রতি রাতে পদ্মপুরাণ-এর বিষহরি গান পরিবেশিত হয়। এই পুজো ৫০০ বছরেরও বেশি পুরোনো। বহুদিন ধরে এই পুজো ধর্মীয় সম্প্রীতির সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। মানত পূর্ণ হলে হিন্দু এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ মন্দিরে মা মনসার মূর্তি দান করেন। এই বছর সবমিলিয়ে ৩৮৫টি মানতের মূর্তি এই মন্দিরে দান করা হয়েছে।

এই পুজো শুরুর গল্পও চমকপ্রদ। কথিত আছে, মারনাই-এর তৎকালীন জমিদার শশীভূষণ রায়চৌধুরী স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই পুজো শুরু করেছিলেন। তখন এলাকা ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। পুজো হত পাথরের তৈরি দেবীমূর্তির। বর্তমানে অবশ্য পাকা মন্দির তৈরি করা হয়েছে। পুজোর ইতিহাস সম্পর্কে বলতে গিয়ে পুজো কমিটির সভাপতি কৃষ্ণ সরকার বলেন, '৫০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে মা বিষহরি মাতা ঠাকুরানি এখানে পূজিতা হয়ে আসছেন। পূর্বপুরুষদের থেকে শুনেছি মারনাই-এর জমিদার শশীভূষণ চৌধুরী এই পুজো শুরু করেছিলেন। তিনি পুজোর খরচ চালানোর জন্য কিছু সম্পত্তি দেবোত্তর হিসেবে দান করেছিলেন। ওই সম্পত্তি থেকে যা আয় হয় সেই টাকা দিয়েই হয় মায়ের পুজো।'

ময়নার বিষহরিপুজোয় ভক্তরা। ছবি ঃ পঙ্কজ ঘোষ

> এলাকার সাধারণ মানুষ পুজোর জন্য যথাসাধ্য দান করেন। এখানকার দেবী খুব জাগ্রত, তাই হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই এই দেবীকে খুব মেনে চলেন।
>
> **কৃষ্ণ সরকার**
> পুজো কমিটির সভাপতি

তিনি যোগ করেন, 'এলাকার সাধারণ মানুষ পুজোর জন্য যথাসাধ্য দান করেন। এখানকার দেবী খুব জাগ্রত, তাই হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই এই দেবীকে খুব মেনে চলেন।'

বিষহরি মাতা ঠাকুরানির প্রতিমা ছাড়াও মানত পূর্ণ হলে ভক্তরা যেসব মূর্তি দান করেন সেইসব মূর্তিরও পুজো করা হয়। পুজোর ভোগ হিসেবে ফলমূল এবং মিষ্টি দেওয়া হয়। পুজোতে অনেকে পাঁঠা, হাঁস,পায়রা উৎসর্গ করেন। মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা ভোগ হিসেবে নিবেদন করেন হাঁসের ডিম এবং বাতাসা। অনেক হিন্দু মানুষও মা-কে হাঁসের ডিম উৎসর্গ করেন।

কার্তিক মাসের ২ তারিখ সকাল থেকে শুরু হয় বলি। প্রায় শ-তিনেক পাঁঠার সঙ্গে সমসংখ্যক পায়রা এবং হাঁস বলিও হয়। শুধু মালদা বা দুই দিনাজপুরই নয়, রাজ্যে এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা এখানে পুজো দিতে আসেন। এই বছর বিষহরি মাতা ঠাকুরানিকে পুজো দিতে এসেছেন নালাগোলার বাসিন্দা রবিউল ইসলাম। রবিউল বলেন, 'মানত পূর্ণ হওয়ায় মূর্তি নিয়ে মা-কে পুজো দিতে এসেছি।' রবিউলের এই কথা আবার প্রমাণ করে যে, ৫০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে সম্প্রীতির দেবী হিসেবে পূজিতা হয়ে আসছেন ময়নার বিষহরি মাতা ঠাকুরানি।

প্রত্যাহারের দাবি

প্রথম পাতার পর

তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমোর সুরে সুর মিলিয়েছে শুধুমাত্র পাহাড়ে তাদের জোটসঙ্গী ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম) নেতৃত্ব। কেন্দ্রের এই বিজ্ঞপ্তিতে পাহাড়বাসীকে গুরুত্ব না দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন তাঁরা। দলের মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মার কথায়, ''বিজেপি এত বছর ধরে পাহাড়ের ভোট নিয়েছে, কিন্তু সমস্যা মেটাতে পদক্ষেপ করতে পারেনি। এখন 'দালাল' নিয়োগ করে সমস্যা বুঝতে চাইছে।''

গোর্খাল্যান্ডের দাবি দীর্ঘ কয়েক দশকের। এই ইস্যুতে আলোচনার জন্য বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রের ডাকে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে। তবে একটি বৈঠক থেকেও সমাধানসূত্র বের হয়নি। মূলত ধারাবাহিকতার অভাবে বারবার পাহাড়ের দাবি ধামাচাপা পড়েছে। একাধিক ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের বিরোধিতা করে রাজ্যের প্রতিনিধিই পাঠায়নি নবান্ন। ফলে সেই বৈঠক নিয়মরক্ষার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বছর ঘুরলে বিধানসভা ভোট এবং নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতির ডালি নিয়ে হাজির হওয়া বা সমস্যা সমাধানের আশ্বাসবাণী শোনানো রেওয়াজই বটে। কেন্দ্রীয় সরকার বৃহস্পতিবার রাতে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে পাহাড় সমস্যা মেটাতে একজন মধ্যস্থতাকারীকে নিয়োগ করেছে। দেশের অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসার প্রাক্তন উপ জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা পঙ্কজকুমার সিংকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিজেপির পাশাপাশি জিএনএলএফ, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার মতো রাজনৈতিক দল থেকে বিনয় তামাং, অজয় এডওয়ার্ডের মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। যদিও জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপার দল বিজিপিএমের মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মার কটাক্ষ, 'বিধানসভা ভোটের আগে পাহাড়ের মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছে বিজেপি।'

কেন্দ্রের বিজ্ঞপ্তির বিরোধিতা করে এদিন প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দেন মুখ্যমন্ত্রী।

যন্ত্রাংশ পাচারে গ্রেপ্তার ৬

ডোমকল, ১৮ অক্টোবর : ডোমকল মহকুমার ইসলামপুর এলাকা থেকে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের জল জীবন মিশন প্রকল্পের বিপুল মূল্যের বোরিং মেশিনের যন্ত্রাংশ সহ লোহার পাইপ চুরি করে পাচারের আগে পুলিশের জালে পাকড়াও আন্তঃরাজ্য দুষ্কৃতী দল। শনিবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে মোট ৬ জনকে। ধৃতদের নাম তাজ মহম্মদ, জাহাঙ্গির আলম, শরিফুল আলি, মঙ্গল হালদার, সাইনুর জামান ও আনারুল মিয়াঁ।

ইসলামপুর থেকে বহরমপুরগামী একটি লরি ও পেছনে থাকা একটি গাড়িকে দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালাতেই চোখ কপালে ওঠে পুলিশকর্তাদের। লরি থেকে উদ্ধার হয় চুরি যাওয়া পাইপগুলি। জল জীবন মিশন প্রকল্পে নির্মাণকাজে ব্যবহারের জন্য ওই লোহার পাইপগুলি সংরক্ষিত ছিল। সেখান থেকেই ধৃতরা সেগুলি চুরি করেন বলে অভিযোগ। এদিন ধৃতদের বহরমপুর জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক রেলের

বিক্ষোভে স্থগিত উচ্ছেদ অভিযান

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ১৮ অক্টোবর : উচ্ছেদ অভিযানে গিয়ে বিপাকে রেল। সম্প্রসারণ ও আন্ডারপাস নির্মাণের জন্য লালগোলা শাখার ভগবানগোলা রেল কলোনি এলাকায় বসবাসকারী পরিবারগুলোকে সম্প্রতি উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়। এরপরই শনিবার অভিযানে যান রেলের আধিকারিকরা। কিন্তু সেখানে স্থানীয়দের সঙ্গে তাঁদের তীব্র বচসা শুরু হয়। ধস্তাধস্তিতে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনজন। তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা। এরপর অসুস্থদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। বিক্ষোভের জেরে স্থগিত হয়ে যায় রেলের উচ্ছেদ অভিযান। তড়িঘড়ি প্রশাসনের সঙ্গে একটি বৈঠকে বসেন রেলের আধিকারিকরা।

ভগবানগোলা স্টেশন সংলগ্ন এলাকার ১৬৫ নম্বর রেলগেট তুলে দিয়ে আন্ডারপাস তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। কাজও শুরু হয়েছে। কেন উচ্ছেদ করা হবে তা নিয়ে রেলকর্তারা স্থানীয় প্রশাসনকে সাফাই দেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন লালবাগের এসডিও বনমালী রায়, বিডিও নাজির হোসেন, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রোকিয়া বিবি, স্থানীয় নাগরিক মঞ্চের প্রতিনিধি আজমল হক, রেলের এইএম অভিষেক দে সহ রেলের অন্য আধিকারিকরা। এসডিও বলেছেন, 'খুবই জরুরি বৈঠক। ওই এলাকা থেকে কতগুলো পরিবারকে উচ্ছেদ করা হবে, তাঁদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে কি না, রেলকে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে বলা হয়েছে।'

স্থানীয়দের দাবি, উচ্ছেদ করা হলে প্রায় সাড়ে তিনশোর বেশি মানুষ সমস্যায় পড়বেন। অনেকে পঁচিশ বা তারও বেশি সময় ধরে ওই রেল কলোনি এলাকায় বসবাস করছেন। মূলত ১৯৮৯ সালের পদ্মা ভাঙনে ঘর হারিয়ে আখরিগঞ্জের বহু পরিবার শ্যামপুর নতুনপাড়া রেল কলোনি এলাকায় আশ্রয় নেয়। রেলের তরফে উচ্ছেদের নোটিশ হাতে পাওয়ার পর রাতারাতি অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে যায় কয়েকশো মানুষ। অভিযোগ, ভগবানগোলা রেলস্টেশনের উন্নয়নের জন্য দাবি জানানো হলেও কোনও কাজ হচ্ছে না। অথচ রেল উচ্ছেদে ব্যাপক তৎপর।

ভগবানগোলা-রানিতলা নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক আজমল হক বলেন, 'রেলের উচিত আগে ভগবানগোলা স্টেশনের উন্নয়ন করে, পুনর্বাসন দিয়ে এলাকার মানুষের জন্য একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই তৈরি করে দেওয়া।' ওই কলোনির বাসিন্দা আনেজা বিবির কথায়, '২৮ বছর ধরে এখানে আছি। আখরিগঞ্জ থেকে আমরা এসেছিলাম। আমরা গরিব মানুষ। সহায়সম্বল কিছুই নেই। থাকার জন্য আমরা একটু জায়গা চাইছি। উচ্ছেদ করে দিলে নিঃস্ব হয়ে যাব।'

যা ঘটেছে

- ভগবানগোলা স্টেশন সংলগ্ন এলাকার ১৬৫ নম্বর রেলগেট তুলে দিয়ে আন্ডারপাস তৈরি করার সিদ্ধান্ত
- রেল কলোনি এলাকায় বসবাসকারী পরিবারগুলোকে সম্প্রতি উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়
- ১৯৮৯ সালের পদ্মার ভাঙনে ঘর হারিয়ে আখরিগঞ্জের বহু পরিবার ওই কলোনিতে আশ্রয় নেয়
- উচ্ছেদ করা হলে প্রায় সাড়ে তিনশোর বেশি মানুষ সমস্যায় পড়বেন, দাবি পুনর্বাসনের

মোহনবাগানের

প্রথম পাতার পর

ম্যাকলারেনকে আর জায়গা তৈরি করতে দিলেন না কেভিন সিবলে। কড়া মার্কিংয়ে রাখলেন অজি বিশ্বকাপারকে। কামিন্স গোটা ম্যাচে দাগ কাটতে ব্যর্থ।

৩৬ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন হামিদ। মহম্মদ বসিম রশিদের থ্রু নাওরেম মহেশ সিং হয়ে তাঁর পায়ে আসে। জটলার মধ্যে থেকে বল জালে জড়িয়ে দেন হামিদ। সুযোগ নষ্ট না করলে প্রথমার্ধেই ম্যাচ পকেটে পুরে ফেলতে পারত ইস্টবেঙ্গল। পরপর দুটি সুযোগ নষ্ট করেন হামিদ। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে মোহনবাগানকে সমতায় ফেরান আপুইয়া। ডানদিক থেকে সাহাল আব্দুল সামাদের সেন্টার বক্সে পেয়ে ছোট্ট টোকায় তাঁর জন্য সাজিয়ে দেন লিস্টন কোলাসো। আপুইয়ার জোরালো শট ক্রসবার ছুঁয়ে গোললাইন অতিক্রম করতেই বাগান কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার মুখে চওড়া হাসি।

আক্রমণে ঝাঁঝ বাড়াতে দ্বিতীয়ার্ধে হিরোশি ইবুসুকি ও মিগুয়েল ফিগুয়েরোকে মাঠে আনেন ব্রুজোঁ। যদিও দুজনের কাউকেই জায়গা তৈরি করতে দিলেন না টম অ্যালড্রেড, আলবার্তো রডরিগেজরা। তার মধ্যেও মিগুয়েলের একটি ফ্রি কিক গোল লক্ষ্য করে মাথা দিয়ে নামিয়ে দিয়েছিলেন হিরোশি। তা ঝাঁপিয়ে পড়ে সহজেই তালুবন্দি করেন বিশাল। ৭৭ মিনিটে ফাঁকা জায়গা তৈরি করে বল নিয়ে ঢুকে পড়েছিলেন রশিদ। বক্সের মুখ থেকে তাঁর শট পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। বক্সে বারবার বল পেয়েও অতিরিক্ত বল ধরে খেলার প্রবণতা ইস্টবেঙ্গলকে ম্যাচ থেকে ছিটকে দিল। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে দ্বিতীয়ার্ধের সিংহভাগ সময়ই বলের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখল মোলিনার মোহনবাগান। এরমধ্যেও ৮৫ মিনিটে অ্যালড্রেডের ব্যাকপাস বিপন্মুক্ত করতে গিয়ে অতিরিক্ত ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছিলেন বিশাল। অরক্ষিত পিভি বিষ্ণু বল আয়ত্তে আনতে পারলে বিপদে পড়তেই পারত সবুজ-মেরুন।

নির্ধারিত ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত সময়ে দুই দলই নিজেদের কিছুটা গুটিয়ে রাখল। টাইব্রেকারে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে লক্ষ্যভেদ করেন মিগুয়েল, কেভিন, মহেশ ও হিরোশি। জয়ের শট রুখে দেন বিশাল। পক্ষান্তরে মোহনবাগানের হয়ে রবসন রোবিনহো, মনবীর সিং, লিস্টন, দিমিত্রিস পেত্রাতোস ও মেহতাব গোল করে দীপাবলির প্রাক্কালে সবুজ-মেরুন আলোর রোশনাইয়ে ভাসালেন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনকে।

গোটা আইএফএ শিল্ডে গ্যালারির সমর্থন পায়নি মোহনবাগান। দলের প্রতি বিমুখ ছিলেন সমর্থকরা। এই পরিস্থিতিতে খেতাব জয় দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই সাফল্যের পর ছবিটা কি বদলাবে?

ইস্টবেঙ্গল : প্রভসুখান (দেবজিৎ), রাকিপ, কেভিন, আনোয়ার, লালচুংনুঙ্গা (জয়), রশিদ, এডমুন্ড (বিষ্ণু), সাউল (মিগুয়েল), বিপিন (সৌভিক), মহেশ ও হামিদ (হিরোশি)।

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট : বিশাল, মেহতাব, অ্যালড্রেড, আলবার্তো, শুভাশিস, আপুইয়া, সাহাল (মনবীর), অনিরুদ্ধ (টাংরি), লিস্টন, কামিন্স (রবসন) ও ম্যাকলারেন (দিমিত্রিস)।

টেরাকোটার ঘোড়ায় সাজছে মণ্ডপ

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ১৮ অক্টোবর : পতিরামের বিগ বাজেটের শ্যামাপুজোগুলির মধ্যে সাহাপাড়ার পুজো অন্যতম। প্রথম থেকে এই পুজো এলাকাবাসীর কাছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। এবছর এই পুজোটি ৫০ বছরে পদার্পণ করেছে। সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে পুজো কমিটি একের পর এক চমকপ্রদ আয়োজনের মধ্য দিয়ে ঐতিহ্যবাহী এই পুজোকে স্মরণীয় করে তুলতে চাইছে। এবছর তাদের মণ্ডপটি বাংলার হস্তশিল্পকে ফুটিয়ে তুলবে।

এবছর এই মণ্ডপসজ্জার দায়িত্বে রয়েছেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি শহরের খ্যাতনামা মণ্ডপশিল্পী স্বপন মাইতি। তাঁর আশা, এই মণ্ডপ দর্শনার্থীদের নজর কাড়বে। মণ্ডপটি তৈরি করার ক্ষেত্রে বাঁশ, বেত ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে। মণ্ডপসজ্জার ক্ষেত্রে বেতের ঝুড়ি ও কুলো, টেরাকোটার ঘোড়া ইত্যাদি ব্যবহার করা হচ্ছে। বাঁশ ও বেত দিয়ে তৈরি কিছু মানুষের মডেলও দেখা যাবে মণ্ডপের ভেতরে ও বাইরে।

শুধু নজরকাড়া মণ্ডপসজ্জা নয়, দেখা যাবে চোখধাঁধানো আলোকসজ্জাও। আলোকসজ্জার দায়িত্বে রয়েছেন অমল মহন্ত। তাঁর আলোকসজ্জা এর আগেও বিভিন্ন জায়গায় দর্শনার্থীদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। মণ্ডপে ঢোকার আগে দর্শনার্থীরা দশটি বিশালাকৃতির আলোকতরণ দেখতে পাবেন। এর পাশাপাশি প্রতিমাতেও থাকবে বিশেষ চমক। প্রতিমাটি তৈরি করছেন খ্যাতনামা শিল্পী বিশ্বজিৎ চৌধুরী।

পূর্ব মেদিনীপুরের শিল্পীদের হাতে তৈরি হচ্ছে বিশেষ মণ্ডপ।

এবছর সাহাপাড়া শ্যামাপুজো কমিটির বাজেট প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা। সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সাহাপাড়া ক্লাব কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করেছিল। এছাড়া ক্লাব ভবনে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। ক্লাবের সম্পাদক মানবকুমার সাহার কথায়, 'প্রতি বছর আমরা ধুমধাম করে শ্যামাপুজোর আয়োজন করি। এবার পঞ্চাশ বছর, এজন্য আরেকটু জাঁকজমক করা হচ্ছে। পুজোর পর বাইরে থেকে শিল্পী এনে বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।'

> প্রতি বছর আমরা ধুমধাম করে শ্যামাপুজোর আয়োজন করি। এবার পঞ্চাশ বছর, এজন্য আরেকটু জাঁকজমক করা হচ্ছে। পুজোর পর বাইরে থেকে শিল্পী এনে বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।
>
> **মানবকুমার সাহা** সম্পাদক
> সাহাপাড়া ক্লাব

সভাপতি সুশীল সাহা জানান, পুজোর পাশাপাশি সারাবছর ধরে ক্লাবের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্ম করা হবে। কমিটির সদস্য প্রহ্লাদ সাহা, অপূর্ব হাজরা, বিজন সাহা এবং বাবলু সাহাদের আশা প্রতিবছরের মতো এবছরও তাঁদের ক্লাবের পুজোয় মানুষের ভিড় উপচে পড়বে এবং এই অভিনব মণ্ডপসজ্জা সকলের মন জয় করবে।

চোর সন্দেহে শিকলে

প্রথম পাতার পর

চুরি করে পালানোর সময় প্রসেনজিৎ দীপককে চিনে ফেলেন বলে দাবি করেন। তবে সেসময়ে দীপকের পিছনে ধাওয়া করেও প্রসেনজিৎ তাঁকে ধরতে পারেননি। এই ঘটনার পর দীপক এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান বলেও অভিযোগ। শুক্রবার তাঁকে ফের এলাকায় দেখা যায়। দীপককে এলাকায় দেখতে পেয়ে উত্তেজিত গ্রামবাসীরা তাঁকে ধরে প্রসেনজিতের বাড়িতে নিয়ে যান। চুরির অভিযোগে দীপককে সারারাত লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। চলে গণপিটুনিও। শনিবার সকালে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে। আহত দীপককে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করানোর পর পুলিশ তাঁকে থানায় নিয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে বালুরঘাটের ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ বলেন, 'পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

অভিযোগ, গত ৩ সেপ্টেম্বর শোয়ার ঘরের ফ্যান খারাপ হয়ে যাওয়ায় স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে প্রসেনজিৎ পাশের ঘরে ঘুমোতে গিয়েছিলেন। এই সুযোগে বাড়িতে ঢুকে আলমারির লকার ভেঙে কয়েক লক্ষ টাকার গয়না চুরি করে দুষ্কৃতী। তবে সেসময়ে প্রসেনজিতের ঘুম ভেঙে যায়। পরিবারের সদস্যরা চোরের পিছনে ধাওয়া করেন। তবে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে চোর চম্পট দেয়। প্রসেনজিৎ বলেন, 'সেই রাতে আমরা পরিবারের সবাই মিলে চোরের পিছনে ধাওয়া করেছিলাম। ধাওয়া করতে গিয়ে দীপককে আমরা চিনতে পেরেছিলাম।'

তিনি যোগ করেন, 'ওই ঘটনার পর দীপক গা-ঢাকা দিয়েছিল। শুক্রবার ও বাড়িতে ফেরে। বাড়ি ফিরে আসতেই আমরা ওকে পাকড়াও করি। দীপক চুরির কথা স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু চুরি করা জিনিসগুলো ও কোথায় রেখেছে বা সেগুলো নিয়ে কী করেছে, সেই বিষয়ে দীপক মুখ খোলেনি। আমরা চাই পুলিশ তদন্ত করে চুরি যাওয়া জিনিস উদ্ধার করুক।'

তবে দীপককে সারারাত লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা বা মারধরের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন প্রসেনজিৎ। দীপককে মারধর করার বিষয়ে গ্রামবাসীরাও কোনও মন্তব্য করতে চাননি। এ বিষয়ে প্রসেনজিতের স্ত্রী রাখি হেমব্রম বলেন, 'দীপক আলমারির লকার ভেঙে আমার সমস্ত গয়না চুরি করেছিল। ওকে আমরা কয়েকদিন ধরেই খুঁজছিলাম। কিন্তু ও গা-ঢাকা দেওয়ায় ওকে এতদিন খুঁজে পাইনি। অবশেষে ওকে খুঁজে পেয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি।' তিনি যোগ করেন, 'ওকে মোটেই কেউ মারধর করেনি। মারধরের অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই।'

১৬ ট্রাভেল ব্লগ খোকন সাহা
১৭ ছোটগল্প সুপ্রিয় দেবরায়
কবিতা নীলাদ্রি দেব, সৌম্যদীপ সরকার, স্বাগতা বিশ্বাস, পার্থসারথি চক্রবর্তী, শ্রেয়সী সরকার, স্বপন কুমার সরকার ও বীণা মোদক চৌধুরী

অদ্ভুতুড়ে

লোকবিশ্বাস, ভূতচতুর্দশী ও যমদীপদান

শাশ্বতী চন্দ

স্বর্গলোকে হুলুস্থুলু। দেবতাকুল ত্রস্ত, আতঙ্কিত। কনকপুরী এবার বুঝি ছারখার হয়। 'ত্রাহি মধুসূদন' রব উঠেছে চারপাশে। বিপদে পড়লে মধুসূদন তথা বিষ্ণুর শরণাগত হওয়া, এ তো দেবতাদের এবং দেবরাজ ইন্দ্রের বহু পুরোনো অভ্যাস। আর এবার বিপদ বলে বিপদ! দৈত্যরাজ বলি আক্রমণ করেছেন স্বর্গরাজ্য। পাতাল ও মর্ত্য অধিকার করার পর তিনি চোখ ফিরিয়েছেন স্বর্গের দিকে। উদ্দেশ্য ত্রিভুবনপতি হওয়ার। ত্রিভুবনপতি হওয়ার মতো শৌর্য, বীর্য তাঁর আছে বৈকি। চরিত্রগুণও আছে।

তা দেবতাকুল ইন্দ্রকে দলপতি করে ধর্না দিলেন শ্রীবিষ্ণুর কাছে। বিষ্ণু পড়লেন মহাবিপাকে। দৈত্যরাজ বলি তো পরম বিষ্ণুভক্ত। হরিনাম কীর্তন করেন সর্বক্ষণ। আবার তিনি বিষ্ণুর পরম প্রিয়পাত্র প্রহ্লাদের পৌত্র। বলিরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র তিনি ধরেন কী করে? তাই দেবতাদের বিমুখ করতে বাধ্য হন তিনি। হায়! হায়! সকল বিপদের কান্ডারি যখন সহায় হতে অরাজি হন, দেবতারা আর কী করে? নিজস্ব প্রতাপ তাদের তো তেমন কিছু নেই। ফলে দেবরাজ ইন্দ্র সহ দেবতারা অদৃশ্য হয়ে থাকেন দৈত্যদের ভয়ে। সন্তানদের দুর্দশা দেখে ব্যথা পান দেবমাতা অদিতি। স্বামী কশ্যপকে সব কথা জানিয়ে তিনি প্রতিকারের উপায় জানতে চান। কশ্যপ স্ত্রীকে উপদেশ দেন, বিষ্ণুর শরণ নেওয়ার। শুধু তাই নয়, বিষ্ণুর পাদপদ্ম বন্দনা করার নিয়মবিধিও তিনি বলে দেন।

সমস্ত নিয়ম মেনে অদিতি বিষ্ণুর চরণবন্দনা করেন। একজন মায়ের কাতর আহ্বান অগ্রাহ্য করতে পারেন না বিষ্ণু। তিনি আসেন এবং প্রতিকারের আশ্বাস দেন।

ত্রিভুবন জয় করে বলিরাজ তখন আনন্দমগ্ন চিত্তে অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করছেন। যজ্ঞশেষে তিনি যখন দান করতে শুরু করেছেন, বিষ্ণু এক বামনের রূপ পরিগ্রহ করে বলিরাজের সামনে উপস্থিত হন এবং মনোমতো দান যাচনা করেন। বলিরাজ তা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হলে তিনি ত্রিপাদ জমি প্রার্থনা করেন। মাত্র ত্রিপাদ জমি? হাসিমুখে স্বীকৃত হন বলিরাজ। তখন বামনরূপী বিষ্ণু বিশাল রূপ ধারণ করে এক পদ দিয়ে স্বর্গ এবং অন্য পদ দিয়ে মর্ত্য ঢেকে ফেলেন। তারপর তাঁর নাভি থেকে বের হয়ে আসে তৃতীয় পদ। তিনি বলিরাজকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কোথায় রাখব এ পদ?'

বিষ্ণুর পরমভক্ত বলিরাজ তখন বিষ্ণুর সব ছলনা বুঝতে পারেন। দ্বিরুক্তি না করে মাথা পেতে দেন সামনে, 'আমার মাথায় রাখুন।' বিষ্ণু তখন বলির পা মাথা দিয়ে চেপে তাকে পাতালে পাঠিয়ে দেন। বিষ্ণুর চরণস্পর্শে বলিরাজ হয়ে ওঠেন চিরঞ্জীবী। শুধু তাই নয়, বিষ্ণুর বরে বলিরাজ নরকাসুর নামের পুজোর অধিকারী হন। সেই অধিকারেই তিনি প্রতিবছর কালীপুজোর আগের রাতে, ভূতচতুর্দশীর তিথিতে অসংখ্য অনুচর সহ ভূতপ্রেত নিয়ে মর্ত্যে উঠে আসেন পুজো নিতে। এই ভূতপ্রেতের উৎপাত থেকে গৃহস্থালি সুরক্ষিত রাখতেই চোদ্দো প্রদীপ জ্বালানোর প্রথা শুরু হয়।

শাস্ত্রে ভূতচতুর্দশীর কথা উল্লেখ থাকলেও বঙ্গভূমি ছাড়া আর কোথাও চোদ্দো প্রদীপের প্রচলন নেই। এ উৎসব একান্তই বাঙালির উৎসব। বাংলার শ্যামল শোভার সঙ্গে নিকষ অন্ধকারে প্রজ্বলিত চৌদ্দো প্রদীপ যেন কোথায় মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। জুড়ে গিয়েছে লোকবিশ্বাসের সঙ্গে। সেই লোকবিশ্বাসের তাগিদেই বাঙালি ভূতচুতুর্দশীর দিন মধ্যাহ্নে ভাতের পাতে সাজিয়ে নেয় চোদ্দো শাক। এই চোদ্দো শাকের তালিকায় আছে পালং, লাল, সুষণী, পাট, ধনে, পুঁই, কুমড়ো, গিমে, মুলো, কলমি, সর্ষে, নটে, মেথি এবং হিঞ্চে শাক। তবে কোনও শাক অমিল হলে অন্য কোনও শাক দিয়েও চালিয়ে দেয় গৃহকর্ত্রী।

এরপর ষোলোর পাতায়

জন্মজন্মান্তরের খোঁজ

কৌশিকরঞ্জন খাঁ

দেশভাগের পর ইন্দুমতী পরিযায়ী পাখিদের মতো ছানাপোনা নিয়ে ঘর বেঁধেছিল পশ্চিমবাংলার সীমান্ত ঘেঁষা ছোট্ট একটা জনপদে। ঘরবাড়ি বলতে খলপার বেরার ছাউনি। রাত হলেই আলোহীন নিঝুম পুরী। মাটির দাওয়ার খড়ির উনুনে রাঁধতে রাঁধতে রাতের ধু-ধু প্রান্তরে চোখ চলে গেলে মাঝে মাঝে দেখে— কথা নেই বার্তা নেই ফাঁকা জমিতে সবজে আলোর হঠাৎ জ্বলে ওঠা। রান্না ছেড়ে ইন্দুমতী ঘরে এসে দুধের ছেলেটিকে কোলে নিয়ে বসত। ইন্দুমতী নয়ের দশক ছুঁয়ে পরপারে গেলেও কখনও বুঝতে চায়নি ওসব আসলে 'আলেয়া'।

অশিক্ষা একধরনের অস্পষ্টতা তৈরি করে। ঘটে যাওয়া ঘটনার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ যদি মস্তিষ্ক করতে না পারে তাহলেই মনে ভূতের জন্ম হয়। দৃশ্য, ঘটনা, শ্রুতির বিভ্রম ভয়ের জন্ম দিতে পারে। সেই ভয়কে ইন্দুমতীর মতো সারাজীবন ধরে কেউ কেউ মনে লালন করেও যেতে পারে।

ইন্দুমতীর বড় ছেলে কিশোরীমোহন এক নিশুতি রাতে শুনে ফেলেছিল তার বাবার ডাক। ইন্দুমতী এমনিতেই সবাইকে বলত 'রাতের একডাকে কখনও উঠবি না'। 'নিশির ডাক' শুনতে পেয়ে কিশোরীর সে কথা মাথায় ছিল না। দরজা খোলার শব্দে ইন্দুমতীর ঘুম ভেঙে ঘরে এসে দেখে— ফাঁকা ঘর, চকির একপাশে গায়ের ঢাকা নেওয়া চাদর পড়ে আছে। লণ্ঠন হাতে একা একা বেরিয়ে এসে দেখে একটা ছোট জলার পাশে বসে বসে কিশোরীমোহন কাঁদছে। দূরে কর্মরত বাবার সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষা হয়তো কিশোরীমোহনের মনে একটা মনস্তাত্ত্বিক চাপ তৈরি করেছিল।

অশিক্ষা একধরনের অস্পষ্টতা তৈরি করে। ঘটে যাওয়া ঘটনার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ যদি মস্তিষ্ক করতে না পারে তাহলেই মনে ভূতের জন্ম হয়।

যাত্রা দেখে অনেক রাতে ফেরার সময় কিশোর কিশোরীমোহনের ফুটানিগঞ্জের হাটের কাছে এসে পা সরে না। লাশকাটা ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে পূর্ণিমার রাতে মাথায় সাদা ঘোমটা দেওয়া এক বৌ তাকে ডাকছে। হৃৎস্পন্দন প্রবল, শ্বাস ঘনঘন পড়ছে। পেছনে পাড়ার বিজন সাহা এসে দাঁড়ালে কিশোরীমোহন শুধু হাত বাড়িয়ে দেখায়। সাদা থানের ঘোমটা দেওয়া বৌ তখনও সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নেড়ে কাছে ডাকছে। দুজনে হাত ধরাধরি করে জায়গাটা পার হবে ভেবে এগোতে থাকে। কাছাকাছি এলে দেখে নতুন বেরোন চকচকে কলাপাতায় চাঁদের নিপাট সাদা জ্যোৎস্না পড়ে এক অনাবিল অনৈসর্গিক সৌন্দর্য খুলেছে।

কত কথা ছড়িয়ে থাকে ষাট পাওয়ারের বালব জ্বলা সদ্য টাউন হওয়া জনপদটির আনাচে-কানাচে। রাতবিরেতে বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল চত্বরে খোলা দোকান দেখে পাউরুটি কিনতে আসা রুগির আত্মীয় পয়সা ফেরত নিতে গিয়ে দোকানির লোমশ হাত, বড় বড় নখ দেখে চৈতন্য হারায়। আত্রেয়ী নদীর মাছমারা জেলে মাছভরা জাল নিয়ে কিছুতেই এগোতে পারে না। ঘুরেফিরে একই জায়গায়।

এরপর ষোলোর পাতায়

তেনারা এখন বাংলা সিনেমা-ওয়েব সিরিজে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন

শুভ্রদীপ রায়

'যে বিষয়টি প্রমাণ করা যায় না, অথবা অপ্রমাণও করা যায় না, সেইসব নিয়ে মন খোলা রাখা উচিত। কখনোই যে কোনও একদিকে ঝুঁকে পড়া উচিত নয়।' - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূতচতুর্দশীর প্রাক্কালে একটু গা ছমছমে-হিমেল কুয়াশামাখা অশরীরী তেনাদের উপস্থিতির কথা না বললে মহাপাপ হবে। তাই আজ এই প্রতিবেদনের অবতারণা। এই ভূত বা প্রেতাত্মাদের যে নামেই ডাকুন না কেন, বাংলা মনোজগতে এদের অবারিত হানা বা আনাগোনা। তাই স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্য, সিনেমা, আড্ডা, প্রবন্ধ সর্বত্রই এদের উল্লেখ মেলে। এতকাল ভয়ের গল্প, শিশুতোষ আখ্যান ও সিনেমায় আটকে থাকলেও তেনাদের মর্যাদা কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে সিরিয়াস অ্যাকাডেমিক চর্চায়ও উঠে আসছেন বলে।

সম্প্রতি ডিউক ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে তিথি ভট্টাচার্যের গবেষণাগ্রন্থ 'ঘোস্টলি পাস্ট, ক্যাপিটালিস্ট প্রেজেন্স : আ সোশ্যাল হিস্ট্রি অফ ফিয়ার ইন কলোনিয়াল বেঙ্গল' প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে তিথি বিস্তৃত বাংলাভূমিতে প্রচলিত ফিয়ার সাইকোসিসগুলির আর্থসামাজিক উৎস সন্ধান করেছেন। বাংলার ভৌতিকতা নিয়ে সুকুমার সেনের 'গল্পের ভূত' নামে ক্ষুদ্র বইটি ছাড়া বিশেষ একটা বিশ্লেষণী আলোচনা আগে দেখা যায়নি। তবে কিছু কাল আগে ঋকসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় 'দ্য বুক অফ ইন্ডিয়ান ঘোস্টস'-এ দেশীয় ভূতেদের একটা কুলুজি নির্মাণের প্রয়াস নিয়েছিলেন। আর প্রায় কাছাকাছি সময়েই জে ফার্সিফার ভৈরব এবং রাকেশ খান্না ভারতীয় অতিপ্রাকৃত জগতের বাসিন্দাদের বিষয়ে একখানা আস্ত অভিধানই লিখে ফেলেছেন 'ঘোস্টস, মনস্টারস অ্যান্ড ডেমনস অফ ইন্ডিয়া' নামে।

বাংলা সিনেমার সেই 'ভূত'কাল থেকেই তেনাদের বিচরণ। নামকরা বেশকিছু ভয়ের ছবি, যেমন কালোছায়া (১৯৪৮) ও হানাবাড়ি (১৯৫২), কোনওটাই অবশ্য যথার্থ ভূতের সিনেমা নয়। দুটিই মূলত গোয়েন্দা গল্প। তালিকায় সবার আগে যে ছবিটি আসবে সেটি হল কঙ্কাল (১৯৫০)। পরিচালক নরেশ মিত্র। এই ছবিতে অভিনয় করেন ধীরাজ ভট্টাচার্য, জীবেন বসু, রবি রায় এবং শিশির বটব্যাল। কঙ্কাল একটি পুরোদস্তুর ভূতের ছবি। যে মহিলাকে হত্যা করা হয়েছিল, শেষ দৃশ্যে সে তার প্রতিশোধ নেয়, এটাই মূলত গল্প। পরে এর থেকেও অনেক ভয়ংকর ভূতের ছবি হয়তো তৈরি হয়েছে কিন্তু তুলনামূলক অনুন্নত প্রযুক্তি ও অতি স্বল্প বিনোদনের যুগে কঙ্কাল বিরাটভাবে সফল হয়েছিল।

এরপর ১৯৬০ সালে মুক্তি পায় তপন সিংহর ছবি 'ক্ষুধিত পাষাণ'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প থেকে অনুপ্রাণিত এই চলচ্চিত্র। 'ক্ষুধিত পাষাণ' সিনেমাটি বিপুল জনপ্রিয়তা পায় এবং বাণিজ্যিকভাবে অত্যন্ত সফল হয়। যদিও মূল রচনার সঙ্গে চিত্রনাট্যের বেশ কিছুটা ফারাক ছিলই। তবুও ভয়ের আবহ নির্মাণে নির্দেশকের ক্রিয়েটিভ লিবার্টিকে ছাড় দেওয়াই যায়।

১৯৬১ সালে মুক্তি পায় সত্যজিৎ রায় পরিচালিত রবীন্দ্রনাথের গল্প দ্বারা অনুপ্রাণিত 'তিনকন্যা' (যা বাংলা ছবির ইতিহাসে খুব সম্ভবত প্রথম anthology ফিল্ম)। এর মধ্যে দ্বিতীয় গল্পটি ভূতের অর্থাৎ 'মণিহারা'। গল্প ও ছবি উভয়ই প্রবল জনপ্রিয়। সম্ভবত সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ভূতের সিনেমা, যাতে ভূতের সর্বাধিক পজিটিভ ভূমিকা দেখা গিয়েছে তার নাম হল সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'। মজার ব্যাপার হল, অনেকেই বাংলায় ভূতের ছবি বলতে 'কুহেলি'র কথা বলেন। কিন্তু কুহেলি (১৯৭১) থ্রিলারধর্মী ছবি। তাকে আর যাই হোক ভূতের সিনেমা বলা যায় না। ১৯৮৯ সালে মুক্তি পায় প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও মুনমুন সেন অভিনীত 'নিশিতৃষ্ণা', যা প্রথম সফল ভ্যাম্পায়ার চলচ্চিত্র। পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালে মুক্তি পায় রবি কিনাগি পরিচালিত 'পুতুলের প্রতিশোধ'। এরপর দীর্ঘদিন ভালো ভৌতিক সিনেমার অভাব ছিল টলিউডে। পরবর্তীতে 'রাজমহল', 'গোঁসাইবাগানের ভূত', 'যেখানে ভূতের ভয়', 'ছায়াময়', 'চার', 'গল্প হলেও সত্যি', 'সব ভূতুড়ে', 'ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড', 'ভূতপরী' ইত্যাদি অজস্র বক্স অফিস সফল সিনেমা বাংলা ভূতের সিনেমার ধারাকে পুষ্ট করেছে।

শেষে যে কয়েকটি সিনেমা নিয়ে কথা বলতে চাই তা হল : 'ভূতের ভবিষ্যৎ', 'গয়নার বাক্স' ও 'লুডো' 'খাদ', 'বল্লভপুরের রূপকথা' এবং 'ভবিষ্যতের ভূত'। সবক'টি সিনেমাই ভৌতিক আবহের আড়ালে আসলে এক সোশ্যাল ক্রিটিক। মানুষের মনের লোভ, জিঘাংসা, কর্তৃত্বকায়েমি ইচ্ছা, নির্বুদ্ধিতা, সম্পর্কের টানাপোড়েন, জীবনযাপনের পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি- অজস্র ইমেজারির মধ্য দিয়ে এই সিনেমাগুলি দর্শকসমক্ষে তুলে ধরে। কিউ পরিচালিত 'লুডো' তো আন্ডারগ্রাউন্ড হরর জনরার এক অন্যতম উদাহরণ ভারতীয় সিনেমায়। পরবর্তীকালে ওয়েব সিরিজের ফর্ম্যাটে হাড়কাঁপানো কিছু গল্প আমাদের সামনে মুক্তি পায়। 'তারানাথ তান্ত্রিক', 'কার্টুন', 'পেট কাটা ষ', 'Odd ভূতুড়ে', 'পর্নশবরীর শাপ', 'নিকষছায়া', 'ভোগ', 'চুপকথা', 'ব্রহ্মদৈত্য' ইত্যাদি। ওয়েব সিরিজের দীর্ঘ অবসরে পরিচালকেরা ভৌতিক আবহকে যথার্থভাবে তাঁদের কাজের মাধ্যমে ফোটাতে সক্ষম হচ্ছেন।

অতএব, আর অপেক্ষা কেন? বিদেশি ভূতের সিনেমা- ওয়েব সিরিজের পাশাপাশি আমাদের বাংলার জল-হাওয়ায় পুষ্ট, আমাদের মনের গহিন কোণে বসে থাকা ভূতেদের নিয়ে তৈরি হওয়া সিনেমা ওয়েব সিরিজ ও বিঞ্জ ওয়াচ শুরু করে দিন। ভূত থাকতেও পারে আবার নাও পারে, কিন্তু 'ভয়' চিরকালীন!

শুভ ভূতচতুর্দশী!

রহস্যে ঘেরা ডাউহিল

আয় মন বেড়াতে যাবি

খোকন সাহা

পাইন আর ধুপি গাছের জঙ্গলে হিসহিস-ফিশফাশ। কে যেন চোখের পলকে দেখা দিয়ে আচমকা ভ্যানিশ। মুণ্ডহীন এক কিশোর কি একছুটে ঘন অরণ্যের জমাট অন্ধকারে মিশে গেল! এসব দেখে-শুনে শিরদাঁড়া দিয়ে ভয়ের চোরাস্রোত বয়ে যায় কি না তা পরীক্ষা করতে কার্সিয়াং থেকে চার কিলোমিটারের চড়াই পথ পেরিয়ে গিয়েছিলাম প্রায় ৬ হাজার ফুট উঁচু এক পাহাড়ে, যার নাম ডাউহিল। পর্যটক মহলে এ জায়গার এক 'ভৌতিক' গুরুত্ব আছে।

উত্তরবঙ্গের 'হন্টেড প্লেস' বোঝাতে প্রথমেই আসে ডাউহিলের নাম। সময়টা অগাস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ। শিলিগুড়ি পুড়ছে। তাই পাহাড়ই ছিল প্রথম পছন্দ। এদিকে, মনের ভেতর অনেকদিন ধরেই ভূতের 'খপ্পরে' পড়ার ইচ্ছে। তাই ডাউহিলকেই গন্তব্য হিসাবে বেছে নিলাম। বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে রোহিণী হয়ে ডাউহিলের দূরত্ব প্রায় ৪৭ কিলোমিটার। পাহাড়ের রাজকন্যা কার্সিয়াংকে পেছনে ফেলে গাড়ি নিয়ে পৌঁছে গেলাম ডাউহিলে।

পাহাড়ের গায়ে সবুজ ঘেরা বনভূমি। আদিম সুশোভিত পাইন, ধুপি, শাল শাখাপ্রশাখা মেলে আকাশ ছোঁয়ার চেষ্টা করছে। গাছের পাতা ভেদ করে রোদের দেখা পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। এখানে প্রায় সারাবছরই কুয়াশা থাকে। তাপমাত্রা এতটাই কম যে, দুপুরেও মোটা কম্বল গায়ে চাপা দিয়ে শুতে হয়। ধুপি গাছের জাপানি নাম কিপটোমেরি জাপানিকা। ডাউহিলের হওয়া বাতাসের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে বলেই হয়তো সুদূর জাপান থেকে তৎকালীন ব্রিটিশ বনকর্মীরা ধুপি গাছের চারা এনে এখানে বনসৃজন করেছিলেন।

আমাদের থাকার জায়গা আগাম বুকিং করা ছিল ডাউহিলের ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট স্কুলের বাংলোয়। 'ল্যান্ড অফ হোয়াইট অর্কিড'-এর দেশ কার্সিয়াংয়ের চেয়ে ডাউহিল অনেক নিস্তব্ধ। জনবসতি খুবই কম। এখানেই রয়েছে শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী দুই স্কুল-- ডাউহিল এবং ভিক্টোরিয়া। স্কুল দুটিও দর্শনীয় স্থানের মধ্যে অন্যতম। রয়েছে কার্সিয়াং বন বিভাগের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিস। কার্সিয়াং রেঞ্জের তরফে ২০২৪ সালের ২৪ মে থেকে পর্যটকদের জন্য চালু করা হয়েছে পাইন পার্ক।

পার্ক ঘুরে ভুবন বিখ্যাত দার্জিলিং চায়ের স্বাদ নিয়ে আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট স্কুলের বাংলোর দিকে যাচ্ছি। রাস্তায় জনমানব নেই। দু'পাশে শুধু গাছ আর গাছ। আকাশজুড়ে ঘনঘটা। রোদের দেখা নেই। কুয়াশা গ্রাস করে রেখেছে। বেশ একটা গা ছমছমে পরিবেশ টের পেলাম শুরুতেই। মনের ভেতর তখন উত্তেজনা। তাহলে কি সত্যিই ভূত না দেখার আক্ষেপ এবার কাটবে!

গোটা রাস্তাটাই বেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন। পাহাড়ি বনে প্রজাপতিরা পাখনা মেলে ফুল থেকে ফুলে উড়ে যাচ্ছে। ড্রাইভার জানাল, ভারতের ১০টি 'ভূতুড়ে' স্থানের মধ্যেও নাকি ডাউহিল অন্যতম। দেশ তো বটেই, বিদেশ থেকে মানুষ এখানে 'ভয়' পেতে আসে। 'তেনা'দের নিয়ে আমাদেরও ভীষণ কৌতূহল। দেখার ইচ্ছেও প্রবল। ভূত দর্শনের অভিজ্ঞতা হলে ভালোই হয়। যাই হোক, ভূতের কথায় আবার পরে ফিরছি। এবার আমাদের থাকার জায়গার বিষয়ে বলি।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট স্কুলের বাংলোয় যখন পৌঁছালাম তখন দুপুর। অন্য কোনও পর্যটক ছিল না। দুজন মাত্র কর্মী। তাঁরা অতিথি এলে তবেই বাংলোয় আসেন, নচেৎ নয়। এখানে ভরদুপুরেও ঠান্ডায় জবুথবু অবস্থা আমাদের। সবচেয়ে আনন্দ হল একটা বিষয়ে-- এখানে 'ডিজিটাল বিরক্তি' নেই। কারণ ফোনে নেটওয়ার্ক নেই। তবে বাংলোয় ওয়াই-ফাই আছে। জরুরি প্রয়োজনে যোগাযোগ সম্ভব। তবে সেই নেটওয়ার্কও খুব জোরদার নয়। আমি ততক্ষণে প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ হয়ে ফোনের ভাবনা ছেড়ে দিয়েছি।

দুপুরে খাওয়াদাওয়া সারলাম। কার্সিয়াংয়ের রেঞ্জ অফিসার সোমবর্ত্য সাধু সাবধান করে দিলেন-- বিকেলের পর বাংলোর বাইরে যাবেন না। না না, ভূত নয়, এখানে ব্ল্যাক প্যান্থার ও লেপার্ড আছে। এবার বলি একটা শ্রুতিকথা। ডাউহিল রোড থেকে ফরেস্ট অফিস যাওয়ার আলো-আঁধারি রাস্তার নাম 'ডেথ রোড'-- অনেক ভৌতিক ঘটনা ও অপমৃত্যুর সাক্ষী। বহু বছর আগে স্থানীয় কাঠুরেদের বাড়ি ফেরার রাস্তায় নেমে এসেছিল পাইনের ডাল। ভয়ের চোটে তারা দৌড়াতে গিয়ে দেখেছিলেন এক স্কন্ধকাটা কিশোরকে। পরেও অনেকে দুটি লাল চোখ জঙ্গলে জ্বলজ্বল করতে দেখেছেন। তাই দুর্বলচিত্ত পর্যটকদের ওই রাস্তায় যেতে বারণ করা হয়। এড়িয়ে চলেন স্থানীয়রাও। বিকেলের পর লোক চলাচল প্রায় বন্ধই হয়ে যায়। অনেকক্ষণ ডেথ রোডে থেকে ফিরে এলাম কিন্তু কিছুই টের পেলাম না। হতাশ হলাম। এবার ভরসা রাত। কিছু কি হবে?

বাংলোর বাইরে না বেরোলেও ভূত দেখার আগ্রহ নিয়ে কার্যত বিনিদ্র রাত কাটালাম। কিন্তু জঙ্গলের কিছু রহস্যজনক শব্দ ছাড়া কিছুই শুনতে বা সন্দেহের কিছু দেখতে পেলাম না। আক্ষেপটা তাই থেকেই গেল। সকালে বাংলো থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে ডাউহিল ফরেস্ট মিউজিয়াম এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট ট্রেনিং স্কুলে গেলাম। ওই স্কুলে বন বিভাগের বিট অফিসারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মিউজিয়ামটি দুর্দান্ত। তৎকালীন ব্রিটিশ বনকর্তারা ১৯০৭ সালে তৈরি করেছিলেন। সেই সময়ে মিউজিয়ামের ডিরেক্টর ছিলেন ব্রিটিশ বনকর্তা এইচ রবিনসন। দোতলা কাঠের মিউজিয়ামে রয়েছে ৪ হাজার ৫০০ রকমের দুষ্প্রাপ্য সম্পদ। যেমন মানুষের কঙ্কাল, হাতি-গন্ডার-হরিণ-সিংহের মাথার কঙ্কাল, হাতির দাঁত, বিভিন্ন প্রজাতির পাখির ডিম, কীটপতঙ্গ, বিভিন্ন ধরনের পাথর-শঙ্খ-কাঠ ইত্যাদি। আছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাঘের ট্রফি, জুলজি বিভাগে বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য ফসিল। মূলত বন, বন্যপ্রাণী, বনজ সম্পদ, গাছপালা, কীটপতঙ্গ সম্পর্কে শিক্ষা দেবার জন্য মিউজিয়াম করেছিলেন তৎকালীন ব্রিটিশ বন আধিকারিকরা। ডাউহিল পাহাড় থেকে দৃষ্টি প্রসারিত করলে শিলিগুড়ি, বাগডোগরা, মেচি নদী, তিস্তা নদী, মহানন্দা, পাগলাঝোরা, চিত্রেবস্তির দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হতে হয়।

স্থানীয়রা জানালেন, এত সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও কিছু মানুষ পাইন বনকে নেশার আখড়া বানিয়ে ফেলেছিলেন। এখন তা আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে। ডাউহিল ফরেস্ট কমিটি গঠিত হয়েছে। স্বনির্ভর দলের সদস্যরা ১১টি স্টল দিয়েছেন। সেখানে পাওয়া যায় দার্জিলিংয়ের খাঁটি চা এবং বিভিন্ন ধরনের উপহার সামগ্রী। ধ্রুবতারা স্বনির্ভর দলের সদস্য ফিরোজা পাখরিন জানালেন, আগে তাঁদের কর্মসংস্থান ছিল না। বন বিভাগ পাইন পার্ক চালু করে দেবার পর থেকে অনেক সুবিধা হয়েছে। কোনও কোনও মাসে লক্ষাধিক টাকাও আয় হয়। এবার আমাদের ফেরার পালা। ভূত না দেখার আক্ষেপ একেবারেই নেই, কারণ আমার বিজ্ঞান বিশ্বাসী মন ভূত মানে না। তবুও আগ্রহ ছিলই দেখার! গা ছমছম করেছিল বেশ কিছু জায়গায়। সবটাই প্রকৃতির সৃষ্টি। আর ভয়ও মনের একটা অংশ। সবমিলিয়ে এটাই মনে হয়, কার্সিয়াং পাহাড়ে এলে ডাউহিল একবার হলেও ঘুরে আসা উচিত।

জন্মজন্মান্তরের খোঁজ

পনেরোর পাতার পর

শেষে মাসনার নাম করে শ্যাওড়া গাছতলায় কয়েকটি কাঁচা মাছ ভেট দিলে সে আত্রেয়ীপাড়ের বাড়ির রাস্তা খুঁজে পায়।

টাউন আসতে আসতে আলোয় ভরে উঠতে থাকে। রাস্তার বালব – টিউবলাইট অতীত হয়ে সোডিয়াম ভেপারে ভরে উঠলে কিশোরীমোহন পড়ন্ত বেলায় এসে আর ভূতের দেখা পায় না। শহরের লোকের মুখে মুখে ফেরা ভৌতিক কাহিনীগুলো কোথায় যেন হারিয়ে যেতে থাকে। জনারণ্যে ও আলোর কোলাহলে ভূত বেশিদিন জীবিত থাকতে পারে না। কিন্তু ভূত তো কেবল মানসিক দুর্বলতা নয়। দীর্ঘদিনের কল্পজগতের এক রূপকথার নায়কও বটে। ছেলেবেলার পড়া ভূতের গল্পগুলো একটা রহস্যরোমাঞ্চময় অনুভূতির সঞ্চার করে যা পরবর্তী জীবনেও মানুষ খুঁজে বেরায়। কত শৈল্পিক নাম— শাঁকচুন্নি, মামদো, মেছো, চোরচুন্নি, পেঁচাপেঁচি, দেও! ভূতের বাপের শ্রাদ্ধের ভূত ভোজের মেনুতে থাকা 'টিকটিকির ডিমের অমলেট'-এর কথা মনে পড়ে যায় বাড়ির কোনাকাঞ্চি থেকে বেরোনো টিকটিকির ডিম দেখে ফেললে। ভূত তো ভয়ের নয়, শৈশবের এক নির্মল আনন্দের বিমূর্ত স্মারক হয়ে থেকে যায় মানুষের মনের গভীরে। তাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে এসেও মানুষ খুঁজে ফেরে ভৌতিক বিনোদন।

কেবলমাত্র ভৌতিক অভিজ্ঞতা পাওয়ার নেশায় অগুনতি ট্যুরিস্ট কার্সিয়াংয়ের ডাউহিলে ঘুরতে যায়। রাজস্থানের সুরম্য কেল্লাগুলোর খাঁজে খাঁজে যে ভৌতিক কাহিনী প্রোথিত আছে তা মানুষ গাইডের কাছ থেকে গল্প শোনার মতো শুনে এক বেওয়ারিশ তৃপ্তি পায়। আসানসোলের পরিত্যক্ত চুন ফ্যাক্টরি, গ্লাস ফ্যাক্টরি, কোলিয়ারিগুলো বিরান এলাকায় রাত নামলেই ভূতের দখলে চলে যায়। ছেলেছোকরাদের উচ্ছৃঙ্খল আড্ডার রক্ষাকবচ হয়ে ওঠে কোলিয়ারির 'তেনারা'। দুপুরবেলা ভরা রোদে কোনও রেললাইনের ধারপাশ মনে ভয় তৈরি করে না। কিন্তু আলো নিভে এলে পরিবেশ বদলে যায়। যত রাজ্যের ট্রেনে কাটা পড়া লাশ স্কন্ধকাটা হয়ে আমাদের ঘিরে নেত্য করতে থাকে।

ভূত শুধু ভয় নয়, কখনো-কখনো সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে যায়। তাই হোলির দিন ভূতের বাড়ি পোড়ানো ভারতের কোনও কোনও রাজ্যে অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের বাংলায় দীপান্বিতার আগের ভূতচতুর্দশীর রাতে বাড়ির সদর দরজায় কলা গাছ পুঁতে পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে চোদ্দোবাতি জ্বেলে চোদ্দোশাক খেলেও আর ভূত আসে না। আসবে কী করে! প্রচলিত কথায় ভূতচতুর্দশী হলেও শাস্ত্রমতে তা তো আসলে 'যমচতুর্দশী' বা 'নরকচতুর্দশী'। কার্তিক মাসের এই তিথিতে শ্রীহরির নামে চোদ্দোটি প্রদীপ দান করা হয়। এই তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ নিজের হাতে নিজের সন্তান নরকাসুরকে বধ করেছিলেন। পিতৃপুরুষগণ এই তিথিতে পিতৃলোক থেকে এসে দেখে যান তার বংশের উত্তরপুরুষগণ বিষ্ণুকে প্রদীপদান করে ধর্মপথে আছে কি না!

বিদ্যারণ্য যতি রচিত 'পঞ্চদশী' ও 'তৈত্তিরীয় উপনিষদ' থেকে জানা যায় — মৃত ব্যক্তির স্থূলদেহ (যা অন্নপুষ্ট অস্থিমজ্জা মাংস নিয়ে গঠিত) লয়প্রাপ্ত হয়। কেননা শরীরকে তখন খাদ্য পুষ্ট করতে পারে না। শ্বাসক্রিয়া (প্রাণময় কোষ) স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু মন ও বুদ্ধির (সূক্ষ্মদেহ) নষ্ট হয় না। ফলে মনের কিছু অপূর্ণ ইচ্ছেকে সে বুদ্ধির দ্বারা চালিত করে সিদ্ধ করতে চায়। একেই প্রেত বলে। মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধের আগে পর্যন্ত (মতান্তরে এক বছর) ভৌতিক শরীর নষ্ট হয়ে যায় বলে রক্তের সম্পর্কও নষ্ট হয়ে যায়। এসময় সে নিকটজনের অনিষ্ট কিংবা মঙ্গলসাধন উভয়ই করতে পারে। শ্রাদ্ধে পিণ্ড গ্রহণ করে তৃপ্ত হলে সে এক বছরকাল ভূত হিসেবে বিচরণ করে। বাৎসরিক শ্রাদ্ধের পর কর্ম অনুসারে বৈতরণি পার করে কর্ম অনুকূল লোকে চলে যায়।

পিণ্ডদানের পর শ্রাদ্ধশান্তি শেষে কিশোরীমোহনের ভূত হিসেবে থেকে যাওয়ার শাস্ত্রীয় তত্ত্ব ছেলে বাপ্পাদিত্যকে একইসঙ্গে বিচলিত করে ও তৃপ্তি দেয়। না বাপ্পাদিত্য আর কখনও কিশোরীমোহনকে প্রেত বা ভূত হিসেবে পায়নি। কিন্তু ভূতের একটা সন্ধানের প্রবৃত্তি মনের গোপনে থেকেই যায়। কার্সিয়াংয়ের ডাউহিলের বন্য পরিবেশে সে একাকী হেঁটে যায়। কোনও অশরীরী সঙ্গী সঙ্গে চলছে বলে তার একবারও মনে হয়নি। বরং পর্যটনের ভরা মরশুমে ঘাড়ের উপরে হুমড়ি খাওয়া পর্যটক এবং তাদের হরেক কিসিমের সাংসারিক আলোচনা সমালোচনায় তিতিবিরক্ত হয়ে কিছুক্ষণের জন্য মনে হয়েছিল বাপ্পাদিত্য বুঝিবা নিজেই প্রেতলোকে বিরাজ করছে।

বাপ্পাদিত্য ছেলেবেলায় বাড়ির পেছন দিকের জানলাগুলোর দিকে তাকাতে পারত না। পেছনের বাঁশঝাড়ে অজানা কাদের উপস্থিতি অনুমান করত। সন্ধের পর জানলাগুলো খোলা দেখলে হাড়হিম হয়ে যেত। চোখ বন্ধ করে নিঃশ্বাস স্তব্ধ রেখে কোনওমতে জানলাগুলো বন্ধ করে তবে স্বস্তি পেত। আজকাল বাঁশের ঝাড়টি উবে গিয়ে ফ্ল্যাটবাড়ি হয়েছে। সন্ধের পর বহুতলগুলোর জানলার ঝিকিমিকি আলোয় বাপ্পাদিত্যর ছেলে বেদস্তুতি দিব্বি খাটে বসে এআই মেড হরর সর্ট রিল দেখে। ভূত দেখে আঁতকে ওঠা তার কাছে বিনোদন।

বাপ্পাদিত্যও মাঝবয়সে এসে হন্যে হয়ে ভূত খুঁজতে খুঁজতে দেখতে পায় মানুষ ভূতেরই আজব কাণ্ডকারখানা। ভূত নেই কে বলে! হতচ্ছিরি গাঁয়ের মাঝে ভূতেরা পাবলিকের টাকা আত্মসাৎ করে সুরম্য প্রাসাদ বানিয়ে তুলছে রাতারাতি। চাকরি বিক্রি করে গরিব মানুষ কষ্টার্জিত টাকাপয়সা পুকুরে চুবিয়ে রাখল, বেনামি ফ্ল্যাটের বেডরুমের খাটে ভরে রাখল। নির্যাতিতা ডাক্তার তরুণী বিচার না পেয়ে প্রেত হয়ে বেঁচে রইল এই দয়ামায়াহীন ভূতের সংসারে।

সেই শরৎচন্দ্রও নেই, শ্মশানও নেই। শকুনের বাচ্চার চিৎকার আর ভূতের কান্না বলে মনে হওয়ার উপায় নেই। এখন ভূতগুলো সব বেজায় সাহসী। লালুর মতো দিব্বি ঝড়জলের রাতে মড়ার পাশে এক কাঁথার নীচে শুয়ে রাত কাটিয়ে দেয়। তাই শ্মশানভূমি আর বিষাদময় মুক্তির ঠিকানা নয়। অজানা ভয়ের রহস্যে ঠাসা মিলানকলি সুর বিতরণ করে করে ক্লান্ত কবরস্থান বা শ্মশানভূমি এখন হরর ট্যুরিজমের ট্যুরিস্ট স্পট। মানুষভূতেরা হোমস্টে বানাচ্ছে। সেখানে ক'টা দিন নিরিবিলিতে থাকতে আসছে যারা, তারাও আসলে ভূত। আধপোড়া লাশ সহ চিতার সামনে দাঁড়িয়ে সেলফি। ইলেক্ট্রিক চুল্লির সামনে দাঁড়িয়ে গ্রুপ ফোটো। রুমের দেওয়ালজুড়ে বিভিন্ন ভূতের কল্পচিত্র। লনে বনফায়ার। অ্যালকোহলিক অ্যাটমস্ফিয়ারে গান ভেসে আসে 'বেপনহা প্যায়ার হ্যায়, আজা!' গায়ে কাঁটা দিলে পয়সা উশুল, নইলে আরেকটু চড়াতে হবে রোস্টেড চিকেন সহযোগে।

সেই শরৎচন্দ্রও নেই, শ্মশানও নেই। শকুনের বাচ্চার চিৎকার আর ভূতের কান্না বলে মনে হওয়ার উপায় নেই। এখন ভূতগুলো সব বেজায় সাহসী। লালুর মতো দিব্বি ঝড়জলের রাতে মড়ার পাশে এক কাঁথার নীচে শুয়ে রাত কাটিয়ে দেয়। তাই শ্মশানভূমি আর বিষাদময় মুক্তির ঠিকানা নয়।

ভূতচতুর্দশী ও যমদীপদান

পনেরোর পাতার পর

এভাবেই চোদ্দো শাকের ভাঁড়ারে এসে উঁকিঝুঁকি মারে নিমপাতা, লাউশাক।

আসলে লোকবিশ্বাস এক মায়াবী ফাঁদ যা নিকট, দূর, সম্ভব, অসম্ভব, আলো ছায়া সবাইকে একসঙ্গে জড়িয়ে নেয়। শুরুটা হয়তো শাস্ত্র দিয়েই হয়। পরে মানুষ তাকে সাজিয়ে নেয় নিজের মতো করে। যেমন ভূতচতুর্দশীর রাতে চোদ্দো প্রদীপ জ্বালানোর আরও কিছু ব্যাখ্যা রয়েছে। বলা হয় দেবী চামুণ্ডা রূপে এদিন আবির্ভূত হন মা কালী। চোদ্দো ভূতদের দিয়ে ভক্তদের বাড়ি থেকে অশুভ শক্তি দূর করতেই তার আগমন। মা কালীকে স্বাগত জানাতেই চোদ্দো প্রদীপ জ্বালান ভক্ত গৃহস্থ।

আরেকটি বিশ্বাসও আছে। পরলোকগত চোদ্দোপুরুষের আত্মা নাকি মায়ার টানে নেমে আসেন এ রাতে নিজ নিজ বাড়িতে। তাদের আসা-যাওয়ার পথে আলো দেখাতেই চোদ্দো প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আহা, কী মায়াময় বিশ্বাস! যাঁরা চলে গিয়েছেন মরণের পারাপারে, হারিয়ে গিয়েছেন দিকচক্রবালে, তাঁরাও ফিরে আসছেন এক রাতের জন্য ফেলে যাওয়া ঘরটির পাশে। উত্তরপুরুষ তাঁদের ভোলেনি। আলো জ্বালিয়ে বলছে, 'এসো। পথে কোনও বিপদ হয়নি তো? এই দ্যাখো জ্বালিয়ে দিলাম আলো তোমাদের পথের পাশে।'

এই যে পূর্বপুরুষদের ভুলে না যাওয়ার গল্প, তাই তো মূর্ত হয় আকাশপ্রদীপের প্রথায়। অন্ধকার গগনকোণে জ্বলে ওঠে আকাশপ্রদীপ। যেন এক টুকরো আলোর ঘর। পার্থিব জগৎ যেন অপার্থিব জগৎকে কানে কানে বলে যায়, 'ভালোবাসি। এখনও।' এই নশ্বর জীবনে এর চেয়ে মায়াবী ও পবিত্র অবসর আর কখনও আসে কি?

জীবন ও মরণজুড়ে এই যে সেতু বাঁধার আয়োজন, তার হাত ধরেই আসে আরও এক প্রথা। শাস্ত্রীয়। কিন্তু শাস্ত্র থেকে বেরিয়ে এসে বাসা বেঁধেছে লোকাচারে, বিশ্বাসে। সে প্রথার নাম যমদীপদান। মৃত্যুর দেবতা যম। এই জীবনের সব কর্মাকর্মের অধীশ্বর তিনি। স্বাভাবিকভাবেই এই মর্ত্য পৃথিবীতে তার চেয়ে শক্তিশালী দেবতা নেই। তিনিও পুজোর অধিকারী। মরণের হাত থেকে তো কারও নিস্তার নেই। তবে অকালমৃত্যু থেকে তো রেহাই পাওয়া যেতেই পারে। কিন্তু কী উপায়ে? যমদেবতা নিজে তার পরিচারকদের আশ্বাস দিয়েছিলেন, 'যারা ধনত্রয়োদশীতে দীপদান করবে তাদের অকালমৃত্যু হবে না।' সেই সূত্র ধরেই কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীর সন্ধ্যায় যমদেবের উদ্দেশ্যে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন গৃহস্থ। আঁচল পেতে চেয়ে নেন দীর্ঘ জীবনের আশীর্বাদ।

বাংলা তো গল্পের ভাণ্ডার। এখানে সব ধর্মীয় প্রথার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে একটি করে লৌকিক গল্প। যমদীপদানের প্রথাকে ঘিরেও আছে। এখানে গল্পটা একটু জেনে নিই।

পুরাকালে হংসরাজ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদিন সঙ্গীসাথি নিয়ে মৃগয়ায় যান। পথ মধ্যে রাজা সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান এবং অজানা পথে চলতে চলতে অন্য এক রাজ্যের সীমান্তে উপস্থিত হন। সে রাজ্যের সৈন্যরা রাজাকে বেঁধে নিজেদের রাজা হেমরাজের কাছে নিয়ে যান। কিন্তু রাজা হেমরাজ রাজা হংসরাজের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করেন এবং যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন। তখন হেমরাজের রাজ্য আনন্দোৎসবে মত্ত ছিল রাজার পুত্রসন্তানের জন্ম উপলক্ষ্যে। কিন্তু তারপরেই নেমে আসে বিষাদ। রাজজ্যোতিষী গণনা করে দেখেন যে এই শিশুর বিবাহের চতুর্থ দিনেই মৃত্যুর যোগ আছে। অনেক পরে ঘটনাচক্রে হংসরাজের কন্যার সঙ্গে হেমরাজের পুত্রের সাক্ষাৎ হয় এবং রাজকন্যা রাজপুত্রকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। নিজের সিদ্ধান্তে রাজকন্যা এতটাই অটল ছিলেন যে রাজজ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাবাণীও তাঁকে নিরস্ত করতে পারে না। বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। অবশেষে বিবাহের চতুর্থ রাতে যমদূত আসে রাজপুত্রের আত্মাকে নিয়ে যেতে। নববধূর আকুল কান্নায় যমদূতের হৃদয় বিগলিত হয় এবং তিনি তাকে উপদেশ দেন যমদেবের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ দিকে একটি প্রদীপ জ্বালাতে। পরে যমদেব সেখানে উপস্থিত হন এবং দক্ষিণমুখী প্রদীপ প্রজ্বলিত দেখে তিনি প্রসন্ন হন এবং রাজপুত্রকে দীর্ঘ জীবনের আশীর্বাদ প্রদান করে ফিরে যান।

এই যে লোককথা, এই যে লৌকিক বিশ্বাস, তার অন্তরে নিহিত আছে প্রিয়জনের দীর্ঘজীবনের বাসনার মোহ। তাই কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে প্রদীপ জ্বলে দক্ষিণমুখী হয়ে। এই প্রদীপ জ্বালানোর আবার কিছু প্রকরণ আছে। আটা বা ময়দার প্রদীপ হতে হবে। তাতে থাকবে চারমুখী সলতে। সর্ষে বা তিলের তেলে ভর্তি থাকবে প্রদীপ। আর থাকবে কালো তিল। সন্ধেবেলায় বাড়ির সদর দরজার পাশে গমের ছোট স্তূপের ওপর রেখে দক্ষিণমুখী করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় প্রদীপ। সঙ্গে থাকে যম স্তোত্র। যমদেবতার বিভিন্ন নাম, ধর্মরাজ, অন্তক, কাল, দাঘন,পরমেষ্ঠী, সর্বভূতক্ষ্য উচ্চারণ করে স্তুতি করা হয়।

ঘুরেফিরে সেই প্রদীপেরই আয়োজন। আসন্ন অমাবস্যার নিকষ অন্ধকারে জ্বলতে থাকা প্রদীপশিখা যেন জীবনবাসনার দ্যুতি। লোকবিশ্বাসের আড়ালে জেগে থাকা জীবনের আকুতি।

সপ্তাহের সেরা ছবি

রাজকীয় আয়েশ।। রাশিয়ার কলুচিন আইল্যান্ডে একটি পরিত্যক্ত গবেষণাকেন্দ্রের সামনে বিশ্রামরত মরু ভালুক।

দেবী

ছোটগল্প

সুপ্রিয় দেবরায়

আলো-আঁধার মিশে থাকা মুহূর্তে ভোরের আলো ফোটার আগেই মায়ের ডাকে ঘুম ভেঙে যায় অপুর। শরীরের উপর মেলে থাকা চাদরটা আলতো করে সরিয়ে রাখে একপাশে। মশারির ধারটা উঠিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে অপু। ইটের গাঁথনি, উপরে ঢেউ খেলানো করোগেট টিনের ছাদ। দেওয়ালে সস্তার হলদেটে রং। তখনও ঠিক করে আলো ফোটেনি আকাশে। পুরোনো নকশিকাঁথার মতো নরম মিষ্টি আধো-আদুরে অন্ধকার লেপ্টে আছে চারদিকে, সবকিছুর সঙ্গে। চিরচেনা সব জিনিসকে যেন একটু নতুন অচেনা লাগে। ধীরে ধীরে নীলাভ-কালচে চাপা আলো একটু একটু করে উজ্জ্বল হয়, প্রাণ পায় সারারাত নির্জীব হয়ে থাকা চারপাশ। পাখপাখালির ওড়াউড়ি চোখে পড়ে। ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতি-মৌমাছি-পোকামাকড় উড়ে আসে অক্লেশে ফুটে ওঠা ফুলের মধু শুষে নিতে। মনে হয় যেন নতুন করে শুরু হচ্ছে সবকিছু। হালকা হিমেল হাওয়া এসে লাগে গায়ে। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে অপুর মনে হয়, আরও একটি দিনের শুরু।

সে আর তার মা যমুনা দুজনে মিলে বেরিয়ে পড়বে এখন হাটের উদ্দেশে। যাবে শালবাড়ি হাটে, সপ্তাহে দু'দিন বসে। তবে এখন প্রায় রোজই কোনও না কোনও ব্যাপারী এসে বসে। আজ অবশ্য যমুনা অনেকদিন পরেই আবার হাটে যাবে। গত কয়েকদিন যাবৎ অপু একাই হাটে গিয়েছে। কাদামাটিতে পিছল রাস্তার উপর ভ্যানরিকশা চালিয়ে, প্রায় মিনিট কুড়ি পরে পাবে পিচ ঢালা রাস্তা। কিনবে পাইকারি দরে মোচা, থোড়, লাউ, বেগুন, ফুলকপি, কচুর লতি। ভ্যানে চড়িয়ে হাট থেকে ফিরে, বসবে শিমুলবাড়ির বাজারে। অর্ধেকের মতন বিক্রিবাটা হতেই অপু মাকে ফেরত পাঠিয়ে দেবে তাদের ঝুপড়ি ঘরে। একে শরীরটা ঠিক সুবিধের নয়, তার উপর মায়ের যে অনেক কাজ সংসারে। বাসন মাজা, কাপড় কাচা, তাছাড়াও কিছু একটা চটপট বানিয়ে ফেলা অপুর জন্য। এখন আবার কিছুদিন হল, হরিকাকা ধানখেতে যাওয়ার আগে পাঁচ বছরের দেবীকে রেখে যায় মায়ের কাছে। হরিকাকারা থাকে অপুদের পাড়াতেই, কয়েক ঘর পরে। হরিকাকি কিছুদিন ধরে খুব অসুস্থ, বিছানায়। পাড়ার হাতুড়ে অবিনাশজ্যাঠা চিকিৎসা করছেন, কিন্তু বুকের ব্যথা কমছে না। সঙ্গে জ্বর। কমছে একটু আবার বাড়ছে। অবিনাশজ্যাঠা বলছেন শহরের হাসপাতালে নিয়ে যেতে। যাব যাব করে, হরিকাকার আর যাওয়া হয়ে উঠছে না। একে সরু, তারপর এই প্যাচপ্যাচে পিছল রাস্তা দিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স আসতে পারবে না, গাড়ির চাকা নড়বেই না। তার উপর ধানখেতে না গেলেই নয়। লকলকিয়ে বাড়ছে আমন ধানের চারাগুলি। ধানগাছ পোয়াতি হচ্ছে। ধানগাছের গর্ভে ধারণ করছে কচি শিষ। ধানের ভেতরের অংশটি একেবারে দুধের মতো। তবে হারুকাকা দু'দিন আগে বলছিল মাকে- 'বুঝলা বৌঠান, এইবার কমলাকে হাসপাতালে ভর্তি করা লাগবো। চিন্তা মেয়েটারে লইয়া।' যমুনা বলেছিল- 'চিন্তা কোরো না, ঠাকুরপো। দেবী আমার কাছে থাকবে।' অপু উমাদিদির থেকেই ছোটবেলায় শুনেছিল, মা মাধ্যমিক পাশ।

বিক্রিবাটা সেরে ঝুপড়ি ঘরে ফিরতে অপুর হয়ে যায় বেলা দশটা, কোনও কোনও দিন তারও বেশি। ভ্যানরিকশা উঠোনে রেখেই মাথায় এক চিমটে তেল দিয়ে চলে যায় পুকুরে ডুব দিতে। এক থালা মুড়ি-ঘুগনি কিংবা আলু-ঝোলের তরকারিতে মিশিয়ে গোগ্রাসে নিজের ভিতর চালান করে দৌড়োয় স্কুলের উদ্দেশে। পড়ে সপ্তম শ্রেণিতে, আর স্কুলে গেলে এক থালা গরম ধোঁয়া ওঠা ভাতও যে পাবে সে। আগুনের মতো খিদে জ্বলতে থাকে পেটের ভিতরে সারাদিন, কী করবে সে। গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতের কোনও বালাই নেই। এমনই তাদের বারমাস্যা।

যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিমুলবাড়ি একটু একটু করে মফসসলে বদলে গেলেও, অপুর কাছে এখনও সেই ছোটবেলার পাড়াগাঁ।

পনেরো বছরের কিশোরী উমা তখন পড়ত নবম শ্রেণিতে। শুরু করে মা যমুনার সঙ্গে হাটে যাওয়া। সময় গড়াতে গড়াতে এসে পড়ে আশ্বিন। দশমীর সকালে যমুনা চেষ্টা করেও আর উঠতে পারে না বিছানা ছেড়ে। তখনও তার সারা শরীর জ্বরের তাপে পুড়ে না গেলেও, ব্যথা। গত তিনদিন ধরেই যমুনা কাবু জ্বরে। শিউলি-স্নিগ্ধতায় নিটোল শ্যামলা তার মেয়ের মুখ, টলটলে চোখ যেন জল উপচে পড়া পুকুরে শাপলা পাপড়ি।

এখনও তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বলে, সন্ধের মুখে শাঁখ বাজে। ছেলেমেয়েরা দুলে দুলে পড়া করে বারান্দায় বসে। বিপদে-আপদে পড়শিরা পাশে এসে দাঁড়ায়। মাইলের পর মাইল বিস্তৃত ধানখেতে, ধরলার ঢেউয়ে, মেঠো পথে মিশে থাকে পল্লিবাংলার গন্ধটুকু। একহাঁটু কাদার মধ্যে ভ্যানরিকশা ঠেলতে ঠেলতেই চোখে পড়ে দু'পাশে যৌবনে পা রাখা ধানের খেত। বুক ভারী তাদের। শুনতে পায়, কে জানি বাজাচ্ছে একনাগাড়ে একতারা। উমাদি বলত, সুর শোনে ধানমাঠও। ধানের বুকের দুধ মিঠে হয় সুরে। বেশ খানিকটা এগিয়ে রাস্তাটা একটু ভদ্রস্থ। লালচে মোরাম বাঁধানো, দু'পাশে পাকা ড্রেন। এখানে-ওখানে জল জমলেও, পিচ্ছিল নয়। এই রাস্তাটাই গিয়ে জুড়েছে পিচ রাস্তার সঙ্গে। দিনের বেলায় লোক চলাচল থাকলেও, ভোর রাতের দিকে এলাকাটা থাকে নিরিবিলি। জায়গাটাকে কিছুটা থমথমে করে তোলে। দত্তবাবুর বাগানবাড়ির কাছে পৌঁছাতেই অপু দাঁড়িয়ে পড়ে। যমুনার তাড়া, 'কী হল রে অপু, দাঁড়িয়ে পড়লি কেন?' এখন তাদের তাড়াতাড়ির সময়। এই অসময়ে এইভাবে দাঁড়িয়ে পড়লে হয়?

— মা, এখানে দাঁড়িয়ে বুক ভরে বড় করে শ্বাস নাও, টের পাবে। উমাদি এখানে দাঁড়িয়ে শ্বাস নিতে বলত।

— ওরে, অপু! এ তো ভোরের শিউলির সুবাস। তিনি এলেন, চলে গেলেন, বুঝতেও পারলাম না। মেয়েটাই যে নেই রে ঘরে।

— হ্যাঁ, মা। সবাই তাঁর আসার খবর পেয়েছিল। আকাশ, বাতাস, মাঠের ঘাস, খেতের ধান, টলটলে জলে ভরা পুকুর, ধরলার দামাল ঢেউ, নদীর চরে বালির উপর তরমুজের খেত।

ফুঁপিয়ে ওঠে যমুনা। 'আর আমার মেয়েটা! সেই যে গত বছর আমার উপর অভিমান করে দশমীর দিন চলে গেল সে, আর ফিরে এল না।'

মাকে জড়িয়ে ধরে অপু। 'না মা। উমাদি আমাদের ছেড়ে যায়নি। তোমার মনে আছে, মা! গতবছর ভাইফোঁটার দিন আমি যখন পুকুরপাড়ে একলা বসে ছিলাম, চার বছরের দেবী হারুকাকার হাত ধরে গুটিগুটি পায়ে আমার কাছে হেঁটে এসে হাত ধরে বলেছিল- আমাদের বাড়ি চলো, অপুদাদা। তুমি তো 'পথের পাঁচালী' পড়েছ। শরতের কড়া রোদের মধ্যে কখনও না ফেরার দেশে চলে গিয়েছিল দুর্গাদি। দুর্গাদি শুধু সর্বজয়ার দুগ্গাই নয়, সে যে অপুরও দুর্গাদিদি। তাই তাকে প্রত্যেক বছর আবার ফিরে আসতে হয় কার্তিক মাসে ভাইফোঁটার দিনেও। অপুর মতো সকল ভাইয়ের কপালে চন্দন-কাজলের ফোঁটা আঁকতে আর সঙ্গে মাথায় ধান, সবুজ দুব্বো দিতে।'

শাড়ির আঁচল চেপে ধরে যমুনা চোখে-মুখে, বলে ওঠে, 'মন কি মানে রে অপু! নীলকণ্ঠ যে উড়ে গেছে অনাগত সুবিচারের চিঠি-মুখে কোনও এক কল্পরাজ্যে। তবুও আশার আগুন যে ধিকিধিকি করে জ্বলতে থাকে, নিভবে হয়তো সেটা চিতায় উঠলে। একথালা সাদা ভাতের মতো শরতের সাদাফুল কি কোনওদিন ছড়িয়ে পড়বে আমার কোলে!'

মনে পড়ে যায় অপুর সেই দিনগুলি, উমাদির আঙুল ধরে হেঁটে যাওয়া এক মণ্ডপ থেকে আরেক মণ্ডপে। মনে পড়ে পাড়ার কেষ্টদার অঞ্জলির ফুল ছুড়ে দেওয়ার কথা, শিউলির পাপড়ির সেই লেখা উমাদির হলুদাভ পিঠে লেগে থাকার কথা, পিছন ফিরে আড়চোখে তার দিদির সেই মিষ্টি চাউনির কথা।

মনে পড়ে শরতের ঘুঘু ডাকা দুপুরের একফালি নরম রোদে বসে, মায়ের চুলে বিলি কাটতে কাটতে উমাদি মিঠে বুলিতে শোনাত পুষ্পাঞ্জলি, ভোগের খিচুড়ি আর কত প্রতিমা দর্শনের সুখের গপ্পো। আর গুনগুনিয়ে গাইতে থাকত কবিগুরুর গান, 'আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা / গেঁথেছি শেফালিমালা। নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে / সাজিয়ে এনেছি ডালা। / এসো গো শারদলক্ষ্মী, তোমার / শুভ্র মেঘের রথে, / এসো নির্মল নীল পথে ----'

সেবার মাসখানেক আগে, শাপলাদিঘির বুকে বর্ষার জলোচ্ছ্বাস যে উদ্দাম ড্রামের শব্দ তুলে মাটি ও মানুষের বুকে কাঁপন ধরিয়েছিল, ভাদ্র মাসের দিনেও সেই শব্দ স্তিমিত হয়ে আসেনি। এক ঘোর বর্ষণের ভোররাতে সেই শাপলাদিঘিতে ফুল তুলতে গিয়েই অপুর বাপটা বেঘোরে প্রাণ হারায়। গ্রামের ছেলে, ভালো সাঁতারু, জলে তলিয়ে যাওয়ার কথা নয়। কপালের লিখন, সাপের কামড়েই মারা যায় সে। বাপটাই যেত হাটে পাইকারি দরে শাকসবজি কিনতে। পনেরো বছরের কিশোরী উমা তখন পড়ত নবম শ্রেণিতে। শুরু করে মা যমুনার সঙ্গে হাটে যাওয়া। সময় গড়াতে গড়াতে এসে পড়ে আশ্বিন। দশমীর সকালে যমুনা চেষ্টা করেও আর উঠতে পারে না বিছানা ছেড়ে। তখনও তার সারা শরীর জ্বরের তাপে পুড়ে না গেলেও, ব্যথা। গত তিনদিন ধরেই যমুনা কাবু জ্বরে। যেতে পারেনি হাটে, মেয়েকেও ছাড়েনি একা। শিউলি-স্নিগ্ধতায় নিটোল শ্যামলা তার মেয়ের মুখ, টলটলে চোখ যেন জল উপচে পড়া পুকুরে শাপলা পাপড়ি। কোন বুকে ছাড়বে সে এই সরলমনা সোমত্ত মেয়েটিকে। যমুনার হাজার বারণ সত্ত্বেও বেরিয়ে যায় সে ভোররাতে হাটের উদ্দেশে। মায়ের উপর অভিমান ভরা রাগ করেই। ঘরে চাল ছাড়া কিছুই নেই। পুজোতে ভাইটার গায়েও নতুন জামা ওঠেনি। পাড়ার পুজোর মণ্ডপে অষ্টমীর দিন বোন আর ভাই মিলে খিচুড়ি ভোগ খেয়ে এসেছিল। বাকি ক'দিন আলু-ভাতে। আজ এই দশমীর দিনে একটু মাছ কিংবা মাংস না আনলে, ভাইটা কি ফেনাভাত খাবে! বেরোনোর সময় জানায়, চিন্তা নেই, সঙ্গে নেবে কেষ্টদাকে। অপু তখন বিছানায়। কেষ্টদার বাড়ি এ পাড়াতে নয়। একটু দূরে। সময় কেটে যায়। সূর্য তখন মধ্যগগনে। মেয়ের ফেরার নাম নেই। অপু খোঁজ নিয়ে এসেছে, কেষ্টদার সঙ্গে যায়নি সে। পাড়ার সুপর্ণা, মালতী, মিনতি, হারুকাকা, বলাইজ্যাঠা- জনে জনে জিজ্ঞেস করেও মেয়ের হদিস পায় না যমুনা কিংবা অপু। হাটে বা ছোট বাজারে তাকে আজ কেউই দেখতে পায়নি। অপরাহ্নের সূর্য যখন প্রায় ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে, দুর্গামায়ের বরণের সময় বিদায় জানাতে, কেষ্ট আর দেবু এসে যা খবর দেয়- যমুনার পায়ের তলার মাটি কেঁপে ওঠে। সে নাকি পড়ে আছে দত্তবাবুর বাগানবাড়ির জামরুল গাছের তলাতে। লোকাল থানা থেকে পুলিশ আসে। সদরের হাসপাতালে চালান করা হয় দেহ। পুলিশের এক হোমরাচোমরা ব্যক্তি বলেন, 'কেমন মা আপনি? মেয়েটি তো আপনার বেশ যৌন আবেদনসম্পন্না। এরকম সোমত্ত পরিণত মেয়েকে একা একা কেউ ছাড়ে ভোর রাতে?' অপু আর থাকতে না পেরে বলে ওঠে, 'খিদে। খিদে মানুষের সব বোধশক্তি নির্মূল করে দেয়।' এবার তিনি বেশ রাগত স্বরেই বলে ওঠেন, 'আপনার এই ছেলেটার তো এখনও দুধের দাঁত সব পড়েনি! এখনই এত ট্যারা ট্যারা কথা!' দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে যায়। বছর ঘুরতে চলল। এখনও পর্যন্ত দোষীদের কাউকে শনাক্ত করা যায়নি। সপ্তাহ দুয়েক গাঁয়ের লোকেরা থানাতে গিয়ে শোরগোল করেছিল। আর কতদিন! প্রত্যেকেরই তো নিজের সংসার, পেট আছে। কেষ্টদা এখনও খোঁজখবর নিতে যায় থানাতে। ফিরে আসে বিফল মনে।

স্কুল থেকে ফেরার পথে অপু দেখতে পায় হারুকাকার বাড়ির সামনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কয়েকজন দাঁড়িয়ে। শুনতে পায় হারুকাকিকে খাটিয়াতে শুইয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বড় রাস্তায়। সেখান থেকে অ্যাম্বুল্যান্সে হাসপাতালে। অবস্থা ভালো নয়। একছুটে চলে আসে অপু নিজেদের বাড়ির দাওয়াতে। মায়ের কোলে বসে আছে দেবী। মায়ের হাতের উপর হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। ফুলে ওঠা শিরাগুলোকে মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আর বলছে, 'তোমার হাতের শিরাগুলো উঁচু উঁচু কেন, যমুনা মাসি? অনেক কাজ করতে হয়, তাই? আমি এগুলো সব ঠিক করে দেব।'

দেবীকে বুকে জড়িয়ে যমুনা ডুকরে কেঁদে ওঠে, 'তুই তো আমার ছোট্ট উমা মা। তুই বড় হয়ে ডাক্তার হয়ে আমার হাতের শিরাগুলি সব ঠিক করে দিস। আর সেই জন্যই আমাকে বেঁচে থাকতে হবে রে।'

'এই দেবী, মাসির কোলে বসে খুব আদর খাচ্ছিস, দেখছি। এবারও ফোঁটা দিবি তো আমার কপালে', বলতেই, অপু দেখে উঠোনের ওপর ঝুঁকে থাকা পেয়ারা গাছটার ডালে বসে থাকা একজোড়া টিয়া ট্যাঁ-ট্যাঁ শব্দে উড়ে পালায়। জানান দেয়, পড়ন্ত বিকেলে অপু সহ পাড়াপড়শিদের- উমাদি আছে, এখানেই আছে, দেবী রূপে।

উত্তরের কবিমুখ

নীলাদ্রি দেব

নীলাদ্রি দেব উত্তরবঙ্গের নবীন কবিদের অন্যতম। জন্মসূত্রে কোচবিহারের। শারীরবিদ্যায় স্নাতক এবং পরিবেশবিদ্যায় স্নাতকোত্তর। শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত। বেশ কিছু বাংলা কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। তাঁর কবিতা পুস্তিকার তালিকা : ধুলো ঝাড়ছি LIVE, এবং নাব্যতা, বারুদ ও বাদামি বেড়াল, নীলাদ্রি দেবের কবিতা, করোটির ঘাসে আক্রেলিক। কবিতার বই : জেব্রাক্রসিং ও দ্বিতীয় জন্মের কবিতা, বেঁটে মানুষের ডায়েরি, আদৌ। গদ্যপুস্তিকা : যা যাবতীয়, অর্গানিক। সম্পাদিত বই : পূর্ণেন্দুশেখর গুহ : একটি অধ্যায়, উত্তর জনপদের নির্বাচিত কবিতা (সহ সম্পাদিত), তরুণ কবির ভুবনজোত, সুবীর সরকার (প্রসঙ্গ : উত্তরাঞ্চল) (সহ সম্পাদিত)। তরুণ এই কবি 'ইন্দ্রায়ুধ' এবং 'বিরক্তিকর' পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গেও যুক্ত।

পূর্ণচ্ছেদ যেমত অলীক

উঠোনের মতো ভাগ হয়ে যাচ্ছে শ্বাস
সূক্ষ্ম জানে আত্মার প্রাচীন স্পর্শসমগ্র
তবু প্রজন্ম বহন, তবু জলের কৈশিক
আজন্মের মাটি ভিজে আছে
কিছু আঁচড় ছাড়া আর কী!
এবং কথপোকথন, ব্রহ্ম গাঢ় হয়ে আসে
খোঁজ ও অনির্দিষ্ট, মাত্র পরিমাণ ব্যস্ত রাখছে
আঙুলে অনন্তের ছাঁচ তুলছে আয়ু

কবিতা

নিমরাজি
স্বপন কুমার সরকার

তৃষ্ণা চোখে বিস্মিত আসমান
পিপাসিত বুকে দেখে অবাক পৃথিবীর
আলো-আঁধারি রূপ

জ্যোৎস্না মাখা রাতের বুকে ও পিঠে
অন্ধকারের রাজত্বে সরীসৃপ যূপকাষ্ঠে
এ কি ভগবানও নিঃশ্চুপ!

এক সমুদ্র আক্ষেপ পাঁজরের নীচে
তবুও তো উৎসবের চরিত্র হকিকতে
রংমহলের সং সাজি

জুতসই নয়, তবু কারা যে অনিচ্ছাতেই
তারা গুনছে, অভিজ্ঞ ভুক্তভোগীদের দলে
আচমকা আমিও নিমরাজি।

কিছু চাই না
বীণা মোদক চৌধুরী

আর কবিতা নয় হে কবি,
শব্দে এখন রক্ত নেই,
বেদনার সীমা ফুরিয়েছে—
বাঁচার ইচ্ছে তবু মরে না যে,
সে-ই যেন অভিশাপ হয়ে যায় কেন!

তোমার খাম পড়ে আছে খোলা,
অজানার দেশে পাঠাবে কাকে?
যে দেশে কান পেতে কেউ শোনে না—
কবিতার কান্না নাকি নিঃশব্দ বাক্য।

ইতিহাস আজ ক্লান্ত,
জীবনের পাঠ কেউ পড়ে না আর,
হাসি আর পরিহাস
এখন একই শব্দের উপচার।

তবুও যদি হাতে কলম ধরা
সম্ভব হয়ে থাকে,
তবে লিখো—
না কবিতার পংক্তি,
না ভালোবাসার ব্যথা।
শুধু লিখো—
'আমি আর কিছু চাই না'

অতসী
শ্রেয়সী সরকার

জীবনের ভেতর জন্ম নেয় জীবন
দীর্ঘ রাতে নিজেকে পুড়িয়ে শেষ করে বসন্ত।
সমস্ত ভুলের শেকলে বাঁধা স্বপ্নে প্রেমের সহবাস
বেহিসেবি ভালোবাসায় টোপ গেলে বড়শিতে হৃদয়ের আঁশ,
আলোকিত ঘরের কানাকড়ি বেচে দিলে
উষ্ণতায় জ্বর আসে প্রবাসীর।
গরল পানীয়তে সঞ্চিত হতে হতে চোখ দুটি ধুয়ে নেয় তিলোত্তমা,
তারার মাটিতে হলুদ মিশিয়ে দাও গায়ে--
সম্পর্কের অসুখে লজ্জার ওপর প্রলেপ অপ্রেমিকের অতসী।

পুরুষশ্রী
স্বাগতা বিশ্বাস

আমার দু'চোখের তারায় ধ্রুবতারার আলো
হাতের কিঙ্কিণি— রোদ ঝলমল
আমার পায়ের নূপুরচিহ্ন ধরে, তোমার শব্দদূত
দিনরাত পাহারায় আছে— সে ভীষণই বিশ্বস্ত, আর চরম বিনীত
ও আমার পুরুষশ্রী— চরণে প্রণাম

যেখান থেকে যে শব্দ নেমে আসে
আমি সেই শব্দভুক, আলোমুখী তোমাদের পুরোনো শহরে
চর্যার শবর-বালিকা আমি, জবরদখলীকৃত মালিক তুমি
গুঞ্জাফুলের মালা গলায় গঞ্জিকার কল্কিভস্ম
সর্বাঙ্গে মেখে আমি কৃষ্ণকুন্তলিনী কর্ষণজীবিতা

আমাকে চিনে রেখো, হাটে মাঠে ঘাটে—
দহনপূর্ব থেকে উত্তর দৈব দুর্বিপাকে
ভাঙা ঘরের দাওয়ায় বাঁশের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে রজকিনী
আমি সেই ঘাড়ে গামছা চণ্ডীর ঘরনি
ও আমার পুরুষশ্রী— চরণে প্রণাম

বিসর্জনের পরে
সৌম্যদীপ সরকার

আমাদের সমস্ত শোক
চেয়ে থাকে আকাশের দিকে,
চোখের কোণে চিক চিক করে নদী
সমস্ত বিসর্জন বুকের মধ্যে নিয়ে, দিন
চলে যায়।

বিসর্জনের পরে আমাদের দেখা হয়
সবুজ প্রান্তরে,
নুয়ে পড়া কাশফুলের পাড়াগাঁয়ে,
আর আমরা একে অপরের
অপূর্ব অর্জন নিয়ে কথা বলি।

আমাদের হাসির শব্দ ছাপিয়ে,
বুকের মাঝে বিসর্জনের ঢাক বাজে।

ফুলকি
পার্থসারথি চক্রবর্তী

হিসেবের খাতায় লিখে রাখা দিনপঞ্জি
ব্রাহ্মমুহূর্তের চুলচেরা বিশ্লেষণ--
নিমেষে উদ্বায়ী হয়ে যায়
মিশে যেতে থাকে ইথারে।

হাতড়ে পাওয়া খড়কুটো নিয়ে,
নতুন আস্তানা বাঁধি--
নড়বড়ে হলেও বাঁধি, বারবার বাঁধি
নৈঃশব্দ্যের জাল ছিন্ন করে।

ছাইচাপা আগুনের ধোঁয়া থেকে
পুনরুদ্ধার করি লুকিয়ে থাকা ফুলকি-
জ্বালাতে চাই জীবনের প্রদীপ
বারবার জীবন দিয়ে হলেও।

ফিনিক্স এবং অ্যাশ

একজনের গল্প স্বপ্নভঙ্গ থেকে ফিরে আসার। অন্যজনের 'এলাম, দেখলাম, জয় করলাম'। তানজিম ব্রিটস এবং অ্যাশলে গার্ডনার- দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার এই দুই খেলোয়াড়কে নিয়ে লিখলেন **শুভম মাইতি**

একটা মানুষ ছোট থেকে বড় হয়েছেন খেলাধুলোর পরিমণ্ডলে। বাবা-দাদা দুজনেই রাগবি খেলতেন, মায়ের দক্ষতা ছিল টেনিসে। জ্যাভলিনে ২০০৭ সালে বিশ্ব যুব চ্যাম্পিয়নশিপে জিতেছেন সোনা, ২০১০-এ জুনিয়ার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ। এরপর সামনে একটাই লক্ষ্য থাকতে পারে, অলিম্পিকে সোনা জয়। তানজিম ব্রিটসও তার ব্যতিক্রম নন। কিন্তু ২০১২ অলিম্পিকের ঠিক আট মাসে আগের এক দুর্ঘটনা সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দেয়। যেখানে গাড়ি চাপা পড়ার পর তাঁর বেঁচে থাকা নিয়েই সংশয় তৈরি হয়েছিল। সেই ঝড় সামলে বেঁচে হয়তো গেলেন, কিন্তু জীবন থেকে জ্যাভলিন বাদ পড়ল। পরবর্তীতে একাধিক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, পচেস্ট্রুমের রাস্তায় সেই দুর্ঘটনার পর বহুবার আত্মহত্যার কথা ভেবেছিলেন। 'তুমি সেই মেয়েটা না, যে জ্যাভলিন ছুড়তে?' এই প্রশ্ন শুনতে শুনতে হতাশ, বিরক্ত ব্রিটসের জীবনে ক্রিকেট এসেছিল টিকে থাকার মাধ্যম, জীবনকে নতুন করে উপভোগ করার উপায় হিসেবে। এভাবে উপভোগ করতে করতেই তিনি হয়ে গেলেন প্রদেশের সেরা ব্যাটার। সেখান থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার ইমার্জিং দলে স্থান পাওয়া, তারপর ২০১৮ সালে জাতীয় দলের হয়ে অভিষেক। আসলে তিনি যে ফিনিক্স পাখি, ফিরে তো তাঁকে আসতেই হত।

ব্রিটসের ডান হাতে এখনও রয়েছে অলিম্পিকের উলকি। সেই ডান হাত হয়তো তাঁকে অলিম্পিকে সোনা এনে দিতে পারেনি। কিন্তু তার ওপর ভর করেই ২০২৩ সালে প্রথমবার টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডকে ছয় রানে হারাতে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল ব্রিটসের করা ৫৫ বলে ৬৮ আর চারটে ক্যাচ। ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে গেলেও সেই বিশ্বকাপে দুটো হাফ সেঞ্চুরি সহ তিনি ছিলেন দলের দ্বিতীয় সর্বাধিক(১৮৬) রানাধিকারী। এমনকি পরের বিশ্বকাপেও রানের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন দ্বিতীয় (১৮৭)।.

৩০ বছর বয়সে একদিনের ক্রিকেটে অভিষেক হওয়া ব্রিটসের দখলে রয়েছে এক ক্যালেন্ডার বছরে সর্বাধিক শতরানের রেকর্ড (৫)। এছাড়া একদিনের ক্রিকেটে সবচেয়ে কম ইনিংসে সাতটি শতরানের রেকর্ডও ব্রিটসের ঝুলিতে। ভারতে চলা মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপের আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে টানা তিন ম্যাচে তিনি শতরান করেন। যার মধ্যে অপরাজিত ১৭১ দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে একদিনের ক্রিকেটে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

দুর্ঘটনার কারণে ব্রিটসের ডান পা এখনও ঠিক করে ভাঁজ হয় না। নিজেই বলেন, তাঁর ব্যাটিং সঙ্গী ওপেনার এবং দলের অধিনায়ক লরা উলভার্ডটের মতো সুন্দর নয়। তাঁর কভার ড্রাইভ দেখলে কেউ বলে ওঠে না 'ছবির মতো'। সেগুলো তোলা থাকে উলভার্ডটের জন্য। কিন্তু মিডল অর্ডারে ব্যাটিং শুরু করা ব্রিটস অল্প সময়ের মধ্যেই হয়ে উঠেছেন দলের নির্ভরযোগ্য ওপেনার। একদিনের ক্রিকেটে প্রথম উইকেটে উলভার্ডট এবং তিনি ৪৮.৪১ গড়ে ৩৬ ইনিংসে করেছেন ১৭৪৩ রান, যা দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে প্রথম উইকেটের জন্য দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। সাম্প্রতিককালে তাঁর আগ্রাসী ব্যাটিং সাহায্য করেছে উলভার্ডটকেও। অন্যদিকে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক উইকেটে সময় নিয়ে নিজের মতো করে ইনিংসটাকে গুছিয়ে নিতে পেরেছেন শুধুমাত্র ব্রিটসের জন্য।

এই লেখার অন্য চরিত্র অ্যাশলে গার্ডনারের গল্পটা অবশ্য অনেকটা 'এলাম, দেখলাম, জয় করলাম'-এর মতো। ২০১৫ সালে চালু হওয়া ডাব্লিউবিবিএল-এর প্রথম সফল 'প্রোডাক্ট' বলে যদি কাউকে চিহ্নিত করা যায় তাহলে তিনি হলেন গার্ডনার। ২০১৮ সালের টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে ৩ উইকেট এবং অপরাজিত ৩৩ করে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ হওয়া গার্ডনারকে ছাড়া তিন ধরনের ফরম্যাটেই অস্ট্রেলিয়ার দল অসম্পূর্ণ। একদিনের ক্রিকেটে গার্ডনারের অভিষেকের পর থেকে এখনও অবধি ১০০ উইকেট এবং ১০০০-এর বেশি রান করেছেন মাত্র দু'জন। একজন ভারতের দীপ্তি শর্মা, অন্যজন তিনি। বর্তমানে একদিনের ক্রিকেটের বোলারদের ক্রমতালিকায় তিনি রয়েছেন ২ নম্বরে, ব্যাটারদের তালিকায় ৮ নম্বরে এবং অলরাউন্ডারের তালিকায় ১ নম্বরে। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেও যখন ব্যাট করতে এলেন ততক্ষণে ৪ উইকেট পড়ে গিয়েছে ১১৩ রানে। খানিক পরে আউট হয়ে ফিরে যান বেথ মুনিও। সেখান থেকে তাহিলা ম্যাকগ্রাথ, কিম গার্থকে সঙ্গে নিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে পৌঁছে দেন ৩২৬ রানে। গার্ডনারের ৮৩ বলে ১১৫ রানের সুবাদে অস্ট্রেলিয়া তাদের বিশ্বকাপ যাত্রা শুরু করে ৮৯ রানে জিতে। এমনকি ভারতের বিপক্ষেও যখন ব্যাট করতে এলেন, তখন অস্ট্রেলিয়ার দরকার ১৩৭ বলে ১৬১। এরপর আমনজ্যোতের বলে আউট হয়ে যখন ফিরে যাচ্ছেন তখন অস্ট্রেলিয়ার চাই ৩৬ বলে ৩২, তাঁর রান ৪৬ বলে ৪৫। এইসব থেকেই অস্ট্রেলিয়া দলে সতীর্থদের প্রিয় 'অ্যাশ'-এর প্রভাব ঠিক কতটা, বোঝা সম্ভব। আসলে গার্ডনার এমন একজন ক্রিকেটার যাঁর খেলা দেখে সবকিছুর ঊর্ধ্বে গিয়ে শুধু মুগ্ধ হওয়া ছাড়া অন্য কিছুর সুযোগ নেই।

দেশ ছোট ক্ষতি নেই, স্বপ্ন তো বড়

জনসংখ্যা মাত্র ৫.৬ লক্ষ। অথচ তারাই যোগ্যতা অর্জন করেছে পরবর্তী বিশ্বকাপে খেলার। আফ্রিকা মহাদেশের কেপ ভার্দে-কে নিয়ে লিখলেন **শুভাগত রায়**

কেপ ভার্দে-আফ্রিকা মহাদাশের পশ্চিম উপকূলে আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে ছড়িয়ে থাকা এক আগ্নেয় দ্বীপপুঞ্জ। আজ থেকে কয়েক মাস আগেও যার কথা অনেকেই জানতেন না। অথচ আজ তারাই ইতিহাসের পাতায় নাম লিখে ফেলেছে। জনসংখ্যা মাত্র ৫.৬ লক্ষ, যা শুধু কলকাতার জনসংখ্যার মাত্র ৩ শতাংশ। অথচ তারাই ২০২৬ বিশ্বকাপে প্রথমবারের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে। এ যেন আক্ষরিক অর্থেই এক ফুটবল রূপকথা। যেখানে বিশ্বাস, পরিশ্রম আর জাতীয় ঐক্য একত্রে এক অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে।

একদা এই কেপ ভার্দে ছিল পর্তুগালের উপনিবেশ। পনেরোশ শতকে আবিষ্কৃত এই দ্বীপপুঞ্জ দীর্ঘদিন দাস বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। শতাব্দীর সংগ্রামের পর অবশেষে ১৯৭৫ সালের ৫ জুলাই পোর্তুগালের থেকে এই দেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। স্বাধীনতার পর দেশটি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, শিক্ষা, প্রবাসী সমাজের অবদানে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়। তাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ হয়ে ওঠে দেশের মানুষের স্বপ্ন দেখা এবং লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যে একসঙ্গে কাজ করার ক্ষমতা।

কেপ ভার্দের ফুটবল উন্নয়নের গল্প শুরু হয় পরিকল্পনা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে। ২০০০ সালের পর থেকে কেপ ভার্দে ফুটবল ফেডারেশন এক দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে, যার মধ্যে ছিল -

১. ইউরোপ ও আফ্রিকায় বসবাসকারী কেপ ভার্দিয়ান বংশোদ্ভূত খেলোয়াড়দের জাতীয় দলে অন্তর্ভুক্তিকরণ।

২. স্থানীয় মাঠগুলো উন্নত করা, যুব ফুটবলের জন্য অ্যাকাডেমি গড়ে তোলা এবং সরকারি সহযোগিতায় স্কুলভিত্তিক প্রতিযোগিতা চালু করা।

৩. পর্তুগাল, নেদারল্যান্ডস ও ফ্রান্সে থাকা প্রবাসীরা স্পনসরশিপ ট্রেনিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে দেশের ফুটবলে বিনিয়োগ শুরু করে।

৪. কোচিংয়ের মানোন্নয়নের জন্য ইউরোপ থেকে কোচদের এনে প্রশিক্ষণ দেওয়া ও দেশীয় কোচদের বিদেশে ট্রেনিংয়ের পাঠানো।

এভাবেই সব কিছু মিলিয়ে তৈরি হল একটি ফুটবল ইকোসিস্টেম, যার ফলাফল এখন সবার চোখের সামনে।

কেপ ভার্দের এই সাফল্যের প্রসঙ্গে বলতে হয় কোচ শেড্রো লেইটাও ব্রিটোর কথাও। সবার কাছে তিনি পরিচিত 'বুবিস্তা' নামে। তিনি ২০২০ সালে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এই দলের মধ্যে শৃঙ্খলা, মানসিক দৃঢ়তা ও একতা গড়ে তুলেছেন। বুবিস্তা এক ইন্টারভিউতে বলেছিলেন, 'আমরা জানি আমরা ছোট দেশ, কিন্তু আমাদের স্বপ্ন অনেক বড়। বিশ্বকাপ শুধু লক্ষ্য নয়, এটি আমাদের জাতির আত্মবিশ্বাসের প্রতীক।'

২০২৬ বিশ্বকাপ যোগ্যতা নির্ণায়ক প্রতিযোগিতার শেষ দুটি ম্যাচে কেপ ভার্দের দরকার ছিল একটিমাত্র জয়। লিবিয়ার সঙ্গে ম্যাচে দুই গোলে পিছিয়ে থাকার পরেও ফলাফল ৩-৩ পৌঁছোয়। অতিরিক্ত সময়ে একটি গোলও করে তারা, কিন্তু সেটি অফসাইডের জন্য বাতিল করা হয়। যদিও পরে দেখা যায় গোলটি বৈধ ছিল। ম্যাচটি ড্র হওয়ায় শেষ ম্যাচে জিততেই হত যোগ্যতা অর্জনের জন্য।

এরপর এল ১৩ অক্টোবরের সেই রাত। যেদিন সান্তা মারিয়া স্টেডিয়ামের শব্দব্রহ্ম সাগরের ঢেউয়ের গর্জনকেও হার মানাচ্ছিল। শুধু শোনা যাচ্ছিল দর্শকদের স্লোগান 'ফোর্সা কাবো ভার্দে'। ম্যাচের ৫৪ মিনিট নাগাদ যখন ফলাফল ২-০ তখনও শুরু হয়ে গিয়েছিল উৎসবের প্রস্তুতি। এরপরই ম্যাচের শেষ মুহূর্তে আরেকটি গোল, দেশটির আকাশে তখন শুধু কেবল আতশবাজির রোশনাই। নতুন ইতিহাস লেখা হয়ে গিয়েছে।

এই কেপ ভার্দে দলটায় পরিচিত কোনও তারকা নেই। তবে আছে সাধারণ থেকে অসাধারণ হয়ে ওঠা কিছু ফুটবলার। যেমন- রেয়ান মেন্ডেস (উইঙ্গার/অধিনায়ক), ডাইলন নিস্ট্রামিন্টো (ফরোয়ার্ড), রবার্ট পিকো লোপেস (ডিফেন্ডার)। এরাই হলেন প্রায় ৬ লক্ষ মানুষের স্বপ্নের অন্যতম কারিগর। যাদের দিকে বিশ্বকাপের মঞ্চেও নজরে থাকবে ফুটবলপ্রেমীদের। তবে কেপ ভার্দে কিন্তু এখানেই থেমে নেই। বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন কেবল শুরু। এখন তাদের লক্ষ্য পরবর্তী প্রজন্মের খেলোয়াড়দের জন্য স্থায়ী কাঠামো গড়ে তোলা। ফেডারেশন ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে, 'ভিশন ২০৩০ ফুটবল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান' যার মূল লক্ষ্য, ২০৩০ সালের মধ্যে সিএএফ কাপ অফ নেশসন্সের সেমিফাইনালে পৌঁছোনো। সেইসঙ্গে স্থানীয় লিগকে পুরোপুরি পেশাদার রূপ দিয়ে ১১০ দ্বীপে ২০টি নতুন ট্রেনিং অ্যাকাডেমি গড়া।

আজ কেপ ভার্দে শুধু একটি দেশ নয়, যখন ২০২৬ সালে বিশ্বকাপে নীল-লাল পতাকা উড়বে তখন সেটি হবে বিশ্বাস, একতা আর একটি ছোট্ট দেশের বড় ইতিহাস লেখার সাহসের প্রতীক।

‘রোকো’-র নয়া শুরু নাকি শেষের ইঙ্গিত

পারথ, ১৮ অক্টোবর : রোক সকে তো রোক লো।

গত দেড় দশকে তাবড় তাবড় বোলার যে আস্ফালনের সামনে থমকে গিয়েছে। সময়ের সঙ্গে অবশ্য পরিস্থিতি বদলেছে। সাফল্যের মণিমুক্তোয় সমৃদ্ধ বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার কেরিয়ার দাঁড়িয়ে শেষ পর্বে। বাড়ছে জল্পনা। শেষের শুরু নাকি এটাই শেষ?

ঊর্ধ্বমুখী জল্পনার মাঝে আগামীকাল নতুন শুরুর অপেক্ষায় ‘রোকো’। প্রায় মাস সাতেক পর জাতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপিয়ে মাঠে ফিরছেন দুইজনে। ৯ মার্চ দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালের পর ১৯ অক্টোবর পারথ। দলকে ভরসা জোগানোর সঙ্গে সমালোচকদের জবাব দেওয়ার মঞ্চ।

তরুণ ব্রিগেডের সাফল্য আগামীর ভাবনাকে উসকে দিয়েছে। সামনের দিকে তাকানোর ওপর জোর দিচ্ছেন গৌতম গম্ভীর, অজিত আগরকাররা। শুভমান গিলের কাঁধে টেস্টের পর ওডিআই নেতৃত্ব ভার তুলে দেওয়া তারই প্রতিফলন। অধিনায়ক হিসেবে দুই হাত ভরা সাফল্যের পর হিটম্যান যে নতুন পরিবেশে কীভাবে মানিয়ে নেন, চোখ থাকবে।

চাপানউতোরের মাঝেই রোহিত ফের দাবি করেছেন, ২০২৭ সালে খেলবেন দলকে বিশ্বকাপ এনে দিতে। লক্ষ্যপূরণের পথে ওডিআই সিরিজ বিরাটের মতো রোহিতের কাছেও পরীক্ষা। ‘রোকো’-র নয়া ইনিংসের পারদকে সঙ্গী করে রবিবাসরীয় পারথে ভারত-অজি টক্কর। টেস্টে অস্ট্রেলিয়ায় ইদানীং ভারত সফল হলেও ওডিআইয়ে ছবিটা বিপরীত। প্রশ্ন, নেতৃত্বের নয়া চ্যালেঞ্জে ভাগ্যের যে চাকাটা ঘুরিয়ে দিতে পারবেন শুভমান?

বিলেতের মাটিতে টেস্টে প্রত্যাশাপূরণ করেছিলেন। ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে যা বজায় থাকে কি না, নজর থাকবে শুভমানেও। এদিন সোয়ান নদীর ধারে মিচেল মার্শের সঙ্গে ট্রফি নিয়ে ফোটোসেশনে গিল। দুইজনে মিলে ট্রফি ধরে পোজ দিলেন। ২৫ অক্টোবর সিডনিতে তৃতীয় ম্যাচের পর অবশ্য ‘যে ট্রফির স্বাদের ভাগ’ কেউ কাউকে দিতে রাজি হবেন না, স্বাভাবিক।

ভারত সেরা দল নিয়ে নামছে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের শিবিরে সেখানে চোট-আঘাতের লম্বা তালিকা। প্যাট কামিন্স আগেই ছিটকে গিয়েছিলেন। কালকের ম্যাচে নেই জোশ ইনগ্লিস, অ্যাডাম জাম্পা। চোটের কারণে সিরিজ থেকেই ‘আউট’ ক্যামেরন গ্রিন। যে ধাক্কার মাঝে অক্সিজেন জোগাচ্ছে মিচেল স্টার্কের প্রত্যাবর্তন, জোশ হ্যাজেলউডের সঙ্গে নতুন বলে জুটি বাঁধা। স্টার্ক-হ্যাজেলউড বনাম ‘রোকো’- হাইভোল্টেজ টক্করের মধ্যে অনেকাংশে লুকিয়ে সিরিজের চাবিকাঠি। রবিবার থেকে উত্তর খোঁজার পালা।

এক নজরে

- কুমার সাঙ্গাকারাকে (১৪,২৩৪) অতিক্রম করে ওডিআই রানে দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছোতে বিরাটের দরকার ৫৪ রান।
- চতুর্থ ভারতীয় হিসেবে রোহিত ৫০০ তম আন্তর্জাতিক (১৫৯টি টি২০, ২৭৩ ওডিআই এবং ৬৭টি টেস্ট) ম্যাচ খেলবেন পারথে।
- শেষবার তৃতীয় কোনও অধিনায়কের নেতৃত্বে বিরাট, রোহিত খেলেছেন ৯ বছর আগে নিউজিল্যান্ড সিরিজে।

বাউন্সি, গতিময় পিচে পেসের বদলা পেস, যে স্ট্র্যাটেজিতে ভারত অবশ্য জসপ্রীত বুমরাহকে পাচ্ছে না। ওডিআই সিরিজে বিশ্রাম দিয়ে টি২০ টক্করে রাখা হয়েছে বুমরাহকে। দায়িত্বটা মহম্মদ সিরাজ, হর্ষিত রানা, অর্শদীপ সিং, প্রসিধ কৃষ্ণাদের ওপর। একমাত্র স্পিনার কে হবেন, লড়াই কুলদীপ যাদব, ওয়াশিংটন সুন্দরের মধ্যে।

২০২৭ বিশ্বকাপের লক্ষ্যে নতুনভাবে দল তৈরিই লক্ষ্য অজি শিবিরের। স্টিভেন স্মিথ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েলদের বিকল্প খুঁজে নেওয়ার পাশাপাশি থাকছে একাধিক প্লেয়ারের অনুপস্থিতিতে তৈরি শূন্যতা পূরণও। ম্যাট রেনশ ও মিচেল ওয়েনের ওডিআই অভিষেক কার্যত নিশ্চিত। ২০২১ সালের পর ফিরছেন উইকেটকিপার জোশ ফিলিপ। একমাত্র স্পিনার হিসেবে পারথের ঘরের ছেলে ম্যাট কুহনেম্যান খেলবেন জাম্পার বদলি হিসেবে। ভারত-অজি ম্যাচ মানে ‘এক্স ফ্যাক্টর’ ট্রাভিস হেড। হেডকে দ্রুত ফেরানোর ছক কার্যকর না হলে বিপদ বাড়বে।

বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। পিচও গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। লো স্কোরিং কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত অপটাস স্টেডিয়াম। শেষ দুই ম্যাচে অজিরা এখানে ১৫২, ১৪০ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল। হেরেছে শেষ তিন ম্যাচেই। সুবিধেটা শুভমান ব্রিগেড নিতে পারে কি না, সেটাই দেখার।

প্রস্তুতিতে খোশমেজাজে বিরাট কোহলি। ব্যাটিং অনুশীলনের পথে রোহিত শর্মা।

সোয়ান নদীর ধারে ট্রফি নিয়ে ফোটোসেশনে দুই অধিনায়ক- মিচেল মার্শ ও শুভমান গিল। শনিবার।

রোহিতভাইয়ের থেকে পরামর্শ নেব : শুভমান

পারথ, ১৮ অক্টোবর : মুকুটে নতুন পালক। টেস্টের পর ওডিআই অধিনায়কের দায়িত্ব। গুরুভার বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা সমৃদ্ধ ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার। শুভমান গিলের কাছে যা বিশাল সম্মানের। ছোট থেকে বিরাট-রোহিতকে আদর্শ মেনে বড় হয়েছেন। তাঁদেরই অধিনায়ক হওয়া! চাপ নয়, সুযোগটা কাজে লাগাতে চান শুভমান। জানিয়ে দিলেন, আসন্ন অজি চ্যালেঞ্জে ‘রোকো’-র পরামর্শ তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

উড়িয়ে দিচ্ছেন রোহিত বনাম শুভমান বিতর্ককেও। গিলের সাফ কথা, বাইরে কী বলছেন, তাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। দলের মধ্যে এরকম কিছু নেই। সিনিয়ার দুই সতীর্থ সম্পর্কে শুভমান বলেছেন, ‘যখন ছোট ছিলাম, ওদের আদর্শ করেছি। ওদের সাফল্যের খিদে উদ্বুদ্ধ করেছে। এমন দুই কিংবদন্তির অধিনায়ক হওয়া আমার কাছে বিরাট সম্মানের। কঠিন সময়ে ওদের পরামর্শ নিতে দ্বিধা করব না।’

শুভমান জানিয়েও দিচ্ছেন, বিরাট, রোহিতরা যেভাবে দল পরিচালনা করেছেন, সেই পথই অনুসরণ করবেন তিনি। বিরাটরা অধিনায়ক হিসেবে কীভাবে তাঁর এবং বাকি খেলোয়াড়দের থেকে সেরা খেলা বের করে আনতেন, সেটাও মাথায় রাখছেন। শুভমান আরও জানান, সাদা বলের ক্রিকেটে মহেন্দ্র সিং ধোনি, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা অধিনায়ক হিসেবে একটা পরম্পরা তৈরি করেছেন। সেই জুতোয় পা রাখা তাঁর কাছে বিশাল প্রাপ্তি।

শুভমানের আরও দাবি, ব্যাটিংয়ে অধিনায়কত্বের প্রভাব পড়ে না। যখন ব্যাট নিয়ে ক্রিজে নামেন, ফোকাস শুধু ব্যাটিংয়ে। তখন নেতৃত্ব নিয়ে ভাবেন না। কারণ, নিজেকে অতিরিক্ত চাপে ফেললে সমস্যা বাড়বে। চাপমুক্ত হয়ে খেলতে চান। পাশাপাশি বিশ্বাস, রোহিত-বিরাটের উপস্থিতি অধিনায়ক হিসেবে তাঁর কাজ সহজ করবে।

‘রোকো’-র নেতা হয়ে সম্মানিত

শুভমান বলেছেন, ‘রোহিত, বিরাট সাদা বলের ক্রিকেটে সেরাদের অন্যতম। ওদের অভিজ্ঞতা, স্কিলের প্রভাব দলে অপরিসীম। গতকাল রোহিতভাইয়ের সঙ্গে লম্বা সময় কথা হয়েছে। আমি নিশ্চিত, ওর পরামর্শে সবসময় উপকৃত হব। বাইরে অনেকে অনেক গল্প বলছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে সেইসব কিছু নেই। আগের মতোই সবকিছু। রোহিতভাই অত্যন্ত সহায়ক। সবসময় অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেয়। যখনই দরকার পড়বে পরামর্শ নেব। জিজ্ঞাসা করব, তুমি অধিনায়ক থাকলে এই পরিস্থিতিতে কী করতে?’

অজি অধিনায়ক মিচেল মার্শ অপরদিকে দল নিয়ে আত্মবিশ্বাসী। অনেকের অনুপস্থিতি প্রসঙ্গে মার্শের দাবি, গত এক বছরে একঝাঁক ক্রিকেটারকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ফলে সিনিয়ারদের অনেকে না থাকলেও যাঁরা আছেন, তাঁরা অভিজ্ঞ। প্রত্যেকেই মুখিয়ে অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে নিজেদের দায়িত্বটা যথাযথভাবে পালন করতে।

অজি সাংবাদিক সম্মেলনেও বিরাট-রোহিত প্রসঙ্গ। মার্শ বলেছেন, ‘ওদের বিরুদ্ধে খেলাও সম্মানের। ক্রিকেট খেলার দুই কিংবদন্তি। রান তাড়ায় ওডিআইয়ে বিরাট সেরা। ওদের নিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীরা কতটা আগ্রহী, তার প্রভাব টিকিট বিক্রিতে। ভারত ম্যাচে স্টেডিয়ামে কোনও সিট খালি থাকবে না। আমাদের জন্য যা দারুণ অভিজ্ঞতা হতে যাচ্ছে।’

পাক হামলায় প্রয়াত তিন আফগান ক্রিকেটার

কাবুল, ১৮ অক্টোবর : সংঘর্ষ চলছিল আগেই। মাঝে যুদ্ধবিরতির ঘোষণাও হয়েছিল। সেই যুদ্ধবিরতির মাঝেই গতরাতে আচমকা পাকিস্তান বিমান হানা চালায় আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশের উগগুন জেলায়। বর্বরোচিত সেই বিমান হানার ঘটনায় সেখানে মোট দশজন প্রাণ হারিয়েছেন। যার মধ্যে তিনজন আফগানিস্তানের উঠতি ক্রিকেটার। কবীর আঘা, শিবঘাতুল্লাহ ও হারুন নামে তিন উঠতি ক্রিকেটারের মৃত্যুর ঘটনায় দুই দেশের ক্রিকেটীয় সম্পর্কের উপর গভীর প্রভাব পড়েছে। আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফে পুরো ঘটনার কড়া নিন্দা করা হয়েছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আগামী নভেম্বরে পাকিস্তান-আফগানিস্তান-শ্রীলঙ্কার মধ্যে নির্ধারিত থাকা ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে আফগানিস্তান। দেশের ক্রিকেট বোর্ডের এমন সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন আফগান টি২০ অধিনায়ক রশিদ খান। তিনি নিজেও পাকিস্তান সুপার লিগের ফ্র্যাঞ্চাইজি দল থেকেও সরে দাঁড়িয়েছেন। রশিদ বলেছেন, ‘পাকিস্তানের হামলায় আফগান নাগরিকদের মৃত্যুর ঘটনায় আমি মর্মাহিত। এই ঘটনায় অনেক মহিলা, শিশুর প্রাণ গিয়েছে। মারা গিয়েছেন আমাদের দেশের তিন উঠতি ক্রিকেটারও। ঘটনার পর আফগান বোর্ডের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি।’

সিরিজ বয়কট রশিদদের

এদিকে, পাকিস্তানের এমন বর্বরোচিত বিমান হামলার ঘটনার কড়া নিন্দা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ও ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি। আলাদাভাবে বিবৃতি দিয়ে বিসিসিআইয়ের তরফে বলা হয়েছে, এমন ঘটনা কখনই কাম্য নয়। আইসিসি-র তরফে উঠতি তিন আফগান ক্রিকেটারের মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করা হয়েছে। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন তারকা যুবরাজ সিংও শোকপ্রকাশ করে নিন্দা করেছেন।

ভাঙলেন সামি, জয় আনলেন অভিমন্যু

উত্তরাখণ্ড-২১৩ ও ২৬৫
বাংলা-৩২৩ ও ১৫৬/২
(বাংলা ৮ উইকেটে জয়ী)

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর : বলটা জায়গায় রাখলেন। হালকা নড়ল মহম্মদ সামির ডেলিভারি। আর তাতেই ধরাশায়ী উত্তরাখণ্ড।

ঘড়ির কাঁটায় তখন বিকেল ৩.২১। জগদীশ সুচিথের ডেলিভারিটা স্কোয়ার লেগের দিকে ঠেলে দিয়ে দৌড় শুরু করলেন বাংলা অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ (অপরাজিত ৭১)। স্বস্তি ফিরল বাংলা ক্রিকেটে। রনজি ট্রফির প্রথম ম্যাচেই উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ৮ উইকেটে জয় দিয়ে মরশুম শুরু করল বাংলা। ২৫ অক্টোবর থেকে ইডেন গার্ডেন্সে গুজরাটের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচ। সেই ম্যাচে অভিমন্যু-আকাশ দীপদের দলে পাওয়ার সম্ভাবনা কম। দুইজনই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতীয় 'এ' দলের ম্যাচের স্কোয়াডে থাকতে পারেন বলে খবর। যদিও তার আগে উত্তরাখণ্ড ম্যাচ জয়ের আমেজ নিয়েই কালীপুজো উপভোগ করার মেজাজে টিম বাংলা।

পিচ নিয়ে বিস্তর বিতর্ক হয়েছে ইতিমধ্যেই। সেই বিতর্কের আবহে কাঠগড়ায় তোলা হয়েছিল ক্রিকেটের নন্দনকাননের বাইশ গজকে। সমালোচনা চলছিল বাংলার বোলিং নিয়েও। আজ সকালের ইডেনে বাংলা বনাম উত্তরাখণ্ড ম্যাচের শেষ দিনে দেখা গেল সম্পূর্ণ ভিন্ন ছবি। সামি পুরোনো বলে ভেলকি দেখিয়ে উত্তরাখণ্ড অধিনায়ক কুণাল চান্ডেলাকে (৭২) আউট করতেই ভেঙে পড়ল তাদের ব্যাটিং। মাঝে যুবরাজ সিং (৩৫) ও অভয় নেগি (২৮) টি২০-র মেজাজে লিডটা বাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা শুরু করেছিলেন। তাঁদের ব্যাটিং আগ্রাসন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সৌজন্যে সেই সামি।

এভাবেও ফিরে আসা যায়!

উত্তরাখণ্ড ম্যাচের প্রথম দিনে বল হাতে হতাশ করেছিলেন সামি। তাঁর ফিটনেস নিয়েও তৈরি হয়েছিল সংশয়। চলছিল সমালোচনা। আজ খেলার শেষ দিনে সামি দেখালেন তাঁর স্কিলে মরচে পড়েনি। ফিটনেসের দিক থেকেও তিনি ভালো জায়গায় রয়েছেন। পুরোনো বলে রিভার্স করে আতঙ্ক তৈরি করেছিলেন সকালে। পরে নতুন বল হাতে সিমের ব্যবহার করে সামি প্রমাণ করে দিয়েছেন,

ম্যাচের সেরার পুরস্কার গলায় মহম্মদ সামি। ছবি : ডি মণ্ডল

> ম্যাচ জয়ের ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম। বোলাররা ভালো বোলিং করছিল। কিন্তু উইকেট আসছিল না। আজ সামি দেখিয়ে দিয়েছে আমাদের শক্তি। দুর্দান্ত বোলিংয়ের জন্য ওকে অভিনন্দন।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

ক্রিকেট শেষ হয়ে যায়নি তাঁর মধ্যে। হয়তো জাতীয় নির্বাচকদেরও সাত উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়ে নীরব বার্তা দিয়েছেন তিনি। শনিবার রাতের বিমানেই কলকাতা থেকে নয়াদিল্লি উড়ে গেলেন টিম ইন্ডিয়ার বাইরে থাকা জোরে বোলার। সন্ধ্যায় ইডেন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর তরফে তাঁকে সাফল্যের অভিনন্দন জানাতেই সামি বলে দিলেন, 'জানি সাতটা উইকেটেও কিছু হবে না। বাকি ম্যাচেও সেরাটা দিয়ে আরও উইকেট নেব আমি।'

গতকালের ১৬৫/২ থেকে শুরু করে আজ সকালে সামির ধাক্কায় বেলাইন উত্তরাখণ্ড। প্রথম সেশনে উত্তরাখণ্ডের পাঁচ উইকেটের মধ্যে সামি একাই নিয়েছেন চারটি। তাঁর পেস ও সুইং সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল (৪০/১), আকাশ দীপদের (৭৯/২) উপর থেকে চাপটা কমিয়ে দিয়েছিল। মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর প্রথম ওভারেই শেষ উত্তরাখণ্ড ইনিংস। ১৫৬ রানের চ্যালেঞ্জের সামনে অধিনায়ক অভিমন্যুর ব্যাটে অনায়াসে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় বাংলা। যদিও প্রাথমিকভাবে টিম বাংলার পরিকল্পনা ছিল, কোনও উইকেট না হারিয়ে ম্যাচ জেতা। লক্ষ্যে সফল হলে সাত পয়েন্ট পাওয়া যেত। সেটা হয়নি সুদীপ চট্টোপাধ্যায় ও সুদীপকুমার ঘরামিরা আউট হয়ে যাওয়ায়। ছয় পয়েন্টও খারাপ নয়। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'ম্যাচ জয়ের ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম। বোলাররা ভালো বোলিং করছিল। কিন্তু উইকেট আসছিল না। আজ সামি দেখিয়ে দিয়েছে আমাদের শক্তি। দুর্দান্ত বোলিংয়ের জন্য ওকে অভিনন্দন।'

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর আইএফএ শিল্ড নিয়ে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ছবি : ডি মণ্ডল

শুরুতে নীরব, চ্যাম্পিয়ন হতেই উচ্ছ্বাস বাগানের

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর : ম্যাচ শুরু হতেই অভিনব দৃশ্য মোহনবাগান গ্যালারিতে। একই সঙ্গে সমস্ত পতাকা খুলে নিস্তব্ধ হয়ে গেল সুবজ-মেরুন জনতা। আবার চ্যাম্পিয়ন হতেই চেনা মেজাজে বাগান জনতা।

ম্যানেজমেন্টের ওপর ক্ষুব্ধ সমর্থকরা শিল্ডের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে বিক্ষোভ প্রকাশ করেছিল। ফাইনালের আগে কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা ও অধিনায়ক শুভাশিস বসু সমর্থকদের সবকিছু ভুলে পাশে থাকার আবেদন করেছিলেন। কোচ-অধিনায়কের কথা রাখতে বাগান সমর্থকরা মাঠে এলেও প্রতিবাদের জন্য অভিনবপন্থা বেছে নিলেন। ম্যাচ শুরু হতেই গ্যালারি টাঙানো পতাকাগুলি খুলে নীরব হয়ে থাকলেন তাঁরা। উলটোদিকে সেইসময় ইরানে খেলতে না যাওয়া নিয়ে কটাক্ষ করে লাল-হলুদ সমর্থকরা ব্যানার নামালেন। অবশ্য নীরবতা ভেঙে বারকয়েক মোহনবাগান গ্যালারির গর্জন শোনা গিয়েছিল। একবার মোহনবাগান পেনাল্টি পাওয়ার পর। আরেকবার আপুইয়ার দুরন্ত গোলের পর।

তবে পাকাপাকিভাবে নীরবতা ভেঙে বাগান গ্যালারি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল জয় গুপ্তার পেনাল্টি বিশাল সেভ করার পর। ম্যাচ শেষ হওয়ার পর বাগান সমর্থকদের চিৎকারে কান

জয় গুপ্তার শট রুখে মোহনবাগানকে চ্যাম্পিয়ন করলেন বিশাল কেইথ।

পাতা দায়। গ্যালারিতে ফের দেখা গেল সবুজ-মেরুন পতাকা। সব দুঃখ ভুলে শিল্ড জয়ের আনন্দে ফের চেনা ছন্দে মোহন জনতা।

ম্যাচে জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান না হলেও ছিল নৃত্য প্রদর্শনী। নৃত্যশিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে নৃত্য প্রদর্শন করলেন নারায়না স্কুলের ছাত্রীরা। এদিন ম্যাচ শুরুর আগে স্টেডিয়ামের তিন নম্বর গেটের বাইরে সমীর নামের এক জার্সি বিক্রেতা সাধারণ মোহনবাগান জার্সির পাশাপাশি 'দিমিগড' লেখা মোহনবাগান জার্সিও বিক্রি করছিলেন। সাম্প্রতিক সময়ে সবুজ-মেরুনের সবচেয়ে সমালোচিত ফুটবলার দিমিত্রিস পেত্রাতোস। অথচ তাঁর নামাঙ্কিত জার্সির চাহিদা বেশ ভালো বলেই দাবি জার্সি বিক্রেতার।

প্রিয়জনকে হারানোর শোক সামলে মাঠে দলকে সমর্থন করতে আসার অনেক নজির রয়েছে। কিন্তু এদিন অন্য এক দৃশ্য দেখা গেল। স্টেডিয়ামের চার নম্বর গেটের বাইরে ব্যাগ জমা রাখছিলেন অভিজিৎ বাগ। কয়েকদিন আগেই বাবাকে হারিয়েছেন তিনি। কিন্তু রুটিরুজির টানে শনিবার স্টেডিয়ামের সামনে ব্যাগ জমা রাখার কাজ করতে দেখা গেল তাঁকে।

তবে সবমিলিয়ে শেষবেলায় আইএফএ শিল্ড ফাইনাল জমজমাট।

তিরন্দাজি বিশ্বকাপে নজির জ্যোতির

নানজিং, ১৮ অক্টোবর : ২০২২ ও ২০২৩ সালে তিরন্দাজি বিশ্বকাপে প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিতে হয়েছিল তাঁকে। এবার একই মঞ্চে নজির গড়লেন জ্যোতি সুরেখা ভেন্নাম। ভারতের প্রথম মহিলা তিরন্দাজ হিসেবে বিশ্বকাপে ব্যক্তিগত কম্পাউন্ড বিভাগে পদক জিতলেন তিনি।

লন্ডনে শনিবার সুরেখা ১৫০-১৪৫ পয়েন্টে গ্রেট ব্রিটেনের এল্লা গিবসনকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জেতেন। ম্যাচে টানা ১৫টি নিখুঁত শট (১০-এর ঘরে) সুরেখার জয়ের রাস্তা গড়ে দেয়। এর আগে কোয়ার্টার ফাইনালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালেক্সিস রুইজকে হারিয়ে শুরুটা ভালো করেছিলেন জ্যোতি। কিন্তু সেমিফাইনালে মেক্সিকোর আন্দ্রেয়া বেরেক্কার বিরুদ্ধে ২ পয়েন্টে হার জ্যোতিকে সোনার দৌড় থেকে ছিটকে দেয়। ব্রোঞ্জ জিতে সেই ক্ষতে প্রলেপ লাগালেন ২৯ বছরের জ্যোতি।

অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেট শুরু

রায়গঞ্জ, ১৮ অক্টোবর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেট শনিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে কালিয়াগঞ্জ ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৩ উইকেটে অভিযান ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে প্রথমে অভিযান ১৭ ওভারে ৭৬ রানে অল আউট হয়। রাজদীপ পাল ৩ উইকেট পেয়েছে। জবাবে কালিয়াগঞ্জ ১৬ ওভারে ৭ উইকেটে ৭৯ রান তুলে নেয়। লাবপ্রসাদ সাহা ৪১ রান করে।

অন্য ম্যাচে বিবেকানন্দ ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৬ উইকেটে ইসলামপুর ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে ইসলামপুর ৮ ওভারে ২৪ রানে গুটিয়ে যায়। ফাইজান আলম ৪ রানে পেয়েছে ৮ উইকেট। জবাবে বিবেকানন্দ ৭.৫ ওভারে ৪ উইকেটে ২৬ রান তুলে নেয়। রামিজ রেজা ১৫ রান করে। রবিবার খেলবে টাউন ক্লাব-সংস্থার 'বি' দল এবং দুর্গাপুর ক্রিকেট অ্যাকাডেমি-সংস্থার 'এ' দল।